ওঁ

শাস্ত্রতত্ত্ব ।

অষ্টোত্তর শতোপনিষৎ ।

প্রথম খণ্ড ।

তীর্থবিবরণ, মানবতত্ত্ব, সর্পাঘাত, ব্রহ্মচর্য্য,
ঋগ্বেদ, সঙ্গীতমালা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র তত্ত্বনিধি বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ।

কুমিল্লার উকীল—শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।

কুমিল্লা—সিংহ যন্ত্রে শ্রীললিতচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত

১৩৩৩ সন ।

মূল্য ॥০ আনা

ভূমিকা।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র তত্ত্বনিধি মহাশয় সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত। ইতিপূর্ব্বে তিনি "মানবতত্ত্ব" নামে একখানা গবেষণাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। সম্প্রতিক তিনি বেদ বেদান্ত স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদ্র বিলোড়নপূর্ব্বক ইহাদের সার সংগ্রহ করিয়া "শাস্ত্রতত্ত্ব" নামক দ্বিতীয় সুবৃহৎ গ্রন্থ সুধীবর্গের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন॥ শাস্ত্রতত্ত্বের প্রথম ভাগে ৮ম সংখ্যায় ঋগ্বেদের সুলভ সংস্করণ ১।২ ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে শাস্ত্রতত্ত্বের তৃতীয় ভাগ প্রকাশের প্রয়াসী। ইহাতে হিন্দু শাস্ত্রের শীর্ষ স্থানীয় উপনিষৎ সকল সহজ বোধ্য বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য সহ প্রকাশ হইবে। ভারতীয় যাবতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকটই উপনিষৎ প্রামাণ্য। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী সকলকেই ধর্ম্মরাজ্যে উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়। উপনিষদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই যাহা কিছু মতভেদ তাহা কেবল ইহাদের অংশ বিশেষের ব্যাখ্যার মধ্যেই বিবাদ।

উপনিষদের অন্ততঃ প্রধান যে কয়খানি সেই কয়খানের জ্ঞান না থাকিলে অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের গূঢ় অর্থ অনেক সময় হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং যাহাদিগের শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা তাহাদিগের সকলের পক্ষেই যে উপনিষদ পাঠ করা একান্তই প্রয়োজন ইহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু সহজবোধ্য ও সুলভ মূল্যে প্রথম উপনিষৎ সকলের এইরূপ কোনও সংস্করণ বঙ্গভাষায় আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কিছু পূর্ব্বে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় সংক্ষেপে শাঙ্কর ভাষ্যম সমন্বিত কয়েকখানা উপনিষদের উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু মূল্যের দিক দিয়া ইহাকে সুলভ বলা যাইতে পারে না। তত্ত্বনিধি মহাশয় বঙ্গভাষার এই অভাব দূরীকরণ মানসে শাস্ত্রতত্ত্বের তৃতীয় ভাগে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত সব কয়খান উপনিষৎ সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য সহ অতি অল্প মূল্যে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রত্যেকখানা উপনিষদের মূল্য গড়পরতায় এক আনা ধার্য্য করা হইয়াছে, ইহা মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ই সংকুলন হইবে কিনা সন্দেহ। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তত্ত্বনিধি মহাশয়ের আর্থিক লাভ উদ্দেশ্য নহে, অবস্থা বিশেষে সকল শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের নিকট গ্রন্থখানা সুলভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান খণ্ডে প্রথমেই ঈশা, কেন, ব্রহ্মবিন্দু, ব্রহ্ম, নাদবিন্দু, হংস, নারায়ণ, ভিক্ষুক নামধেয় আট খানা উপনিষদ মূল ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে সহজবোধ্য বিধায়, নারায়ণের মাত্র বঙ্গার্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এতৎ ভিন্ন উপনিষৎ নামে অভিনব একখান গ্রন্থও পৃথক ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে; যদ্দ্বারা উপনিষৎ তত্ত্ব সহজবোধ্য হইবে।

প্রত্যেক উপনিষদের আরম্ভেই সহজবোধ্য বাঙ্গলায় ইহার মধ্যে কি কি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তাহা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উপনিষৎ শীর্ষক উপক্রমণিকা খান পাঠ করিয়া পাঠক উপনিষদুক্ত তত্ত্ব সকলের একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় প্রাচীন ৭৫ বৎসর বয়স্ক। এই বয়সেও যে তিনি এই সুবৃহৎ এবং অত্যন্ত শ্রম ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—কেবল যে

হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা নহে, অসাধারণ উদ্যমের সহিত উহা সমাধা করিবারও যথাবিহিত চেষ্টা করিতেছেন—ইহা হইতেই জন সমাজে উপনিষৎ জ্ঞান প্রচার করিবার জন্য তাঁহার কিরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

তত্ত্বনিধি মহাশয় -

যোচ বস্‌ক শতং জীবেকুসীতোহীনাবীবিয়ো।
একাহং জীবিতং সেয্যো বীবিয়মারভাতাদলহং॥

অর্থাৎ—অলস এবং হীনবীর্য্য হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকা অপেক্ষা দৃঢ়বীর্য্য হইয়া এক দিবস বাঁচিয়া থাকাও শ্রেয়—এই বৌদ্ধ বাক্যের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাবৎ আয়ু তাবৎ বঙ্গভাষার সেবা করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন॥ ভগবান তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।

কুমিল্লা
১লা আশ্বিন ১৩৩৪ সন।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ন্যায়বাগীশ
বি,এ।

গ্রন্থকারের নিবেদন

পুরাকালে দেবতা ও ঋষিগণ বেদরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করতঃ তাহা পানে মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। উপনিষৎ সকলই সেই বেদ মন্থনলব্ধ অমৃত, বেদান্ত ও শ্রুতি নামে কথিত। বেদের চরম জ্ঞান, উপদেশ ও শিক্ষা ইহাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক জীবন লাভের উপদেশাবলীতে তাহা পূর্ণ এবং দার্শনিক বিষয়েরও সমাবেশ সন্নিবেশিত ব্রহ্ম বিদ্যালাভের একমাত্র পন্থা। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার এবং পরিদৃশ্যমান জগতের সম্বন্ধ ও তজ্জাত বিহিত বিষয়ের আলোচনা ইত্যাদি উপনিষদের উদ্দেশ্য। উপনিষৎ সকল অতি প্রাচীন উন্নত যুগের অসম্প্রদায়ীক প্রামাণ্য গ্রন্থ; ইহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান ও সাধনার প্রণালী, ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয়ই সবিস্তার বর্ণনা করা হইয়াছে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে ভিন্ন নহেন "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ. তাহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, তাহাতেই স্থিতি এবং তাহাতেই লয়। "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্যতে চ"। যেরূপ উর্ণনাভি নিজ শরীর হইতেই তাহার তন্তু সকল বিকাশ করে এবং দেহেই সংগ্রহ করে, তদ্রূপ সৃজনকর্ত্তা পরমাত্মা হইতেই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি লয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও জ্ঞানের আধার. জীবের হৃদয় গহ্বরে অধিষ্ঠিত, আত্মার আত্মা, প্রতিপালক, চালক ও উপদেষ্টা তিনিই জীবভাবে ভোক্তা, আবার নির্লিপ্ত ভাবে দ্রষ্টা। মুণ্ডক শ্রুতি বলিতেছেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরণ্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নোহভিচাকশীতি ॥

অর্থাৎ দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি পক্ষী পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া সখ্যতা ভাবে বাস করেন। একজন বিষয়রূপ সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতেছেন, অপর কেবল দ্রষ্টা মাত্র।

অবিদ্যা বাসনা জনিত কর্ম্মফল ভোক্তা সূক্ষ্মগুণময় দেহাবাস্থত, অহং বুদ্ধিবিশিষ্ট, মনোময় কোষাধিষ্ঠিত চৈতন্যই জীবাত্মা এবং আনন্দময় কোষমধ্যস্থ সর্ব্বব্যাপী দ্রষ্টাই পরমাত্মা নামে কথিত। দেহাত্মবুদ্ধি দ্বারা মুহ্যমান জীব পরমাত্মাকে জানিতে পারে না; উপনিষৎ পাঠে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

শ্রুতি বলেন—আদিতে সকলই এক ব্রহ্ম বা, ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্ম্ম গুণে চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইলে ক্ষত্রিয় রাজগণই পরা বা অক্ষর ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপদেষ্টা ছিলেন। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত আছে, রাজা জনক, প্রবহণ জৈবালি, চিত্ররাজ, কাশীরাজ, অজাতশত্রু অশ্বপতি, সনৎকুমার দেব সেনাপতি স্কন্দ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণ ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেষ্টা ছিলেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উল্লেখ আছে গৌতম ঋষি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ জন্য রাজা প্রবহন জৈবালি সমীপে গমন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যাজ্ঞান লাভের প্রার্থী হইলে জৈবালি বলিয়াছিলেন হে গৌতম! আপনি যে ব্রহ্মবিদ্যা আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, এই বিদ্যা আপনার পূর্ব্বে অন্য কোন ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই. সেইজন্যই লোক সকল ক্ষত্রিয়ের শাসনাধীন।

উপনিষদে নিঃস্বার্থ পবিত্র ভাবে গার্হস্থাশ্রমে থাকিয়া বেদবিধানুসারে জীবনযাত্রা করাই সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করা হইয়াছে। প্রায় সকল রচয়িতাই গৃহী এবং সেই মনীষিগণ গার্হস্থ্য জীবনেই বিমল শান্তির

গান গাইয়া গিয়াছেন। নিরতিশয় কৃচ্ছ্র সাধন, কিম্বা সাংসারিক বিষয়ে ঔদাসিন্য বা একান্ত আশক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করা, তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। মধ্যবর্ত্তী পন্থা—সত্য সঙ্কল্প, সদাচার, সরলতা, অহিংসা, আত্মসংযম, ধ্যান, ধারণাদি দ্বারা বিষয় বাসনা দূর ও চিত্তশুদ্ধি করাই শ্রেয়স্কর।

ঈশা, কেন নামধেয় বহু উপনিষৎ গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু উপনিষৎ নামে কোন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় থাকা আমরা জ্ঞাত নহি; সেইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার সহজ উপায় সমন্বিত "উপনিষৎ" নামধেয় একখানা গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ইহাতে উপনিষৎ সকলের নাম, সংখ্যা, কোন্ বেদের অন্তর্গত কোন্ উপনিষৎ, শান্তিপাঠ মন্ত্র সকল এবং আত্মার বিশ্বব্যাপকতা, সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহান্তর গ্রহণ, লয়রহস্য, পরলোক-রহস্য, পুনর্জ্জন্ম ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সকল সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

উপনিষৎ সকল দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য যদ্ধেতু ইচ্ছা স্বত্বেও অনেকে তাহা পাঠ করিতে পারে না. আমরা এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও নাম মাত্র মূল্য ছোট বড় সমস্ত উপনিষদের গড়ে এক আনা প্রত্যেকের মুল্য ধার্য্যে "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" মুদ্রণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। উপনিষৎ মধ্যে ঈশা, কেন, কঠ প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতেরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, কৌষিতকী, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক অতি প্রাচীন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কয়খানি শাঙ্করভাষ্য আছে এবং ব্রহ্ম, কৈবল্য, জাবাল, শ্বেতাশ্ব, হংস, আরুণি গর্ভ, নারায়ণ পরমহংস, বিন্দুনাদ, শিরা ও শিখা উপনিষদ সকল ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। এতৎ ভিন্ন বহু অনতিপ্রাচীন উপনিষৎ ও অষ্টোত্তরশত মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা খণ্ড খণ্ড আকারে প্রত্যেক খণ্ডের মুল্য

আট আনা ধার্য্যে প্রকাশ করিব। আশা করি ষোড়শ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে, প্রত্যেক খণ্ডে গ্রন্থের আকার দ্ঃষ্ট ৮ পেজি ফর্ম্মা বিংশতি ফর্ম্মার ন্যূন হইবে না। বোম্বাই বেণ্টকেট্ প্রেসের মুদ্রিত উপনিষদাবলম্বনে মূল ভাষ্য ও বঙ্গার্থ এবং সহজবোধ্য জন্য প্রত্যেক উপনিষদের পূর্ব্বে সংক্ষেপে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশে ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম্মযোগ প্রণেতা মনীষী শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র ন্যায়বাগীশ বি, এ মহোদয় নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান, মধ্যে মধ্যে সংশোধন, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কাব্য ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় প্রথম খণ্ডের উপনিষদগুলির সংশোধন করিয়া সাহায্য করিয়াছেন তন্নিমিত্ত চির বাধিত এবং এই গ্রন্থ প্রকাশে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত শ্যামাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়গণের প্রকাশিত গ্রন্থ সকল হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

উপসংহারে বিনীত নিবেদন এই যে পূজার বন্ধ বলিয়া প্রেসের কার্য্য বাহুল্যে প্রথম খণ্ডে ঈশা, কেন, ব্রহ্মবিন্দু, ব্রহ্ম নাদবিন্দু, হংস, নারায়ণ, ভিক্ষুক এই আটখানা উপনিষৎ প্রকাশ হইল যদ্ধেতু কঠ ছাপা করিতে পারা গেল না। দ্বিতীয় খণ্ডে কঠ প্রভৃতি উপনিষৎ সব প্রকাশ হইবেক। এই খণ্ডে ৮ খান উপনিষদ ॥৹ আনা মূল্য ধার্য্যে প্রকাশ হইল, যাহারা অগ্রিম মূল্য ২৲ টাকা দিয়া গ্রাহক হইবেন তাঁহারা ৬৲ টাকা মূল্যে সমস্ত গ্রন্থ পাইবেন এবং উপনিষৎ নামক সতন্ত্র ॥৹ মূল্যের প্রায় শত পৃষ্ঠার একখানা গ্রন্থ উপহার স্বরূপ পাইবেন। তাড়াতাড়ি প্রুফ দেখার দোষে বহু বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে পাঠকগণ সহৃদয়তাগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

কুমিল্লা,—
১৩৩৪ বাং।

বিনীত -
শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

উৎসর্গপত্র

যাঁহার আন্তরিক সাধনা ও করুণায়, এই দীন[illegible]
অভাজন নানা ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে পড়িয়াও [illegible]
অকুলভবসাগরে অদ্যাপি ভাসমান থাকিয়া
শাস্ত্রতত্ত্ব প্রকাশরূপ দূরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ
করিতে সমর্থ হইয়াছি ; সেই স্বর্গগতা
স্নেহময়ী মাতৃদেবী আনন্দময়ীর পবিত্র
নামে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরমতত্ত্ব
অষ্টোত্তর শতোপনিষদের প্রথম
খণ্ড উৎসর্গীকৃত হইল।



সূচীপত্র।

ঈশোপনিষৎ



ঈশোপনিষৎ শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় সংহিতা ভাগের অন্তর্গত ইহার অপর নাম বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ। প্রথমে 'ঈশা" শব্দপ্রযুক্ত থাকায় ইহাকে ঈশোপনিষৎ বলিয়া থাকে। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় সংহিতার ৪০টি অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে প্রথম হইতে উনচত্বারিংশৎ অধ্যায় পর্য্যন্ত "দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞ হইতে অশ্বমেধাদি" কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠানাদি বর্ণিত হইয়াছে, কেবল শেষ চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে অষ্টাদশটি মন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশক উপনিষৎ কথিত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান উপদেশার্থে মহর্ষি ঈশা এই উপনিষদ রচনা করিয়াছেন। "ইহাতে কর্ম্মযোগের" সবিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে।

ইহার প্রথমে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই মন্ত্রে অভিহিত হইয়া "অগ্নে নয় সুপথারায়ে অস্মান্" মন্ত্রে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মন্ত্র সংখ্যা অষ্টাদশ। ভগবান শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্য করিয়াছেন।

এই উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্যই ব্রহ্মজ্ঞানকে মনুষ্যের আকাঙ্খার বস্তুর উপর স্থান দেওয়া। গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপনের পর গুরু যেন শিষ্যকে শেষ উপদেশ দিতেছেন এই ভাবে লিপি হইয়াছে।

মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান লাভের দুইটি পথ আছে, একটি ব্রহ্ম জ্ঞান, অপরটী বেদ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সাধন। যাঁহারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ, তাঁহারা বিশ্ব জগতের ছোট বড় সমুদয় বস্তুকেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারেন; কেন না জাগতিক পদার্থ মাত্রই ঈশ্বরের মহিমান্বিত;

ব্রহ্মজ্ঞানের নিকট অপরাপর জ্ঞান সমস্ত ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়; এবং ব্রহ্মজ্ঞানী মানব পার্থীব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন। যদি মনুষ্য মনের ও ইন্দ্রিয়গ্রামের উর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হয়, এবং সমস্ত জীবে লীন হয় ও সমস্ত জীব যদি তাহাতে লীন হয়, তবেই সে চরম লক্ষে উপনীত হইয়াছে এমত বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে মনুষ্য যদি এতদূর উর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ না হয়, তবে তাহাকে বেদ বর্ণিত ক্রিয়াকলাপগুলি পালন করিতে হইবে।

এই দুই পথের যে কোন পথে যথারীতি চলিতে পারিলেই মানব মৃত্যুর পর সুখ লাভে সমর্থ হয়; এবং পরম ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। এই দুই পথ দ্বারা মানব যে জ্ঞান লাভ করে তাহা পরমব্রহ্মজ্ঞানের ফলের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ও নিম্নবর্ত্তী যেহেতুক একমাত্র ব্রহ্মেই পূর্ণজ্ঞান ও সুখ বর্ত্তমান। এই ব্রহ্মই আমাদের উর্দ্ধে, অধে, সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্তরে, বাহিরে, জাগতিক সমস্ত পদার্থে সজীব চৈতন্য স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, অথবা যে সকল বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর তৎ-সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম সত্বায় পরিব্যাপ্ত। এই সমস্ত জগৎই পূর্ণব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্র-পশ্বাদি-ধন-জন-সম্পদ লাভের বাসনা রাহিত্যে একমাত্র ঈশ্বর চিন্তনে "আত্মাই সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত জগতই আত্মরূপ" এই ভাবাপন্ন হওয়াই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। যাহাই এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

মন্ত্র সমূহের সারাংশ।

প্রথম মন্ত্রের বর্ণিত বিষয়—স্থাবর জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-জগৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম কর্ত্তৃক অন্তরে বাহিরে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত

রহিয়াছে, তিনিই জগতের আধারভূত নিমিত্ত কারণ সত্যস্বরূপ, একমাত্র তাঁহার সত্তাতেই জগৎ পরিপূর্ণ; তিনিই জীবরূপে সর্ব্বদেহে বর্ত্তমান আছেন; এবং এই জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। পরমাত্মারূপী আমিই জগৎ, এতৎভিন্ন জগতের আর পৃথক সত্তা নাই, এইরূপ সত্য জ্ঞানের উদয় হইলে মানবের সোঽহং ভাব উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়েন; তখন স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদাদিলাভের কামনা থাকে না; সুতরাং জাগতিক সর্ব্ব পদার্থে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত উপলব্ধি করিবার জন্য সর্ব্ব বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ করতঃ ঈশ্বর চিন্তন করিবে। ইহাই নিবৃত্তিমার্গানুগামী পন্থা।

দ্বিতীয় মন্ত্রে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে যাহারা নিবৃত্তি-ধর্ম্মানুপালনে অক্ষম, ভোগাভিলাষী ও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভে অসমর্থ তাহারা জীবিতকাল শতবর্ষ পর্য্যন্ত বেদবিহিত কর্ম্ম কাণ্ডোক্ত কর্ম্ম সকল ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবে। তাহা হইলেই কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না; যেহেতুক সৎকর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত অশুভ হইতে নিজকে রক্ষা করিবার অন্য উপায় নাই, বাসনা না থাকিলেই কর্ম্মের বন্ধন থাকে না।

তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে যাহারা আত্মার অজর, অমর ভাব সকল ভুলিয়া তাঁহাকে জরা মরনাদি ভাব সম্পন্ন বলিয়া জানে, তাহারাই আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞ লোক। মৃত্যুর পর তাহারাই আত্মবিস্মৃতির ফলে অসূর্য্য নামক ঘোর তমসাচ্ছন্ন লোকে গমন করতঃ বারম্বার সংসারে জন্ম মৃত্যুর দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; সুতরাং আত্মার অমরত্ব ভাবই সাধনার বিষয়।

চতুর্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে আত্ম স্বরূপ ব্রহ্ম এক, নিশ্চল অথচ মন হইতেও বেগবান। ব্রহ্ম সত্তার প্রভাবেই মন ও ইন্দ্রিয়সকল অন্তরে, এবং বায়ু প্রভৃতি বাহিরে বিবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে।

পঞ্চম মন্ত্রে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিকত্ব স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। তিনি অচল এবং নিষ্ক্রিয় হইয়াও সচল—সক্রিয়—নিকটে—দূরে—অন্তরে—বাহিরে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে বিরাজমান। অর্থাৎ অজ্ঞানতা বশতঃ যাহারা ব্রহ্মকে নিজ হইতে পৃথক মনে করে, তাহাদের সম্বন্ধে তিনি দূরে এবং যাঁহারা যোগবলে অভিন্ন ভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট তিনি অতি নিকট, অন্তরের অন্তরে অবস্থিত।

ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ এই যে—যিনি আত্মাতে সর্ব্বসৃষ্ট পদার্থকে অভিন্ন ভাবে দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতে আত্মস্বরূপ অনুভব করেন; তিনি সর্ব্বাত্ম দর্শনের ফলে কাহাকেও ঘৃণা করেন না অর্থাৎ দ্বৈতভাব না থাকায় সকলকেই আত্মরূপে প্রীতি করিয়া থাকেন।

সপ্তম মন্ত্রে বলা হইয়াছে—সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে আত্মজ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মার স্বরূপতা সন্দর্শন করিতে পারিলে, জ্ঞানীর শোক ও মোহ থাকিতে পারে না।

অষ্টম মন্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যথা—ব্রহ্ম অতীব দীপ্তিমান, অক্ষত, অমর, ব্রণরহিত, শুভ্র, স্থূল, সূক্ষ্ম, শরীরবর্জ্জিত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ।

নবম হইতে চতুর্দ্দশ এই ছয়টি মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে—দেবতা চিন্তন ও কর্ম্মের ফল এক নহে। যাহারা আত্মজ্ঞানের অনধিকারী তাহাদের পক্ষে কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান, কিম্বা কেবল দেবতা চিন্তনরূপ

উপাসনাদি উভয়ই অনিষ্ট ফলপ্রদ, কিন্তু একত্রে জ্ঞান ও কর্ম্মের সদানুষ্ঠানে যে শুভ ফলোদয় হয় তাহার স্বরূপ বলা হইয়াছে। যাহারা অবিদ্যা বা দেবতা চিন্তনে তৎপর, তাহারা অহমাদি অভিমানাত্মক অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া সুরলোক প্রাপ্ত হইলেও মোক্ষলাভ পাইতে পারে না। আত্ম পুরুষের শোক মোহাদি নাশ পাইয়া থাকে, এবং আত্মজ্ঞান হীন ব্যক্তিকে পুনঃ২ জন্ম মরণজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। সমষ্টি ও ব্যষ্টিভূত প্রকৃতি ও হিরণ্য গর্ভাদির স্বতন্ত্র উপাসনাদি ও মোক্ষ লাভের অন্তরায়, ইহাদের একত্র চিন্তনাদি কার্য্যই শুভ ফলপ্রদ। সুতরাং সংসার সন্তপ্ত ব্যক্তির সর্ব্বদা পরমাত্মার অনুধাবন করাই মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়।

পঞ্চদশ মন্ত্রে আদিত্য সমীপে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের প্রতিবন্ধক "মায়া" অপসরণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে। অবিদ্যা, মায়া, বাসনাই মুক্তির অন্তরায়, মায়া দ্বারাই সত্য আচ্ছাদিত।

ষোড়শ মন্ত্রে "সোঽহং" তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। সৃষ্টির বিচিত্র আধার সূর্য্যমণ্ডলের "তেজ" অপসরণ করতঃ কল্যাণপ্রদ ব্রহ্মস্বরূপ অবলোকনার্থে পুষা বা সূর্য্য সমীপেই প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে অবিদ্যা বা মায়া দ্বারা আবৃত থাকিয়া সর্ব্বব্যাপী আত্মার স্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত আছি। মায়া বিদূরীত হইলেই আমি ও পরমাত্মা যে এক, এই সোঽহং তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব।

সপ্তদশ মন্ত্রটি মৃত্যুর প্রাক্‌কালীন প্রার্থনা, ইহাতে বলা হইয়াছে—প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে বিলীন হউক, দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মিভূত হউক। হে চিন্তনশীল মন! তুমি আজীবন কৃতকর্ম্ম সমূহ ও কর্ত্তব্য বিষয় ব্রহ্মপ্রতীকস্বরূপ ওঙ্কার স্মরণ কর।

অষ্টাদশ মন্ত্রে সৎপথে লইবার জন্য মুমূর্ষের প্রার্থনা করা হইয়াছে—এই মন্ত্রটী নিবৃত্তিমার্গ গমনে উৎসুক উপাসককর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে গমন নিমিত্ত, অগ্নিরূপী সগুণ ব্রহ্মের নিকট উপাসনায় অসমর্থ হইয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার দ্বারা প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ওঁ

ঈশোপনিষৎ।

বা

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়া

বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ।

শান্তি পাঠ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥
হরিঃ ওঁ॥

শান্তি পাঠের বঙ্গার্থ—ইন্দ্রিয় সকলের অগোচর সূক্ষ্ম পদার্থ ও ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত পদার্থ সমূহ ব্রহ্মদ্বারা পরিব্যাপ্ত, এবং নিখিল জগত পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ণ স্বভাব ব্রহ্মের পূর্ণতা দ্বারা জগতব্যাপ্ত হইলেও ব্রহ্মের পূর্ণতার হ্রাস হয় না।

১। ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

ঈশা বাস্যমিত্যাদি—ঈশা—ঈষ্টে ইতীট্, তেন—ঈশা। [ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বস্য। সহি সর্ব্বমীষ্টে সর্ব্বজন্তুনামাত্মা সন্

প্রত্যগাত্মতয়া তেন স্বেন রূপেন আত্মনা] ঈশা বাস্যং (আচ্ছাদনীয়ম্)। [কিম্] ? ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিৎ) জগত্যাং (পৃথিব্যাং) জগৎ [তৎ সর্ব্বং স্বেন আত্মনা (ঈশেন) প্রত্যগাত্ময়া অহমেব ইদং সর্ব্বং ইতি] তেন ত্যক্তেন (ত্যাগেন) [ন হিত্যক্তো মৃতঃ পুত্রো বা ভৃত্যো বা আত্মসম্বন্ধিতায়া অভাবাৎ আত্মানং পালয়তি অতস্ত্যাগেন ইতি অয়মেব বেদার্থঃ] ভুঞ্জিথা (পালয়েথাঃ) [এবং ত্যক্তৈষণঃ স্বং] মা গৃধঃ (গৃধিমাকাঙ্ক্ষাংমা কার্ষীর্ধনবিষয়াম্) কস্যস্বিৎ ধনং কস্যচিৎ (পরস্য স্বস্য বা ধনং মা কাঙ্ক্ষীরিত্যর্থঃ) [ন কস্যচিৎ ধনমস্তি, যদ গৃধ্যেত আত্মৈবেদং সর্ব্বং ইতি ঈশ্বরভাবনয়া সর্ব্বং ত্যক্তম্ অত আত্মন এ বেদং সর্ব্বমাত্মৈব চ সর্ব্বমতো মিথ্যা বিষয়াং গৃধিং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ] ॥১॥

বঙ্গানুবাদ—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তৎ-সমস্তই আত্মরূপী ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে অর্থাৎ কেবল পরমেশ্বরই সত্য, জগত উহাতে কল্পিত, সমস্তই মিথ্যা জ্ঞান পূর্ব্বক (ধ্বংসশীল) জগতের সত্যতাবুদ্ধি লোপ করিবে। কেননা তদ্রূপ জ্ঞান জন্মিলেই হৃদয়ে সংসারাশক্তি ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের আবির্ভাব হইবে। সেই ত্যাগ-রূপ সন্ন্যাস দ্বারা আত্মার অদ্বৈত নির্ব্বিকার ভাব সংরক্ষণে তৎপর হও। অন্যের ধন প্রাপ্তির বাসনা করিওনা, কেননা সমস্ত পদার্থে আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর ব্যাপ্ত থাকায় নিখিল জগৎই আত্মার অভিব্যক্তি, সুতরাং কাহার ধনের আকাঙ্ক্ষা করিবে ? তাৎপর্য্য এই যে জগতের সমস্ত পদার্থই মিথ্যা ; সুতরাং মিথ্যা স্ত্রী-পুত্র-ধন প্রাপ্তি বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র একমাত্র ঈশ্বর বিদ্যমান এই চিন্তা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা কর ॥১॥

২। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্— কুর্ব্বন্নেবেতি। [নরঃ] কুর্ব্বন্ এব ইহ (নির্ব্বর্ত্তয়ন্ এব) কর্ম্মাণি (বর্ণাশ্রম বিহিতানি অগ্নিহোত্রাদীনি) জিজীবিষেৎ (জীবিতুমিচ্ছেৎ) শতং (শত সংখ্যকাঃ) সমাঃ (সম্বৎসরান্) [তাবদ্ধি পুরুষস্য পরমায়ু নিরূপিতম্] (১)। এবং (এবম্প্রকারেণ) ত্বয়ি (জিজীবিষতি) নরে (নরমাত্রাভিমানিনি) ইতঃ (এতস্মাৎ) [অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতো বর্ত্তমানাৎ প্রকারাদন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি, যেন প্রকারেণ অশুভং] কর্ম্ম ন লিপ্যতে (কর্ম্মনা ন লিপস্যসে ইত্যর্থঃ) অতঃ (শাস্ত্রবিহিতানি কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি কুর্ব্বন্নেব জিজীবিষেৎ)।

কথং পুনরিদমবগম্যতে—পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণ সন্ন্যাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা দ্বিতীয়েণ তদশক্তস্য কর্ম্মনিষ্ঠেতি? উচ্যতে—জ্ঞান কর্ম্মণোর্ব্বিরোধং পর্ব্বতবদকম্প্যং যথোক্তং ন স্মরসি কিম্? ইহাপ্যুক্তম্—যোহি জিজীবিষেৎ সকর্ম্ম কুর্ব্বন্। "ঈশাবাস্যমিদমিতি" সন্ন্যাসশাসনাৎ। উভয়ো ফলভেদঞ্চ বক্ষ্যতি। "দ্বাবিমৌ পন্থানৌ অনুনিষ্ক্রান্ততরৌ ভবতঃ—ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ, সন্ন্যাসশ্চোত্তরেণ নিবৃত্তি মার্গেণ এষণাত্রয়স্য ত্যাগঃ ॥২॥

---

(১) বেদে শতবর্ষই মানব আয়ুর পরিমাণ ধার্য্য হইয়াছে যথা—

(ক) শতং জীব শরদো বর্দ্ধমানঃ শতং হেমংতাঞ্ছতমুবসংতান্।
শত মিন্দ্রাগ্নি সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্দুঃ॥

৪।১৬১সূ১০ম ঋগ্বেদ।

(খ) ইদং স্থ মে মরুতো হর্ষতো বচো যস্য
তরমে তরসা শতং হিমঃ॥ ১৫।৫৪।৫ম ঋগ্বেদ।

(গ) শতায়ুর্বৈপুরুষঃ শতং জীবতু॥ শ্রুতি।

বঙ্গানুবাদ—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শত বৎসর জীবন ধারণ করিবে, মনুষ্যত্বাভিমানী তুমি আত্মজ্ঞানবিহীন, কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত তোমার মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। যাহাতে কোন কার্য্য তোমাতে সংলিপ্ত না হইতে পারে, তন্নিমিত্ত নিত্য নৈমিত্তিক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করাই তোমার পক্ষে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ॥২॥

আচার্য্য দেব আপন ভাষ্যে এই মন্ত্রে নানাবিধ ভাবের অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন। বেদ মানব আয়ু, শতবর্ষ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন—এই শতবর্ষ পরিমিত কাল আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী মানবগণ অগ্নিহোত্রাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের আচরণ করিবে, কখনই কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে না, যেহেতু অশুভ কার্য্যের আক্রমণ হইতে মুক্ত পাইবার জন্য তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন অন্য উপায়ই নাই।

পূর্ব্ব মন্ত্রে কেবল ত্যাগীর বা সন্ন্যাসী সম্বন্ধে জ্ঞাননিষ্ঠার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; দ্বিতীয় মন্ত্রে অজ্ঞানী পুরুষ সম্বন্ধে কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করা হইয়াছে। এক সন্ন্যাসী পক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয় বিহিত হয় নাই; কেননা জীবনেচ্ছু ব্যক্তি অবশ্যই কর্ম্ম করিবে এবং সন্ন্যাসী কর্ম্মত্যাগ ও ধনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিবে, শ্রুতির বিধানমতে সন্ন্যাসী পুরুষ জীবন মরণের আকাঙ্ক্ষা করে না; কিন্তু কর্ম্মী তাহা করে। "সন্ন্যাসী পুরুষ অরণ্যে গমন করিবে, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না" ইহাই বেদ বাক্য।

৩। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভি গচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥

(২) ভাষ্যম্—"অসূর্য্যাঃ (সূর্য্যবিহীনাঃ বা জ্যোতির্বিহীনাঃ) অন্ধেন (অদর্শনাত্মকেন) তমসা (অজ্ঞানেন) আবৃতাঃ তে লোকাঃ

[সন্তি] ; যে কে চ আত্মহনঃ জনাঃ (আত্মানম্ ঘ্নন্তি হিংসন্তি অবিদ্যা দোষেণ বিদ্যমানম্ আত্মানম্ তিরস্কুর্ব্বন্তি ইতি) তে প্রেত্য (ইমং দেহং ত্যক্ত্বা) তান্ (লোকান্) অভিগচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥৩

বঙ্গানুবাদ—যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানবিহীন তাহারা মরণান্তে ঘোরতর অন্ধকারাবৃত অসুরোচিত অসূর্য্য লোকে গমন করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে আত্মা স্বতঃসপ্রকাশরূপে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অক্ষম তাহারাই আত্মহন্, মরণান্তর তাহারা কর্মফলে সংসারে বারম্বার জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে ॥৩

(২) ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য সুবৃহৎ ও নানাভাবে ভাবিত এবং ব্যাকরণাদির নানাতত্ত্ব সমন্বিত সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ জনগণের সহজবোধ্য নহে; সুতরাং আমরা অনুবৃত্তি ভাষ্য ও অর্থানুভব জন্য প্রতি-শব্দাদি প্রদান করত সম্পূর্ণ ভাষ্য উদ্ধৃত করি নাই, বর্ত্তমানে উপনিষদ সমূহের বিস্তৃত বহু সংস্করণ সুধীগণের পাঠার্থে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা রীতিমতে সংস্কৃত শিক্ষালাভ না করিয়া উপনিষদোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য আমাদের এই প্রয়াস।

**৪। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪**

ভাষ্যম্—"একং অনেজৎ (অচলৎ) অপি মনসা জবীয়ঃ (বেগবত্তরম্ মনসা অপ্রাপ্যম্) দেবাঃ (চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়ানি) পূর্ব্বমর্ষৎ (পূর্ব্বম্ এব গতম্) এনৎ (এতৎ) ন আপ্নুবন্ (প্রাপ্তবন্তঃ) ; তৎ তিষ্ঠৎ (স্থিরম্) [অপি] ধাবতঃ (দ্রুতং গচ্ছতঃ) অন্যান্ (মনঃবাগিন্দ্রিয়-প্রভৃতীন্) অত্যেতি (অতীত্য গচ্ছতি ইব) তস্মিন্ (পরমাত্মনি সতি) মাতরিশ্বা

(মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসতি ইতি বায়ুঃ সর্ব্বপ্রাণীভৃৎ ক্রিয়াত্মকঃ) অপঃ (কর্ম্মাণি-প্রাণিনাম্ চেষ্টালক্ষণানি) দধাতি (বিভজতি ধারয়তি বা) ॥৪

বঙ্গানুবাদ—আত্মা এক ও নিশ্চল হইয়াও মনাপেক্ষা সমধিক দ্রুতগামী বা বেগবান্। মাতরিশ্বা বা কর্ম্মফল বিধাতা হিরণ্যগর্ভ আত্মার সাহায্যেই জীবের বহুবিধ কর্ম্মফল নিষ্পাদন করিয়া থাকেন ॥৪॥

ভাষ্যমন্তব্য—এখানে আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় বলা হইয়াছে আত্মা অচল, অথচ মন হইতেও দ্রুতগামী, দৃষ্টতঃ এই রূপ বিরুদ্ধভাব হইলেও ব্রহ্মের সোপাধিক ও নিরুপাধিক দুইটী অবস্থা ভেদে উভয় ভাবেরই সামঞ্জস্য হয়। যদৃচ্ছাভাবাপন্ন অন্তঃকরণরূপী মনে আত্মার অভিব্যক্তি হয় বলিয়াই মন সমন্বিত আত্মা সোপাধিক, সুতরাং আত্মা জবীয় বা বেগবান্। আবার সত্য, জ্ঞান, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম নিরুপাধিক অবস্থায় অনেজৎ বা নিশ্চল।

ইন্দ্রিয়গণকে দেবগণের স্বতঃ প্রকাশশীলতা রূপের তুলনায় দেব শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ মনের সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, যখন মনই আত্মতত্ত্ব অনুভবে অসমর্থ তখন ইন্দ্রিয়াদি সাহায্যে আত্মতত্ত্বানুভাব কিরূপে হয়? বস্তুতঃ একমাত্র আত্মার সদ্ভাবেই ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥

৫। তদেজতি তন্নৈজতি তদ্ দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥

ভাষ্যম্—"তৎ (ব্রহ্ম) এজতি (চলতি) তৎ (ব্রহ্ম) ন এজতি (চলতি) তৎ দূরে, তৎ উ (ব্রহ্ম দূরে, অপি) অন্তিকে [সমীপে] তৎ অস্য সর্ব্বস্য [জগতঃ] অন্তঃ [অভ্যন্তরে] তৎ অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ ॥৫

বঙ্গানুবাদ—আত্মা সচল ও নিশ্চল উভয় ভাবসম্পন্ন বটেন, আত্মা

অত্যন্ত দূরে অথচ অতি নিকটস্থ ও বটেন। আত্মা পরিদৃশ্যমান নিখিল জগতের অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে বিদ্যমান আছেন ॥৫

৬। যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মনং ততোন বিজুগুপ্সতে ॥৬

ভাষ্যম্—যঃ তু সর্ব্বাণি ভুতানি আত্মনিএব অনুপশ্যতি সর্ব্বভুতেষু চ আত্মনম্ অনুপশ্যতি সঃ ততঃ [তস্মাৎ এব দর্শনাৎ] [কিঞ্চিদপি] ন বিজুগুপ্সতে [কস্যাপি ঘৃণাং ন করোতি] ॥৬

বঙ্গানুবাদ—যিনি সর্ব্বভূত বা সৃষ্ট পদার্থকে আত্মাতে দর্শন করেন, এবং সর্ব্বভূতে আত্মা দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বাত্মভাব দর্শন নিবন্ধন কাহাকেও ঘৃণা প্রদর্শন করেন না। অর্থাৎ তাঁহার নিকট সকলই একাত্মভাব জন্মিয়া থাকে ॥৬॥

৭। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥

ভাষ্যম্—যস্মিন্ [কালে] বিজ্ঞানতঃ [জ্ঞানিনঃ] আত্মা এব সর্ব্বাণি ভূতানি অভূৎ [তস্য একাত্মপ্রত্যয়ঃ প্রকাশতে] তত্র [তস্মিন্ কালে] [এব] একত্বম্ অনুপশ্যতঃ [দর্শনশীলস্য] কঃ মোহঃ কঃ [এব শোকঃ] ॥৭

বঙ্গানুবাদ—যে সময় সর্ব্বভূতই আত্মার সহিত এক এবং অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তখন একত্বদর্শী সেই জ্ঞানীর শোক মোহাদি কিছুই থাকে না ; অর্থাৎ সর্ব্বভূতে একত্বদর্শীর শোকই বা কি মোহই বা কি ? ফলতঃ আত্মজ্ঞানবিমূঢ় ব্যক্তিরাই শোকমোহে অভিভূত হইয়া থাকে ; তত্ত্বজ্ঞানিগণের শোক মোহাদির সম্ভাবনা নাই।৭॥

৮। স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায় মব্রণ
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃসমাভ্যঃ ॥

ভাষ্যম্—"সঃ (পরমাত্মা) পরি (সমন্তাৎ) অগাৎ (গতবান্ সর্ব্বব্যাপী ইত্যর্থঃ) শুক্রম্ (জ্যোতিষ্মৎ) অকায়ম্ (অশরীরম্) অব্রণম্ (অক্ষতম্) অস্নাবিরং (স্নাবাঃ শিরা যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে) শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ (বিশুদ্ধং পাপবর্জ্জিতম্)। [সঃ] কবিঃ (সর্ব্বদৃক,) মনীষী (মনসঃ ঈশিতা নিয়ন্তা) পরিভূঃ (সর্ব্বেষাম্ উপর্য্যুপরি ভবতি ইতি) স্বয়ম্ভূঃ চ [সঃ] যাথাতথ্যতঃ (সর্ব্বজ্ঞত্বাদ যথাভূতঃ কর্ম্ম সাধনতঃ) শাশ্বতীভ্যঃ (নিত্যাভ্যঃ) সমাভ্যঃ (সম্বৎসরাখ্যেভ্যঃ সর্ব্বস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ) অর্থান্ (পদার্থান্) ব্যদধাত্ (বিহিতবান্) ॥৮

বঙ্গানুবান—আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে—সেই পরমাত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যপিয়া রহিয়াছেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তিনি স্থূল সূক্ষ্ম শরীর রহিত, অক্ষত শিরারহিত, নির্ম্মল ও পাপপূণ্য সম্বন্ধ বর্জ্জিত, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বোপরি বিরাজমান আছেন; তিনিই সংবৎসারাখ্য শাশ্বত প্রজাপতিদিগকে সমুচিত কর্ম্মফল ও কর্ত্তব্য সমূহ যথাযথরূপে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন ॥৮॥

৯। অন্ধং তমঃ প্রবিশ্যন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥

ভাষ্যম্—"যে অবিদ্যাম্ (বিদ্যায়াঃ অন্যা অবিদ্যা তাম্ অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং কর্ম্মমাত্রম্) উপাসতে (তৎপরাঃ সন্তঃ অনুতিষ্ঠন্তি) [তে] অন্ধং (অদর্শনাত্মকং) তমঃ (অজ্ঞান রূপং) প্রবিশন্তি। যে উ বিদ্যায়াংরতাঃ তে ততঃ (তস্মাৎ) ভূয়ঃ ইব (বহুতরমেব) তমঃ প্রবিশন্তি ॥৯

বঙ্গানুবাদ—যে সকল ব্যক্তি অবিদ্যার উপাসনা করে অর্থাৎ জ্ঞান

রহিত কৈবল্য কর্ম্ম—যেমন আত্মজ্ঞান লাভের প্রতিকূল অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা অন্ধতম বা অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে। আবার যে সকল ব্যক্তি বিদ্যায় বা দেবতা চিন্তনে নিরত থাকে তাহারা তদপেক্ষা অধিক অজ্ঞানতা কর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে ॥৯॥

এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই—আত্ম জ্ঞানের অভাব ও ভোগাদি বিষয়ের অভিলাষই "আমি আমার" ইত্যাকার অভিমানাত্মক অজ্ঞানের মূল অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল স্বরলোক লাভ; এবং দেবতা উপাসনা প্রভৃতি বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কখনই পরমাত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না এই সকল কর্ম্মের ফলও দেবলোক প্রাপ্তি কিন্তু পরমাত্মা জ্ঞানের ফলই—মোক্ষ প্রাপ্তি—যাহা একান্ত বাঞ্ছনীয় ॥

১০। অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াহন্যদেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥

ভাষ্যম্—বিদ্যয়া অন্যৎ (পৃথক্) এব (ফলম্ ইতি পণ্ডিতা) আহুঃ (বদন্তি) অবিদ্যয়া (কর্ম্মণা) অন্যৎ এব। যে নঃ (অস্মভ্যম্) তৎ (কর্ম্ম চ জ্ঞানঞ্চ) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ) [তেষাং] ধীরাণাং (ধীমতাং) [বচনম] ইতি (এব) [বয়ং] শুশ্রুমঃ (শ্রুতবন্ত) ॥১০

বঙ্গানুবাদ—সুধীগণ বলেন বিদ্যা ও অবিদ্যার ফল পৃথক্ পৃথক্. আমাদের নিকট যাঁহারা ঐ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ধীর বা পণ্ডিতগণের নিকটেই আমরা ইহা শ্রুত হইয়াছি। অর্থাৎ বিদ্যা বা দেবতা চিন্তনরূপ কার্য্যের ফল "স্বরলোক প্রাপ্তি" এবং অবিদ্যা বা যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল "পিতৃলোক প্রাপ্তি" এমত শ্রুতির বিধান শুনিয়াছি; এই সকল ফল লাভে পরমাত্মজ্ঞান হইতে পারে না ॥১০॥

১১। বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

ভাষ্যম্—যঃ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ তৎ উভয়ং সহ (একেনৈব পুরুষেণ উভয়ং অনুষ্ঠেয়ম্ ইতি) বেদ (জানাতি) [সঃ] অবিদ্যয়া (কর্ম্মণা) মৃত্যুং (স্বাভাবিকংকর্ম্মজ্ঞানং) তীর্ত্বা (অতিক্রম্য) বিদ্যয়া অমৃতম্ (অমৃতত্বম্ দেবতাত্মভাবং) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ।১১॥

বঙ্গানুবাদ—যে লোক জানে যে, বিদ্যা বা দেবতাজ্ঞান ও অবিদ্যা বা কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়ের অনুষ্ঠান একত্রে হইতে পারে, সেই ব্যক্তি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অর্থাৎ মৃত্যুজনক কর্ম্মাদিকে অতিক্রম করত, বিদ্যা বা দেবচিন্তন দ্বারা দেবতাত্মভাব লাভ করিতে পারে ॥১১॥

মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে অবিবেকী লোক সকল যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কিম্বা দেবতার উপাসনা দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে না পারিয়া মৃত্যু ভয় দূর করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মজনিত বারম্বার জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানির দেহপাতের সঙ্গেই মুক্তি হইয়া থাকে।

১২। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতি মুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যউ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥

ভাষ্যম্—"যে অসম্ভূতিম্ (অকারণাত্মিকাম্ প্রকৃতিম্) উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। যে উ সম্ভূত্যাং (কারণাত্মকে ব্রহ্মাণি) রতাঃ তে ততঃ ভূয় ইব তমঃ [প্রবিশন্তি] ॥ ১২।

বঙ্গানুবাদ—যে সকল ব্যক্তিগণ অসম্ভূতি বা প্রকৃতির আরাধনা করে তাহারা অন্ধতমে বা অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশকরে এবং যাহারা সম্ভূতি বা হিরণ্যগর্ভাদি উৎপত্তিশীল দেবতারাধনা করে, তাহারা অধিকতর অন্ধকার বা অজ্ঞানে প্রবিষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

১৩। অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥

ভাষ্যম্—সম্ভবাৎ (কারণাত্মকব্রহ্মোপাসনাৎ) অন্যৎ (পৃথক) এব [ফলম্ উৎপদ্যতে ইতি পণ্ডিতাঃ] আহুঃ (বদন্তি) অসম্ভবাৎ (প্রকৃতেঃ উপাসনাৎ) অন্যৎ (পৃথক্) ফলম্ আহুঃ॥ ইতি যথা পূর্ব্বং॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ—ধীর অর্থাৎ পণ্ডিতগণ সম্ভুতি ও অসম্ভুতির ফল পৃথক্ পৃথক্ এমত বলিয়া থাকেন। যাহারা উক্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা আমাদের নিকট করিয়াছিলেন সেই ধীরগণের নিকট ইহা শ্রুত হইয়াছি॥ ১৩

১৪। সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভুত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥

ভাষ্যম্—"যঃ সম্ভুতিং চ বিনাশং (প্রকৃতিং) চ তৎ উভয়ম্ সহ (একেনৈব পুরুষেণ উভয়ম্ অনুসরণীয়ম্ ইতি) বেদ (জানাতি) [সঃ] বিনাশেন (প্রকৃতেরূপাসনয়া) মৃত্যুং তীর্ত্বা (অতিক্রম্য) সম্ভুত্যা (সম্ভুতেরূপাসনয়া) অমৃতম অশ্নুতে। ১৪

বঙ্গানুবাদ—যে লোক জানিয়াছে যে অসম্ভুতি বা প্রকৃতি ও বিনাশ বা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা একত্রে হইতে পারে সেই ব্যক্তি বিনাশ বা হিরণ্যগর্ভাদির আরাধনা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করতঃ অসম্ভুতি বা অব্যাকৃতাখ্য প্রকৃতি দ্বারা অমৃত ভোগ করে অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয় হয়॥ ১৪

১৫। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

ভাষ্যম্—হে পুষন্ (জগতঃ পোষক সূর্য্যো বা পরমাত্মন্) [তব] হিরণ্ময়েন (জ্যোতির্ম্ময়েন) পাত্রেণ সত্যস্য (আদিত্যমণ্ডলস্থস্যব্রহ্মণঃ) মুখম্, অপিহিতম্ (আচ্ছাদিতম্)। সত্যধর্ম্মায় (যথাভূতস্য ধর্ম্মস্য অনুষ্ঠাত্রে মহ্যম্) দৃষ্টয়ে (তব সত্যাত্মন উপলব্ধয়ে) ত্বং তৎ অপাবৃণু (অপসারয়)॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ—হে পূষণ! অথবা জগৎপোষক পরমাত্মন্! জ্যোতি-র্ম্ময় পাত্র অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা আদিত্যমণ্ডলস্থ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ আচ্ছাদিত হইয়া আছে; সত্যধর্ম্মনিষ্ঠ আমাকে তাহা অপনীত করিয়া দর্শন করাও॥ ১৫

১৬। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে
পশ্যামি যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি॥

ভাষ্যম্—হে পূষন্ (সূর্য্য) হে একর্ষে (একঃ এব গচ্ছতি ইতি) হে যম (সর্ব্বস্য সংযমনাৎ) হে সূর্য্য (রশ্মিনাং প্রাণানাং রসানাং চ স্বীকরণাৎ গ্রহনাৎ) সূর্য্যঃ হে প্রাজাপত্য (প্রজাপতেরপত্যং) রশ্মীন্ ব্যূহ (সংযময়) তেজঃ সমূহ (একীকুরু উপসংহর) তে (তব) যৎ কল্যাণতমম্ (অত্যন্তশোভনং) রূপং তৎ তে (তব প্রসাদাৎ) পশ্যামি, যঃ অসৌ (আদিত্যমণ্ডলস্থিতঃ) পুরুষঃ সঃ অহম্ অস্মি (ভবামি)। ১৬

বঙ্গানুবাদ—হে জগৎপোষণকারিন্ পূষণ্ হে প্রজাপতিনন্দন! তোমার রশ্মিজাল অপসারিত কর, তেজকে সঙ্কোচিত করিয়া নেও তোমার যাহা অতীব কল্যাণময়রূপ তাহা দর্শন করি। এই যে সূর্য্য মণ্ডলস্থিত পুরুষ আমি তাহারই স্বরূপ॥ ১৬॥

১৭। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মরকৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥

ভাষ্যম্—অথ (ইদানীং) [মম মরিষ্যতঃ] বায়ুঃ (প্রাণঃ) [সর্ব্বাত্মকং] অনিলম্ অমৃতং [প্রতিপদ্যতাম্] ইদং শরীরম্ ভস্মান্তং [ভূয়াৎ]। ওঁ (ইতি ব্রহ্মস্মরণং) হে ক্রতো (মনঃ) কৃতং (এতাবন্তং কালম্ অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম) স্মর। পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ—ইদানীং মদীয় প্রাণবায়ু সর্ব্বাত্মক মহাবায়ুতে বিলীন হউক, আমার শরীর অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া যাউক, হে মন! তুমি এইক্ষণ যাবজ্জীবনের অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল স্মরণ কর॥ ১৭॥

১৮। অগ্নে নয়সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণ মেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥

ভাষ্যম্—হে অগ্নে! অস্মান্ রায়ে (ধনায়—কর্ম্মফলভোগায়) সুপথা (শোভনেন মার্গেন) নয় (প্রাপয়) হে দেব (ত্বম্) বিশ্বানি (সর্ব্বানি) বয়ুনানি (কর্ম্মাণি প্রজ্ঞানানি) বিদ্বান্ (জানন্)। অস্মৎ জুহুরাণং (কুটিলং) এনঃ (পাপং) যুয়োধি (বিয়োজয় বিনাশয়)

মন্তব্য—এই মন্ত্রটি মৃত্যুর প্রাক্কালীন প্রার্থনায় বলা হইতেছে হে শুভাশুভ সংকল্পকারিন্ মন্! বাল্য হইতে এপর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য করিয়াছ তাহা একবার স্মরণ কর। এখন আমার প্রাণবায়ু সূক্ষ্ম বায়ুকে প্রাপ্ত হউক, লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর দেহ হইতে বহির্গত হউক, স্থূল দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হউক॥

ভুয়িষ্ঠাং (বহুতরাং) তে (তুভ্যং) নম--উক্তিং (নমস্কার বচন) বিধেম (নমস্কারেণ পরিচরেম ইত্যর্থঃ)॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব! তুমি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও! হে দেব আমাদের কার্য্যসকল তোমার নিকট বিদিত আছে, আমাদের অনিষ্টকারী পাপরাশি বিদূরীত করিয়া দেও, আমরা তোমাকে বারম্বার নমস্কার করিতেছি। ১৮॥

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥
হরিঃ ওঁ॥

ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা॥

ওঁ

কেনোপনিষৎ।

কেনোপনিষৎ বা সামবেদীয় তবলকারোপনিষৎ। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণ করা। ইহা চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ৮টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ৫টি, তৃতীয় খণ্ডে ১২টি, চতুর্থ খণ্ডে ৯টি মন্ত্র ; সমষ্টিতে ৩৪টি মন্ত্র। কেন শব্দটির ব্যবহার থাকায় ইহার নাম কেনোপনিষৎ হইয়াছে।

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" মন্ত্র হইতে আরম্ভ হইয়া "যে বা এতা মেবং বেদাপহত্য পাপমানং অনন্তে" মন্ত্রে পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

এই উপনিষদের সারমর্ম্ম এই যে—তপঃ, দম, কর্ম্ম, বেদ ও বেদাঙ্গাদি ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির উপায় ; এবং সত্য উহার আশ্রয়। ইহার ভাষ্য মধ্যে শঙ্কর ভাষ্যই প্রধান॥

প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মই পরিচালক ও প্রবর্ত্তক। তাঁহার এক মাত্র প্রেরণায় মন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ কর্ম্ম সমাধান করিতেছে ; কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ই ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদির অগোচর অবাঙ্‌মনস। মানুষ যে সকল বিভূতির উপাসনা করেন, তাহা ব্রহ্মের সগুণরূপ ; ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপের মাহাত্ম্য ও উপাসনা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর॥

দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত হইয়াছে যাহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছি বলিয়া মনে করেন, বস্তুতঃ তাহারা তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই, কেননা নিরাকার ব্রহ্ম বুদ্ধ্যাদির অতীত। নির্গুণ ব্রহ্মকে নিজের অল্প শক্তি বুদ্ধিতে ধারনা করা অসম্ভব। পরন্তু যাহারা বুদ্ধির বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্মের বিকাশ ধারণা করিতে পারিয়া, ' অবগত আছি" ও ' জানিনা" এইরূপ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে ও বুদ্ধি বৃত্তির প্রতি-স্ফূরণেই ব্রহ্মের একাত্ম ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারাই ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্বোধিত হইয়া অন্তে মোক্ষ লাভের অধিকারী হইতে পারেন।

পরিমিত যে কোন মূর্ত্তবস্তুকে আরাধনা করা যায়, তাহা ব্রহ্মের বিভূতি স্বরূপ হইলে ও তাঁহাকে অসীম ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ বলা যাইতে পারে না বিধায় তদর্চ্চনে মোক্ষলাভের আশা সুদূরপরাহত; তবে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তদারাধনায় স্বর্গভোগ হইয়া থাকে। আবার যাহারা প্রতি পলে প্রত্যেক বিষয় বুদ্ধির কার্য্যে ব্রহ্মরূপের স্ফূরণ দেখিতে পান, তাহারাই ব্রহ্মভাব কিছু জানিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তৎফলে দেহান্তে মোক্ষলাভের অধিকারী হয়েন। সিদ্ধিলাভে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুভয় বিদূরিত হয় না, আত্মশক্তিতে ব্রহ্মের স্বরূপতা উপলব্ধি করিতে পারিলে অর্থাৎ সাধনা বলে "অহংভাব" পরিত্যাগ করিতে পারিলেই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে।

তৃতীয় খণ্ডে ব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব একটি সুন্দর উপাখ্যান দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে—দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্রাদি দেবগণ অসুরদিগকে পরাস্ত করিয়া বিজয় উৎসবে উৎফুল্ল হইয়া অভিমান পরবসে আপনাদিগের শক্তির জন্য অতীব গর্ব্ব করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে এই বিজয় একমাত্র ব্রহ্মেরই কৃপা শক্তির ফল। দেবতাদিগের এই মিথ্যা-ভিমান দূরীকরনার্থে ব্রহ্ম সগুণ রূপ ধারণ করিয়া অত্যদ্ভুত জ্যোতিঃ

স্বরূপে তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই জ্যোতিঃ পদার্থটি কি ইহা জানিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমে অগ্নিদেবকে প্রেরণ করিলেন।

অগ্নিদেব জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হইলে, তিনি প্রশ্ন করিলেন তুমি কে? এবং তোমার শক্তি কি? অগ্নি সাহঙ্কারে বলিলেন আমি অগ্নি, জাতবেদা নামে অভিহিত, এই জগতে যে কিছু বস্তু আছে আমি তাহা ভস্মীভূত করিতে সমর্থ। ব্রহ্ম ইহা শ্রবণ করিয়া আত্ম গর্ব্বকারী অগ্নির সম্মুখে একগাছি তৃণ নিক্ষেপ করতঃ বলিলেন ইহাকে দগ্ধ কর। অগ্নি নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তুচ্ছ তৃণগাছ দগ্ধ করিতে সমর্থ না হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুররাজকে বলিলেন, এই যক্ষ যে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। এইরূপে ইন্দ্রকর্ত্তৃক বায়ু দেবতা জ্যোতিঃ সমীপে প্রেরিত হইয়া আত্মশক্তির পরিচয় দিতে অসমর্থ হইয়া, নিজ শক্তিহীনতা দৃষ্টে লজ্জায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ংই জানিবার জন্য ঐ জ্যোতিঃ সমীপে গমন করিলে; তাঁহাকে যেন উপেক্ষা করিয়াই সেই জ্যোতিঃ স্বরূপ তিরোহিত হইলেন এবং তখনই এক পরম রমণীয় স্ত্রীমূর্ত্তি হৈমবতী উমানামে আবির্ভূতা হইলেন।

চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—উমাদেবী ইন্দ্রকে বলিলেন, তোমরা যে যুদ্ধে অসুরদিগকে পরাভূত করিয়া নিজ বলের গর্ব্ব করিতেছিলা, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা তোমাদের নিজ নিজ শক্তির কার্য্য নহে, ব্রহ্ম সত্ত্বা ভিন্ন অপর কাহারও পৃথক কোন শক্তি নাই; সেই সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মের শক্তি বলেই তোমরা জয় লাভ করিয়াছ। তাঁহার অসীম শক্তির প্রেরণা বলেই অসুর বিজয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব তোমরা মিথ্যাভিমান পরিত্যাগ কর। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারের ফলেই দেব সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

কেনোপনিষদের শেষের কয়েকটি মন্ত্রে আধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মসাধন, এবং তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি ব্রহ্মলাভের উপায় সকল ও তাহার ফল শ্রুতি বর্ণিত হইয়াছে।

এই উপনিষদে জগতে ব্রহ্ম সত্ত্বা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, জাগতিক পদার্থ সমস্তই ব্রহ্মের শক্তি বলে পরিচালিত, তাঁহার আজ্ঞাভিন্ন একটি বৃক্ষপত্র ও মৃত্তিকাতে পতিত হইতে পারেনা। সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্যাদি একমাত্র ব্রহ্মের শক্তি বা ইচ্ছাধীন হইতেছে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অবিদ্যা জনিত মায়ামোহে আচ্ছন্ন মানবের "আমি আমার" ভাব কেবল অহঙ্কারের স্ফূরণ মাত্র। যতদিন মানব ইহা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্বে নির্ভর করিতে না পারিবে ততদিন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই বিধায় ব্রহ্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কেনোপনিষৎ।

বা

সামবেদীয়া তবলকারোপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শান্তি পাঠ।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথোবলম্ ইন্দ্রিয়ানি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়িসন্তু॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

হরিঃ ওঁ॥

ভাষ্যম—মম অঙ্গাণি বাক্ প্রাণঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ অথ বলম্ (শক্তিঃ) সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়ানি চ আপ্যায়ন্তু (পরিপুষ্ট ভবন্তু)। উপনিষদং ব্রহ্ম সর্ব্বং (সম্পূর্ণ রূপং) অহং ব্রহ্ম মা নিরাকুর্য্যাম (মা অস্বীকুর্য্যাম) ব্রহ্ম মা (মাম) মা নিরাকরোৎ (প্রত্যাখ্যানং ন অকরোৎ) [তস্য সমীপে] অনিকারনম্ (অপ্রত্যাখ্যানম্) অস্তু। তদাত্মনি নিরতে ময়ি উপনিষৎসু যে ধর্ম্মাঃ [কথিতা] তে সন্তু তে ময়ি সন্তু

বঙ্গার্থ—আমার অঙ্গ সমূহ বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয় সকল পরিপুষ্ট হউক। উপনিষদ প্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমার নিকট সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হউন। ব্রহ্মকে আমি যেন অস্বীকার না করি, এবং আমাকে যেন ব্রহ্ম প্রত্যাখ্যান না করেন ; ব্রহ্মের নিকট আমার, এবং আমার নিকট ব্রহ্মের নিয়ত সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকুক। উপনিষদ কথিত ধর্ম্ম সমূহ আত্মনিষ্ঠ আমাতে প্রতিভাত হউক ॥

১। কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥

ভাষ্যম্ - কেন ইষিতম্ (নিয়মিতং অভিপ্রেতংবা) [এব] প্রেষিতম্ (প্রেরিতম্) মনঃ পততি (স্ববিষয়ং প্রতিগচ্ছতি) কেন যুক্তঃ (নিযুক্তঃ) [সন্] প্রথমঃ (শ্রেষ্ঠ) প্রাণঃ প্রৈতি (স্ব স্ব ব্যাপারং প্রতি গচ্ছতি। কেন ইষিতাম্ (অভিপ্রেতং) ইমাং বাচম্ বদন্তি (লোকা ইতিশেষঃ) চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ চ (স্বে স্বে বিষয়ে) কঃ উ (অপি) দেবঃ (দ্যোতনবান্) যুনক্তি নিযুঙ্‌ক্তে প্রেরয়তিবা) ॥১

বঙ্গার্থ—মন কাহার ইচ্ছায় নিয়োজিত হইয়া স্ববিষয়াভিমুখে যাইতেছে ? শ্রেষ্ঠ প্রাণ কাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছে ? মনুষ্যেরা কাহার ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া বাক্য উচ্চারণ করিতেছে ? এবং চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি দ্যোতিমান ইন্দ্রিয় সকলকে কেইবা স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন ? ॥১

২। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।

চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥

ভাষ্যম্—যৎ (যঃ) শ্রোতস্য শ্রোত্রং (শৃণোতি অনেন ইতি শ্রোত্রং তৎ কার্য্য প্রবৃত্তি নিমিত্তম্) মনসঃ (অন্তঃকরণস্য) মনঃ [যদ্] বাচো হ বাচং (যচ্ছব্দো যস্মাদর্থে শ্রোত্রাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সম্বধ্যতে) সঃ (পরমাত্মা) প্রাণস্য প্রাণঃ (প্রাণঃ তৎকৃতং হি প্রাণস্য প্রাণন সামর্থ্যম্) [তথা] চক্ষুষশ্চক্ষুঃ (রূপপ্রকাশকস্য চক্ষুষো যদ্রূপগ্রহণ সামর্থং তৎ আত্ম চৈতন্য অধিষ্ঠিতস্যৈব অতশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ [শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদি লক্ষণং যথোক্তং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বেতি বিদিত্বা] অতিমুচ্য (শ্রোত্রাদি আত্মভাবং পরিত্যজ্য) ধীরাঃ (ধীমন্তঃ পণ্ডিতাঃ) অস্মাৎ লোকাৎ (পুত্রমিত্রকলত্র বন্ধুষু মমাহংভাব সংব্যবহার লক্ষণাৎ ত্যক্ত সর্ব্বৈষণাভূৎ) প্রেত্য (মৃত্বা) অমৃতাঃ (অমরণ ধর্ম্মাণঃ) ভবন্তি ॥২

বঙ্গার্থ—যিনি শ্রোত্র বা কর্ণের কার্য্য প্রবর্ত্তক, মনের ও মন, যিনি বাক্যের পরিচালক, তিনিই প্রাণের প্রাণস্বরূপ, এবং চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ; অর্থাৎ বহ্ম হইতেই এই সব ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব কার্য্যে নিয়মিত আছে। পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা অবগত হইয়া মরণান্তে অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥২

৩। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥
অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্‌ব্যাচ চক্ষিরে ॥ ৩

ভাষ্যম্—যস্মাৎ শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদ্যাত্মভূতং ব্রহ্ম অতঃ - ন তত্র (তস্মিন্ ব্রহ্মণি) চক্ষুর্গচ্ছতি (স্বাত্মনি গমনাসম্ভবাৎ) তথা

ন বাগ্ গচ্ছতি। বাগ ন গচ্ছতি [তদ্বৎ] মনো ন গচ্ছতি (ন তৎচক্ষুরাদি গোচরম ইত্যর্থঃ) [বয়ং তং ব্রহ্ম] ন বিদ্মঃ (জানীমঃ) [অতো] ন বিজানীমঃ যথা (যেন প্রকারেণ) [এতদ্ ব্রহ্ম] অনুশিষ্যাৎ (উপদিশেৎ শিষ্যায় ইতি)। অন্য দেব (পৃথগেব) তৎ (ব্রহ্ম) বিদিতাৎ (তৎবিদিক্রিয়া কর্ম্ম ভূতাৎ) অথো (অপি) অবিদিতাৎ (বিদিতবিপরীতাৎ অজ্ঞতাৎ) অধি (উপরিঃ অর্থে) ইতি (এবং) শুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ) [বয়ং] পূর্ব্বেষাং (আচার্য্যানাং বচনম্) যে (আচার্য্যা) নঃ (অস্মভ্যং) তদ্ (ব্রহ্ম) ব্যাচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ বিস্পষ্টং কথিতবন্তঃ) ॥ ৩

বঙ্গার্থ—তথায় চক্ষু যায় না, বাক্য গমন করিতে পারে না, মনেও গ্রহণ করিতে পারে না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে চক্ষুদ্বারা দর্শন, বাক্য দ্বারা প্রকাশ, মন দ্বারা সংকল্প করা যায় না। ব্রহ্মকে আমরা জানি না, এবং ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিষ্যকে আচার্য্য যে সকল উপদেশ দেন তাহাও বুঝিতে পারি না। ব্রহ্ম বিদিত ও অবিদিত অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম হইতে পৃথক বা স্থূল সূক্ষ্মাতীত। যে সকল আচার্য্যগণ পূর্ব্বে আমাদের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, আমরা সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট ঐ উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩

মন্তব্য—ব্রহ্মজ্ঞান কেবল উপদেশাদি দ্বারা লভ্য নহে। বিবেকবৈরাগ্যাদিযুক্ত গভীর ধ্যানেই প্রাপ্য ॥

৪। যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ।৪

ভাষ্যম্—যৎ (চৈতন্য মাত্র সত্তাকং) বাচা (বাগিতি বর্ণানাং অভিব্যঞ্জকং করণং) অনভ্যুদিতং (অপ্রকাশিতম্) যেন (ব্রহ্মা)

বাক্ অভ্যুদ্যতে (চৈতন্যজ্যোতিষা প্রকাশ্যতে)। তদেব (আত্মস্বরূপং) ব্রহ্ম [নিরতিশয়ং ভূমাখ্যং বৃহত্ত্বাদ ব্রহ্মেতি] বিদ্ধি (বিজানীহি) ত্বম্। নেদং (ব্রহ্ম) যদিদং (ইত্যুপাধিভেদ বিশিষ্টম্ অনাত্মেশ্বরাদি) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) ॥৪

বঙ্গার্থ—যিনি বাক্যের অপ্রকাশিত কিন্তু যাহার সহায়তায় বাক্য উচ্চারিত হয়; তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। "ইদং" অর্থাৎ নামরূপাদি বিশিষ্ট জড় বস্তু সকল যাহাকে উপাসনা করে বস্তুত তাহা ব্রহ্ম নহে ॥৪

৫। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

ভাষ্যম্—(মন ইত্যন্তঃকরণং বুদ্ধিমনসোরেকত্বেন গৃহ্যতে) [মনুতে অনেনেতি মনঃ তেন] মনসা যং (চৈতন্য জ্যোতিঃ) ন মনুতে (ন সঙ্কল্পয়তি নাপি নিশ্চিনোতি লোকঃ) যেন (ব্রহ্মণা) মতং (বিষয়ীকৃতং ব্যাপ্তং) আহুঃ (কথয়ন্তি) [ব্রহ্মবিদঃ] তদেব [মনস আত্মানং প্রত্যকচেতয়িতারং] ব্রহ্ম বিদ্ধি (বিজানীহি) ন ইদং (ব্রহ্ম) যদিদং (ইত্যুপাধিভেদ বিশিষ্টম্ অনাত্মেশ্বরাদি) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) ॥৫

বঙ্গার্থ—মনের দ্বারা লোকে যে চৈতন্য জ্যোতিকে ভাবনা করিতে কিম্বা নিশ্চিত রূপে ধারণা করিতে পারে না; কিন্তু ব্রহ্মবিদগণ যাহা দ্বারা সমুদ্ভাসিত হইয়া মনেব বিষয় চিন্তার সামর্থ জন্মে বলিয়া থাকেন, মনের চৈতন্য সম্পাদক সেই পরমকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবা। উপাধি বিশিষ্ট অনাত্ম ঈশ্বর বলিয়া যাহার উপাসনা করা হয়, তাহা প্রকৃত ব্রহ্ম নহেন ॥৫

৬। যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

ভাষ্যম্—যৎ চক্ষুষা ন পশ্যতি (ন বিষয়ী করোতি) [অন্তঃকরণ-বৃত্তি সংযুক্তেন লোকঃ] যেন চক্ষুংষি (অন্তঃকরণ বৃত্তি ভেদ ভিন্নাঃ চক্ষুর্বৃত্তীঃ) পশ্যতি (চৈতন্যাত্ম জ্যোতিষা বিষয়ী করোতি ব্যাপ্নোতি) তদেবেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৬

বঙ্গার্থ—লোকে চক্ষু দ্বারা যাঁহাকে দেখিতে পায় না, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং চক্ষুর গোচরীভূত বিষয় না হইয়াও চক্ষুর বৃত্তি সকলকে পরিচালিত করেন বিধায় চক্ষু পদার্থ সককে দৃষ্টি বা অনুভব করিতে পারে তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ইদং শব্দ বাচ্য জড়বস্তু সকল, যাহার উপাসনা করা হয় তাহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে ॥৬

৭। যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃনোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

ভাষ্যম্—যৎ শ্রোত্রেন (কর্ণেন) ন শৃণোতি (দিগ্ দেবতাধিষ্ঠিতেন আকাশ কার্য্যেণ মনোবৃত্তি সংযুক্তেন ন বিষয়ী করোতি লোকঃ,) যেন শ্রোত্রং ইদং শ্রুতম্ ; [যৎ প্রসিদ্ধং চৈতন্যাত্ম জ্যোতিষা বিষয়ী কৃতম্] তৎ এব [আত্মানং ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নইদং [ব্রহ্ম] যৎ ইদং (ইত্যুপাধিভেদ বিশিষ্টম্ অনাত্মশ্বরাদি) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) ॥৭

বঙ্গানুবাদ - লোক সকল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহাকে শ্রবণ করিয়া বিষয়ীভূত করিতে পারে না, অর্থাৎ যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় যাঁহা কর্ত্তৃক বিষয়ে পরিচালিত হয় ; তাঁহাকেই ব্রহ্ম

বলিয়া জানিবা। মানবেরা বিভিন্ন রূপ বিশিষ্ট যে সকল জড়বস্তুকে উপাসনা করে তাহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে ॥৭

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ভাষ্যম্—যৎ প্রাণেন (ঘ্রাণেন পার্থিবেন নাসিকা পুটন্তরস্থিতেন অন্তঃকরণ প্রাণবৃত্তিভ্যাং সহিতেন) ন প্রাণিতি (গন্ধবৎ ন বিষয়ী করোতি) যেন (চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা অবভাস্যত্বেন স্ববিষয়ং প্রতি) প্রাণঃ প্রণীয়তে (প্রের্য্যতে) তৎ এব ইত্যাদি সর্ব্বং সমানম্ ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ—নাসারন্ধ্রেস্থিত প্রাণ বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় অন্তঃকরণ বৃত্তি প্রাণ সংযুক্ত হইয়াও যাঁহাকে গন্ধ দ্রব্যের ন্যায় অনুভব করিতে অসমর্থ; অথচ যে আত্ম চৈতন্য দ্বারা প্রাণ উদ্ভাসিত হইয়া স্বকীয় বিষয় কার্য্যে তৎপর হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম চৈতন্য আত্মা বলিয়া জানিবা। ইদং বলিয়া জড়াদি যে সকল পদার্থকে লোকে উপাসনা করে, প্রকৃত পক্ষে উহারা ব্রহ্ম নহে ॥ ৮

উপরোক্ত মন্ত্র কয়েকটির তাৎপর্য্য এই যে—শ্রুতি কথিত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" চরাচর সর্ব্ব পদার্থে ব্রহ্মের বিদ্যমানতা থাকা সত্ত্বেও কোন জড় কিম্বা দৈহিক ইন্দ্রিয়াদি এবং কল্পিত দেবতাদি ব্রহ্ম নহেন। ব্রহ্ম স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর অতীত অবাঙ্মনসোঽগোচর; তাঁহার প্রেরণাতেই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি পরিচালিত হয়, যদ্ধেতু শ্রবণ—মনন—দর্শন বাগাদি কার্য্য করিবার ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। পার্থিব যাহাদিগকে বর্ত্তমানে উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে এবং তদারাধনায় আত্ম

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। আত্ম তত্ত্বজ্ঞানের ফলেই কামনা, এবং তৎপ্রণোদিত কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতু সংসার বীজ অজ্ঞান বিদূরিত হয়। তখনই সর্ব্বত্র এক মহান আত্মার পরিব্যাপ্তভাব দৃষ্টে হৃদয়গ্রন্থি (অহঙ্কার) ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় ও ভয় দূর হইয়া জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান উপলব্ধি পূর্ব্বক একাত্মভাব জন্মিয়া থাকে। "আমি আমার" ভাব ও শোক মোহাদি কিছুই থাকে না বলিয়া অপার আনন্দ সাগরে মগ্ন হয় যাহাই জীবন্মুক্তি নামে কথিত॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

কেনোপনিষৎ

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

১। যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্॥

ভাষ্যম্—যদি (কদাচিৎ) মন্যসে সু বেদেতি (সুষ্ঠু বেদাহং ব্রহ্মেতি। [কদাচিৎ যথাশ্রুতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মপি ক্ষীণ দোষঃ সুমেধাঃ কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে কশ্চিন্নেতি সাশঙ্কমাহ যদীত্যাদি] [তর্হি] নূনং (নিশ্চিতম্) ত্বং দভ্রম্ (অল্পম্) এব অপি বেত্থ (জানীষে) ব্রহ্মণো রূপং (স্বরূপম্) যদ্ (যদপ্যধিদৈবতোপরিচ্ছিন্নস্য) অস্য (ব্রহ্মণোরূপং) দেবেষু বেত্থ ত্বম্ [তদপি নূনং দভ্রমেব বেত্থ ইতি মনোঽহম্। যদধ্যাত্মম্ যদধিদৈবম্ তদপি চ দেবেষুপাধি-পরিচ্ছিন্নত্বাদ্ দভ্রত্বাৎ ন নিবর্ত্ততে] যত এবম্ অথ নু (তস্মাৎ) মন্যে অদ্যাপি মীমাংস্যং (বিচার্য্যম্) এব তে (তব) [ব্রহ্ম]। এবমাচার্য্যোক্তঃ শিষ্য একান্তে উপবিষ্টঃ সমাহিতঃ সন্ যথোক্তমাচার্য্যেন আগমমর্থতঃ বিচার্য্য স্বানুভবং কৃত্বা আচার্য্যসকাশমুপগম্যোবাচ—মন্যে অহম্ অথ ইদানীং বিদিতং ব্রহ্মেতি॥১

বঙ্গানুবাদ—যদি তুমি মনে কর যে তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষরূপ জানিয়াছ, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তুমি সেইরূপ অল্পই জানিতে পারিয়াছ। কেননা ব্রহ্মের ভৌতিক বা চরাচর দৃশ্য জগত এবং দেবতা-

দিগের মধ্যেও অধিদৈবত স্বরূপ যে রূপ দৃষ্ট হয় তাহাও অল্প অতএব আমি (আচার্য্য) মনে করি তোমার পরিজ্ঞাত ব্রহ্ম স্বরূপতা যুক্তিসহ বুঝিবার আবশ্যক ॥ (শিষ্য আচার্য্যোপদেশ প্রাপ্তে বিচারতর্ক দ্বারা তদভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক গুরু সমীপে বলিলেন এখন আমি ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি এমত মনে করি ॥১

তাৎপর্য্য— মানব ভোগ বাসনা শূন্য হইয়া মনস্থির করত সমাধিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সুখভোগের স্থান এই বিশ্ব জগতে কিম্বা দেবলোকে কোথায় ও সদানন্দ চিণ্ময় ব্রহ্ম স্বরূপতা লাভ করিতে পারে না।

২। নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্‌বেদ তদ্‌বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥

ভাষ্যম্—নাহং মন্যে সু বেদেতি (নৈব অহং মন্যে সুবেদ ব্রহ্মেতি) [নৈব তর্হি বিদিতং ত্বয়া ব্রহ্ম ? ইত্যুক্তে আহ] নো ন বেদেতি বেদ চ (বেদ চেতি চ শব্দাৎ ন বেদচ)। কথমিতি উচ্যতে ? যো (যঃ) [কশ্চিৎ নোঽস্মাকং সব্রহ্মচারিণাং মধ্যে তৎ-মদুক্তং বচনং তত্ত্বতো বেদ সঃ] তদ্ [ব্রহ্ম] বেদ। [কিং পুনস্তদবচন মিত্যত আহ] নো ন বেদেতি বেদ চেতি ॥২

বঙ্গানুবাদ · ব্রহ্মকে আমি বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছি এরূপ মনে করি না, অথচ একেবারেই ব্রহ্মকে জানিনা ইহাও মনে করিতে পারি না। যিনি "জানিতে পারিয়াছি ও জানিনা" উভয় কথার ভাব পরিগ্রহ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥২

মন্তব্য—বেদাদি শাস্ত্র অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র উপলব্ধি হয়, কিন্তু মন নিশ্চল পূর্ব্বক গভীর ধ্যান ধারণা ব্যতীত

অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আশা নাই। সুতরাং ধ্যান অভ্যাস করা আবশ্যক।

৩। যস্যা মতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদসঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

ভাষ্যম্—যস্য (ব্রহ্মবিদঃ) অমতম্ (অবিজ্ঞাতম্ অবিদিতং) [ব্রহ্মেতি মতম্ অভিপ্রায়ঃ নিশ্চয়ঃ] তস্য মতং (জ্ঞাতং সম্যগ্ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্য [পুনঃ] মতং (জ্ঞাতং) [বিদিতং ময়া ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ] ন বেদ [এব] সঃ (ন ব্রহ্ম বিজানাতি সঃ)। অবিজ্ঞাতং বিজানতামিতি অবিজ্ঞাতম্ (অমতম্ অবিদিত মেব ব্রহ্ম) বিজানতাং (সম্যগ্ বিদিতবতামিত্যেতৎ)। বিজ্ঞাতং (বিদিতং ব্রহ্ম) অবিজানতাম্ (অসম্যগ দর্শিনাং ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিষ্বেব আত্ম দর্শিনামিত্যর্থঃ)॥৩

বঙ্গানুবাদ—যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই বস্তুতঃ তিনিই ব্রহ্মকে জানেন; আবার যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছি, বস্তুতঃ তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। যেহেতু অবিজ্ঞজনেরা ব্রহ্মকে বিজ্ঞাত বলিয়া মনে করে এবং বিজ্ঞব্যক্তিরা ব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত বলিয়াই মনে করেন॥৩

৪। প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতেবীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্॥

ভাষ্যম্—[প্রতিবোধাৎ প্রতিবোধ-বিদিতাত্মকাৎ তস্মাৎ] প্রতিবোধ বিদিতম্ (এব মতমিত্যভিপ্রায়ঃ) [বোধস্যাহি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বঞ্চ] মত্তমমৃতত্বে (হেতুঃ। নহি আত্মনোঽনাত্মত্বং (অমৃতত্বং) [ভবতি]

[আত্মত্বাদাত্মনোঽমৃতত্বং নির্নিমিত্তমেব] আত্মনা (স্বেন-স্বরূপেণ) বিন্দতে (লভতে ; বীর্য্যং (বলং সামর্থম্) "ধনসহায়মন্ত্রৌষধিতপো যোগ কৃতবীর্য্যং মৃত্যুং ন শক্নোত্যভিভবিতুম্ অনিত্যবস্তুকৃতত্বাৎ" অতো বিদ্যয়া (আত্মবিষয়য়া) বিন্দতেঽমৃতম্ (অমৃতত্বম্) ' নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" অতঃ সমর্থো হেতু—"অমৃতত্বং হি বিন্দতে" ইতি ॥৪

বঙ্গানুবাদ—যিনি ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানবিষকচিন্তা দ্বারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই অমৃতত্ব [বা] মোক্ষ লাভ করেন। **অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাসে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা মুক্তি এবং জীবাত্মার জ্ঞান দ্বারা স্বর্গাদি সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।** ৪

৫। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥

ভাষ্যম্—ইহ (অস্মিন্ লোকে) চেৎ [মনুষ্যঃ] (যদি) অবেদীৎ (আত্মানং বিদিতবান যথোক্তং) অথ (তদ্) অস্তি সত্যম্ (মনুষ্য-জন্মনি অস্মিন্ সদ্ভাবো বা পরমার্থতা সত্যং বিদ্যতে) ন চেদ্ ইহ (জীবংশ্চেৎ অধিকৃতঃ) অবেদীৎ (ন বিদিতবান্) [তদা] মহতী (দীর্ঘা অনন্তা) বিনষ্টিঃ (বিনাশনং—জন্মমরণাদি সংসার গতিঃ)। [তস্মাদেবং গুণ দোষৈ বিজানন্তো ব্রাহ্মণাঃ] ভূতেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতেষু স্থাবরেষু চরেষুচ একমাত্মতত্ত্বং ব্রহ্ম) বিচিত্য (বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য) ধীরা (ধীমন্তঃ) প্রেত্য (ব্যাকৃত্য মমাহংভাবলক্ষণাৎ অবিদ্যারূপাৎ

অস্মাৎ লোকাৎ উপরম্য) [সর্ব্বাত্মৈকত্বভাবম্ অদ্বৈতম আপন্নাঃ সন্তঃ] অমৃতাঃ (মরণধর্ম্মরহিতা) ভবন্তি (ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৫

বঙ্গানুবাদ—ইহলোকে যদি মনুষ্য ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে পারে, তবে তাহার মানব জন্মেই সত্য লাভ হয় ; অর্থাৎ তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভ করেন। আর যদি মনুষ্য ইহলোকে পরমাত্মার বিষয় জানিতে না পারে তবে তাহার বিনাশ অর্থাৎ জন্ম মরণাদি প্রবাহময় সংসার প্রাপ্তি হয়। ধীর বা জ্ঞানীগণ সর্ব্বভূতে একমাত্র ব্রহ্ম সত্তা অবগত হইয়া মরণান্তে আত্মভাব লাভ করিয়া অমৃতত্ত্ব বা ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া থাকেন ॥৫

মন্তব্য—সর্ব্বভূতে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি করিতে হইলে অবিরত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ নিজ আত্মার ধ্যান করিতে হইবে, এবং ধারণা নিশ্চল হইলেই সর্ব্বত্র অদ্বৈতভাব প্রকাশ হইবে। এইজন্য সাধু বলিয়াছেন "হরদমে গুরুর নাম জপ" ॥

ইতি কেনোপনিষদে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

কেনোপনিষৎ

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

১। ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্যহ ব্রহ্মণো
বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং
বিজয়োস্মাকমেবায়ং মহিমেতি॥

ভাষ্যম্‌—ব্রহ্ম (যথোক্তলক্ষণং পরং) হ (কিল) দেবেভ্যোঃ (অর্থায়ঃ) বিজিগ্যে (জয়ং লব্ধবৎ দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামেঃ অসুরাণাম্ জিত্বা দেবেভ্যো জয়ং তৎফলঞ্চ প্রাযচ্ছৎ) তস্য হ (কিল) ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবাঃ (অগ্ন্যাদয়ঃ) অমহীয়ন্ত (মহিমানং প্রাপ্তবন্তঃ) [তদা আত্ম সংস্থস্য প্রত্যগাত্মনঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বক্রিয়াফল—সংযোজয়িতুঃ প্রাণিনাং সর্ব্বশক্তেঃ জগতেঃ স্থিতিং চিকীর্ষোঃ অয়ং জয়ো মহিমাচ ইত্যজানন্তঃ] তে (দেবাঃ) ঐক্ষন্ত (ঈক্ষিতবন্তঃ অগ্ন্যাদিস্বরূপ পরিচ্ছিন্নাত্ম কৃতঃ) অস্মাকম্ এবায়ং বিজয়ঃ অস্মাকমেবায়ং মহিমা (অগ্নিবায়্বিন্দ্রত্বাদি লক্ষণো জয়ফলভূতোঽস্মাভিরনুভূয়তে) [নাস্মৎ প্রত্যগাত্মভূতেশ্বরকৃতঃ ইত্যেব মিথ্যাভিমান লক্ষণবতাম্] ॥১

বঙ্গানুবাদ—কোন এক সময়ে দেবগণের হিতার্থে ব্রহ্মশক্তি কর্ত্তৃক অসুরগণ পরাজিত হইলে, দেবগণ ব্রহ্মকৃত জয়কে নিজেদের জয় মনে করিয়া বিজয় গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই বিজয় যে সর্ব্বশক্তিমান অন্তরস্থ ঈশ্বর কৃত তাহা জানিতে না পারিয়া অহং জ্ঞানে মিথ্যা গর্ব্ব করিতেছিলেন॥১

২। তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্ব্বভূব।
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥২

ভাষ্যম্—[এবং মিথ্যাভিমানেক্ষণবতাং] তৎ হ (কিল) এষাং (মিথ্যেক্ষণং) বিজজ্ঞৌ (বিজ্ঞাতবদ্ ব্রহ্ম) তেভ্যো (দেবেভ্যো) হ (কিল অর্থায়) প্রাদুর্ব্ভূব। তৎ (প্রাদুর্ভূতং ব্রহ্ম) ন ব্যজানত (নৈব বিজ্ঞাতবন্তো দেবাঃ) কিম্ ইদম্ যক্ষং (পূজ্যং মহদ্ভূতম্) ইতি ॥২

বঙ্গানুবাদ—দেবতাদিগের এই মিথ্যা অভিমান বুঝিতে পারিয়া ব্রহ্ম তাঁহাদের সমীপে অতি তেজপুঞ্জরূপে প্রকাশমান হইলেন। কিন্তু দেবতারা প্রকাশমান ব্রহ্মরূপ সন্দর্শন করিয়াও সেই মহান্ অত্যদ্ভূত পূজনীয় রূপের স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না ॥২

৩। তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি।
কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥

৪। তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।
অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদাবা অহমস্মীতি ॥

৫। যস্মিং স্তয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদংসর্ব্বং
দহেয়ম্ যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥

৬। তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপ্রেয়ায়।
সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স ততএব
নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুম্ যদেতদ্যক্ষমিতি ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

তে (দেবাঃ) অগ্নিম্ অব্রুবন্ (উক্তবন্তঃ) হে জাতবেদঃ! এতৎ (অস্মৎ গোচরস্থং যক্ষং) বিজানীহি (বিশেষতো বুধ্যস্ব) কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি। তথা ইতি (তথাস্তু) ॥৩

তৎ (যক্ষম্) অভি অদ্রবৎ (তৎপ্রতি গতবান্) [অগ্নিঃ] তম্ চ অভ্যবদৎ [অগ্নিং] (প্রত্যভাষত) কঃ অসি ইতি। [এবং ব্রহ্মণা পৃষ্টোঽগ্নিঃ] অব্রবীৎ—অগ্নিঃ বৈ (অগ্নির্নামাহংপ্রসিদ্ধঃ) জাতবেদা ইতি চ [নামদ্বয়েন প্রসিদ্ধতয়া আত্মানং শ্লাঘয়ন্] ৪

[ইত্যেব মুক্তবন্ত ব্রহ্ম অবোচৎ] যস্মিন (এবং প্রসিদ্ধগুণ নামবতি) ত্বয়ি কিম্ বীর্য্যং (সামর্থ্যম) ইতি। [সোঽব্রবীৎ] ইদং (জগৎ) সর্ব্বং দহেয়ং (ভস্মিকুর্য্যাম্) যৎ ইদং (স্থাবরাদি) পৃথিব্যাম্ ইতি। পৃথিব্যাম্ ইত্যুপলক্ষণার্থম্ ॥৫

তস্মৈ (এবমভিমানবতে) [ব্রহ্ম] তৃণং নিদধৌ [পুরোঽগ্নেঃ স্থাপিতবৎ] "ব্রহ্মণা" এতৎ (তৃণমাত্রং মমাগ্রতঃ দহ ইতি। তদুপ্রেয়ায় (তৃণসমীপং গতবান্) সর্ব্বজবেন (সর্ব্বোৎসাহকৃতেন বেগেন গত্বা) তৎ ন শশাক (নাশকং দগ্ধুম্)! সঃ (জাতবেদাঃ) তত এব (যক্ষাৎএব) নিববৃতে (প্রতিগতবান্) নৈতৎ (যক্ষম্) অশকং (শক্তবান্) [অহং] বিজ্ঞাতুম্ বিশেষতঃ—যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥৬

বঙ্গানুবাদ

দেবগণ তদ্দৃষ্টে অগ্নি নামক দেবতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন হে জাতবেদ! আমাদের সম্মুখস্থ অত্যদ্ভুত পদার্থটি কি? তাহা তুমি যাইয়া অবগত হও। অগ্নি তাহাই হউক বলিলেন ॥৩

অগ্নি দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে সেই তেজপুঞ্জ যক্ষসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? অগ্নি আত্মাভিমানে বলিলেন আমি জাতবেদা, অগ্নি নামেও প্রসিদ্ধ ॥৪

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন. তোমার শক্তি কিরূপ? অগ্নি বলিলেন পৃথিবীস্থিত সমস্ত পদার্থকেই আমি দগ্ধ করিতে সমর্থ॥ ৫

সেই তেজোময় যক্ষ অগ্নি সমীপে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন ইহাকে দগ্ধ কর। অগ্নি তৃণ সমীপে গমন করিয়া সর্ব্বশক্তি দ্বারাও তৃণ গাছটী দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না! অগ্নি দেবগণ সমীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন যক্ষ যে কি পদার্থ তাহা আমি অবগত হইতে পারিলাম না॥ ৬

৭। অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি
কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি॥

ভাষ্যম্—অথ (অনন্তরং) [দেবাঃ] বায়ুং অব্রুবন্ হে বায়ো এতং (অস্মৎ গোচরস্থম্) বিজানীহি (বিশেষতঃ বুধ্যস্ব) কিম ইদম্ যক্ষম্ ইতি [বায়ু উবাচ] তথা (তথাস্তু) ইতি॥ ৭

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর বায়ুকে দেবগণ বলিলেন হে বায়ো! এই যক্ষ কে? তাহা তুমি জানিয়া আইস, বায়ু বলিলেন তথাস্তু অর্থাৎ তাহাই হউক॥ ৭॥

৮। তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।
বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি॥

ভাষ্যম—[বায়ুঃ] তৎ (যক্ষম্) অভ্যদ্রবৎ (প্রতিগতবান্) তম্ (বায়ুং) তৎ (যক্ষঃ) অভ্যবদৎ (প্রত্যভাষত) (ত্বম্) কঃ অসি ইতি। বায়ুঃ অব্রবীৎ অহম্ বায়ুঃ বা মাতরিশ্বা অস্মি ইতি॥৮

বঙ্গানুবাদ—যক্ষের সম্মুখে বায়ু উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে? বায়ু বলিলেন আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা নামে প্রসিদ্ধ॥৮

৯। তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদং সর্ব্বং আদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥

ভাষ্যম্—যক্ষঃ উবাচঃ তস্মিন (এবং প্রসিদ্ধগুণনামবতি) ত্বয়ি কিম্ বীর্য্যম [অস্তি] ইতি [বায়ুঃ] অব্রবীৎ পৃথিব্যাম্ ইদম্ যৎ [অস্তিতৎ] সর্ব্বম্ অপিআদদীয়ম্ (গৃহ্ণীয়াম্) ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ—যক্ষ বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বীর্য্য ও ক্ষমতা কি? বায়ু বলিলেন এই পৃথিবীস্থিত সমস্ত পদার্থই আমি গ্রহণ করিতে পারি ॥ ৯ ॥

১০। তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুম্। স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।

১১। অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে ॥

১২। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানা মুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

১০। তস্মৈ (এবমভিমানবতে) [ব্রহ্ম] তৃণং নিদধৌ (পুরঃ বায়ুঃ স্থাপিতবৎ) [ব্রহ্মণ] এতৎ (তৃণমাত্রমমাগ্রতঃ) আদৎস্ব ইতি।

তৎ (তৃণম্) উপপ্রেয়ায় (সমীপং গতবান্) সর্ব্বজবেন (সর্ব্বোৎসাহ-কৃতেন বেগেন) তৎ ন শশাক আদাতুম্ (গ্রহিতুম্) সঃ (বায়ুঃ) ততঃ (যক্ষাৎ) সঃ এব নিববৃতে (নিবৃত্তঃ প্রতিগতবান্) নেতৎ (যক্ষম্) অশকং (শক্তবান্) [অহং] বিজ্ঞাতুং (বিশেষতঃ) যৎএতৎ যক্ষং ইতি ॥

১১। অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘব এতৎ বিজানীহি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ (ইন্দ্রাৎ আত্ম-সমীপেগতাৎ তদ্ব্রহ্ম) তিরোদধে (তিরোভূতম্)॥

১২। [ইন্দ্রশ্চব্রহ্মণস্তিরোধনকালে যস্মিন্নাকাশে আসীৎ] সঃ (ইন্দ্রঃ) তস্মিন্ এব আকাশে [তস্থৌ কিং তদ্ যক্ষমিতিধ্যায়ন্ ন নিববৃতেঽগ্ন্যাদিবৎ তস্য ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা বিদ্যা উমারূপিনী প্রাদুরভূৎ] স্ত্রীরূপা। স ইন্দ্র [তাম্ উমাং] বহু শোভমানাং শোভন তমাং বিদ্যাং) হৈমবতীং (জ্ঞাতুম্ সমর্থেতি কৃত্বা তাম) উপজগাম। [ইন্দ্রঃ] তাং (উমাং) হ (কিল) উবাচ (প্রপচ্ছ) কিমেতৎ (দর্শয়িত্বা) তীরোভূতং যক্ষমিতি।

বঙ্গানুবাদ।

১০। যক্ষ বায়ু সমীপে একটী তৃণ রাখিয়া বলিলেন ইহা তুমি গ্রহণ কর। বায়ু তথায় গমন করিয়া সমস্ত বল দ্বারাও গ্রহণে সমর্থ না হইয়া দেবগণ সমীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন যক্ষ যে কে ? তাহা আমি জানিতে পারিলাম না ॥

১১। অনন্তর দেবতারা ইন্দ্রকে বলিলেন হে মঘবন্ ইন্দ্র! এই যক্ষ কে ? তাহা তুমি জানিয়া আইস। ইন্দ্র তাহাই হউক এই বলিয়া

তদভিমুখে গমন করিলেন ; কিন্তু সমীপবর্ত্তী ইন্দ্রের নিকট হইতে যক্ষ তখন অন্তর্হিত হইলেন ॥

১২। তখন আকাশে হেমাভরণে ভূষিতা বহু শোভযুক্তা হৈমবতী উমা দেবীকে দৃষ্টি করিয়া, তৎসমীপে ইন্দ্র গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন এই যক্ষ কে ?

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

কেনোপনিষৎ

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

১। সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীমধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥

ভাষ্যম্—সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। হ (কিল) ব্রহ্মণঃ বৈ (ঈশ্বরস্যৈব) বিজয়ে (ঈশ্বরেণ জিতা অসুরাঃ যূয়ং তত্র নিমিত্তমাত্রম্) [যূয়ং] মহীমধ্বং [মহিমানং প্রাপ্নুথ)। এতৎ ইতি ক্রিয়াবিশেষণার্থম্। ততঃ (তস্মাৎউমাবাক্যাৎ) হ এব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি (ইন্দ্র অবধারণাৎ ততো হৈবেসাতন্ত্রোণ) ॥ ১

বঙ্গানুবাদ—সেই উমাদেবী বলিলেন উহা ব্রহ্ম এই বিজয় ব্রহ্মকৃত তোমরা নিমিত্তমাত্র। ব্রহ্মের বিজয়েই তোমরা গৌরব লাভ করিয়াছ, তোমাদের অভিমান মিথ্যা। উমা বাক্য দ্বারা যক্ষ যে ব্রহ্ম ইহা ইন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ১

২। তস্মাদ বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।

ভাষ্যম্—তস্মাৎ (ঐশ্বর্য্যগুণৈঃ) অতিতরামিব (শক্তিগুণাদিমহাভাগ্যাঃ) অন্যান্ দেবান্ (অতিতরাম্ অতিশয়েন শেরত ইব এতে দেবাঃ)। যৎ অগ্নিঃ বায়ুঃ ইন্দ্রঃ তে হি (দেবাঃ) [যস্মাৎ] এনৎ (ব্রহ্ম) নেদিষ্ঠং (অন্তিকতমং প্রিয়তম্) পস্পর্শুঃ (স্পষ্টবন্তঃ)

তে হি এনং (ব্রহ্ম) প্রথমঃ (প্রধানাঃ সন্ত ইত্যেতদ্) বিদাঞ্চকার (বিদঞ্চক্রুঃ) ইত্যেতদ্ ব্রহ্মেতি ॥ ২

বঙ্গানুবাদ—অগ্নি--বায়ু- ইন্দ্র দেবতাত্রয় কথোপকথন ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হেতু অনান্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়া মহিমাদি গুণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২

৩। তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।

ভাষ্যম্—[যস্মাৎ অগ্নিবায়ূ অপি ইন্দ্রবাক্যাদেব বিদাঞ্চক্রুতুঃ ইন্দ্রেণ হি উমাবাক্যাৎ প্রথমং শ্রুতং ব্রহ্মেতি অতঃ] তস্মাৎ বৈ ইন্দ্রঃ অতিতরাম্ (অতিশয়েন শেতে ইব) অন্যান্ দেবান্। স হি এনৎ নেদিষ্ঠং (প্রিয়তমং) পস্পর্শ যস্মাৎ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি উক্তার্থং বাক্যম্ ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ—যেহেতুক ইন্দ্র প্রথমে উমাদেবী নিকট ব্রহ্মতত্ত্বটি বুঝিয়াছিলেন; সেই জন্য অন্যান্য দেবতাগণকে অতিক্রম করত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। শেষাংশ পূর্ব্বেই ব্যখ্যাত হইয়াছে বিধায় পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন ॥ ৩

৪। তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ ইতীন্ ন্যমীমিষদ্ আ ইত্যধিদৈবতম্ ॥

ভাষ্যম্—তস্য (ব্রহ্মণঃ) এষঃ আদেশঃ (উপমাপদেশঃ) যৎ এতৎ (প্রসিদ্ধংলোকে) বিদ্যুতঃ ব্যদ্যুতৎ (বিদ্যোতনং কৃতবদিতি)।

আ (ইতি উপমার্থে) বিদ্যুদিব হি সকৃদাত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতং ব্রহ্ম [দেবেভ্যঃ] আ ইব [বিদ্যুতস্তেজঃ সকৃৎ বিদ্যোতিতবদিব ইত্যভিপ্রায়ঃ] কোঽসৌ ? ন্যমীমিষৎ। [যথা চক্ষুঃ ন্যমীমিষৎ (নিমেষংকৃতবৎ)। ইতি অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়ং ব্রহ্মণ উপমানদর্শনম্ ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্ম বিষয়ে সাদৃশ মূলক আদেশ প্রদর্শিত হইতেছে—বিদ্যুতের স্ফূরণ যে প্রকার চক্ষুর নিমেষ যেরূপ, ব্রহ্মের বিকাশ বা আবির্ভাব ও প্রতীতি তদ্রূপ। দেবতা বিষয়ে উপমান প্রদর্শিত হওয়ায়, ব্রহ্মের আদেশকে "অধিদৈবত" উপদেশ বলিয়াছেন ॥ ৪

৫। অথাধ্যাত্মম্। যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন
চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষং সঙ্কল্পঃ ॥

ভাষ্যম্—অথ (অনন্তরম্) অধ্যাত্মম্ (প্রত্যগাত্মবিষয়আদেশ উচ্যতে)—যদেতৎ গচ্ছতীব চ মনঃ (এতদ্ ব্রহ্ম ইব বিষয়ী করোতি) যচ্চ অনেন (মনসা) এতৎ (ব্রহ্ম) উপস্মরতি (সমীপতঃ স্মরতি সাধকঃ) অভীক্ষং (ভৃশং) সঙ্কল্পশ্চ (মনসো ব্রহ্মবিষয়ঃ মন উপাধিকত্বাদ্ধি মনসং সঙ্কল্প স্মৃত্যাদি প্রত্যয়ৈঃ অভিব্যজ্যতে ব্রহ্ম বিষয়ীক্রিয়মানমিব) [অতঃ স এষ ব্রহ্মণঃ অধ্যাত্মাদেশঃ] ॥৫

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর আধ্যাত্ম তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ কথিত হইতেছে—মন যেন ব্রহ্মকে বিষমকৃতকরে অথবা ব্রহ্মের নিকট গমন করে বলিয়াই বোধ হয়। সাধক মনের দ্বারা সর্ব্বদা ব্রহ্মকে স্মরণ করেন, ব্রহ্ম বিষয়ে এইরূপ সঙ্কল্প বা মানসচিন্তা করিতে হয়। ইহাই ব্রহ্মসম্বন্ধে আধ্যাত্ম উপদেশ ॥ ৫

মন্তব্য—**নিরন্তর ব্রহ্ম চিন্তার নামই আধ্যাত্ম উপদেশ**॥ যিনি ব্রহ্ম বিষয়ে মানস সঙ্কল্প বা ধ্যান করেন তাহার মনে আত্মভূতব্রহ্ম অভিব্যক্ত হয়েন। মনই ব্রহ্মের অভিব্যক্তি স্থান, মানস চিন্তার উৎকর্ষানুসারে ব্রহ্মের অভিব্যক্তির উৎকর্ষতা হয়॥

৬। তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং বেদ অভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি॥

ভাষ্যম্—তৎ (ব্রহ্ম) হ (কিল) তদ্বনং নাম (তস্যবনং) তদ্বনং তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতত্বাৎ বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ং) [তস্মাৎ] তদ্বনম (ইত্যনেনৈব গুণাভিধানেন) উপাসিতব্যম্ (চিন্তনীয়মিতি) স যঃ (কশ্চিৎ) এতদ্ (যথোক্তং ব্রহ্ম) এবং বেদ (উপাস্তে) অভি হ এনন্ (উপাসকং) সর্ব্বানি ভূতানি অভি সংবাঞ্ছতি হ (প্রার্থয়ন্তএব) [যথা ব্রহ্ম]॥৬

বঙ্গানুবাদ—অপিচ ব্রহ্মই তদ্বন' নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রাণীগণের ভজনীয় (বন অর্থে তাহার প্রাণীগণের এবং ধন অর্থে ভজনীয় বা উপাসনীয়। যে কোন ব্যক্তি কথিতরূপে ব্রহ্মকে অবগত হয় এবং লোক সকল ব্রহ্মের নিকটই অভিষ্ট ফল প্রার্থনা করে॥৬

৭। উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদং ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি॥

ভাষ্যম্—[শিষ্য উক্তং ত্বয়া] ভো (ভগবন্!) উপনিষদং ব্রূহি ইতি। তে (তুভ্যম্) উক্তা উপনিষদম্ বাব (নিশ্চয়ং) তে ব্রাহ্মীং (ব্রহ্মবিষয়িণীম্) উপনিষদম্ অব্রূম ইতি॥৭

বঙ্গানুবাদ—শিষ্য প্রাগুক্ত উপদেশ প্রাপ্তে গুরুকে বলিলেন ভগবন! উপনিষৎ বিষয়ক উপদেশ আমাকে প্রদান করুন। গুরু বলিলেন তোমাকে উপনিষৎ বলিয়াছি। উপনিষদ্ ব্রহ্মসম্বন্ধিনী বিদ্যা অর্থাৎ পরমাত্মার বিষয়ই বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম বিদ্যার দৃঢ়ীকরনার্থে "অব্রূমবাব" (নিশ্চয় বলিয়াছি) এমত পদ সংযোগ হইয়াছে। ৭

৮। তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠাবেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্॥

ভাষ্যম্—তস্যৈ (তস্যাঃ উপনিষদঃ) তপঃ (কায়েন্দ্রিয় মনসাং নিগ্রহঃ) দমঃ (চিত্তসংযমঃ) কর্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি) বেদাঃ (বেদাধ্যয়নম) সর্ব্বাঙ্গানি (সর্ব্বানি বেদাঙ্গানি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্তঃ ছন্দঃ জ্যোতিষম্ ইতিষট্) ইতি প্রতিষ্ঠা (পাদৌ ইব) [এষু হি সৎস্থু ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিতিষ্ঠতি) এতানি তপ আদীনি ব্রহ্ম বিদ্যায়াঃ প্রাপ্ত্যুপায় ভূতানি ইত্যর্থঃ) সত্যং [তস্যাঃ] আয়তনম্ (আশ্রয়ভূতম্)।৮

বঙ্গানুবাদ - ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপায় বলা হইতেছে মনাদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ তপস্যা, বিষয় পরাঙ্মুখতাই দম, অগ্নিহোত্রাদিই কর্ম্ম বেদ বেদাঙ্গ শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ, জ্যোতিষ) সকল উপনিষদ প্রাপ্তির উপায়। একমাত্র সত্য নিষ্ঠাই তাহার আশ্রয়স্থান॥৮

মন্তব্য—ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য একমাত্র সত্যাবলম্বনই প্রধান উপায়। বেদ বেদাঙ্গকে পদের সহিত তুলনা করায় ইহাই বোধগম্য যে মানুষ যেমন পদের উপর ভর দিয়া চলিয়া থাকে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ জন্য তদ্রূপ বেদ বেদাঙ্গ সমস্ত প্রতি নির্ভর করিয়া চলা।

৯। যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে
স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি।

ভাষ্যম্—যঃ বৈ এতাম্ । ব্রহ্মবিদ্যাং "কেনেষিতং" ইত্যাদিনা) এবং (মহাভাগ্যং "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ" ইত্যাদিনা স্তুতাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাং) বেদ "অমৃতত্বং হি বিন্দতে" (ইত্যুক্তমপি ব্রহ্মবিদ্যাফলম্) অন্তে (নিগময়তি) অপহত্য পাপ্মানম্ (অবিদ্যা কামকর্ম্ম লক্ষণং সংসার বীজং বিধুয়) অনন্তে (অপর্য্যন্তে) **স্বর্গে লোকে (সুখাত্মকে ব্রহ্মনীত্যেতৎ)।** জ্যেয়ে (জ্যায়সি সর্ব্বমহত্তরে স্বাত্মানি মুখে এব) প্রতিতিষ্ঠতি (ন পুনঃ সংসার মাপদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ) ॥৯

সমাপ্তমিদং শ্রীমচ্ছঙ্কর বিরচিতং কেনোপনিষদ্ভাষ্যং

বঙ্গানুবাদ—যিনি সর্ব্ব বিদ্যার আশ্রয় স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা যথোক্তরূপে অবগত হইয়াছেন, তিনিই অবিদ্যারূপ কর্ম্মাত্মক পাপ সমূহ অপনীত করিয়া আত্ম স্বরূপ অনন্তব্রহ্মে অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্তি হেতু পুনঃ সংসারে আইসেন না ৯॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড।

কেনোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

শান্তি পাঠ।

ওঁ

ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ।

অথর্ব্ববেদীয় ব্রহ্ম বিন্দূপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষম "মনকে বিষয় বাসনা হইতে আকৃষ্ট করিয়া একমাত্র ব্রহ্মচিন্তন, এবং জীবও আত্মার প্রভেদ জ্ঞান তিরোহিত করিয়া সোঽহংভাব অবলম্বন করা। ইহা চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ৫টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ৫টি, তৃতীয় খণ্ডে ৫টি, চতুর্থ খণ্ডে ৭টি, মন্ত্র সমষ্টিতে ২২টি মন্ত্র।

ইহার আরম্ভ—**ওঁ মনোহি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চ শুদ্ধমেবচ:** এবং **সর্ব্বাসুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ** ইতি মন্ত্রে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইহার শাঙ্ক্যর ভাষ্য নাই, নারায়ণ কৃত দীপিকা আছে।

ইহার স্থূল মর্ম্ম এই যে—প্রথমে মনকে নিজের আয়ত্বাধীনে রাখা, মন শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভাবে দ্বিবিধ। কামনা সঙ্কল্প মন অশুদ্ধ, এবং কামনা বর্জ্জিত মনই শুদ্ধ। বিষয়াশক্ত মন বন্ধনের এবং কামনা বর্জ্জিত মনই মুক্তির সোপান। মুমুক্ষ ব্যক্তি সর্ব্বদা মনকে বিষয়ে মগ্ন করিবেন না। মন বিষয় প্রতি অনাশক্ত হইলে হৃদপদ্মে সন্নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন কামনাদি ভোগ বাসনা থাকিবে না। ইহাই পরমপদ মুক্তি লাভের উপায়।

প্রথমাধিকারীর পক্ষে প্রণব মন্ত্র "ওঁকার" জপ দ্বারা চিত্ত নিরোধের অভ্যাস করিতে হইবে। ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্প, অনন্ত, নিরঞ্জন বা অবিদ্যা-মালিন্য রহিত, অপ্রমেয় ও অনাদি। তিনিই আত্মারূপে সর্ব্বজীবে

বর্ত্তমান। সলীলগত চন্দ্রমা এক হইলেও যেমন বহুধা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মা ও উপাধিবিশেষে নানাকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন ঘট বিনাশ হইলে ঘটাকাশ মহাকাশে সংমিলিত হইয়া লোকতঃ ঘটাকাশের বিনাশ পরিলক্ষিত হয়, সেই প্রকার দেহ বিনষ্ট হইলে ও আত্মার বিনাশ হয় না, যাবৎ মায়াচ্ছন্ন থাকেন তাবৎ হৃদপুণ্ডরীকে অধিষ্ঠান করেন, মায়া বা অজ্ঞান অপসারিত হইলে সর্ব্বত্র কেবল এক আত্মার উপলব্ধি হয়। গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্র পাঠে জ্ঞান চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া আত্মার সাক্ষাৎকারে সচেষ্ট হইবে, আত্ম জ্ঞান লাভ হইলেই অহং ভাব বিদূরীত হইয়া সোঽহং ভাব অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম ঈদৃশী জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়। যিনি সর্ব্বভূতে চৈতন্য স্বরূপ অবস্থিত আছেন, আমিই সেই বাসুদেব স্বরূপ, এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য চিন্তনই মুক্তির হেতু।

ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ওঁ মনোহি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেবচ।
অশুদ্ধং কাম সঙ্কল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতম্॥ ১

মনঃ হি দ্বিবিধং প্রোক্তং (কথিতং) শুদ্ধং অশুদ্ধং এব চ কাম সঙ্কল্পং (কামান্ সঙ্কল্পতে তং) অশুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতং (কামনা রহিতম্) শুদ্ধং ॥১

বঙ্গার্থ মন দ্বিবিধ. একশুদ্ধ, দ্বিতীয় অশুদ্ধ, কামনা সঙ্কল্প মনই অশুদ্ধ এবং কামনা রহিত মনই শুদ্ধ ॥১

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াশক্তং মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥২

মনঃ মনুষ্যাণাং বন্ধন মোক্ষয়ঃ (মুক্তিঃ) কারণং এব স্মৃতম্ (কথিতং) বিষয়াশক্তং (বিষয়ে আকৃষ্টং) [মনঃ] বন্ধায় (বন্ধস্য কারনম্) নির্ব্বিষয়ং (নিঃসঙ্কল্পতা ভাবং) [মনঃ] মুক্তং ॥২

বঙ্গার্থ—মানবের মুক্তি ও বন্ধনের কারণই মন। সর্ব্বদা বিষয় চিন্তনে ব্যাপৃত মন বন্ধনের এবং নির্ব্বিষয় মুক্তির কারণ ইহা সুনিশ্চিত ॥২

অতো নির্ব্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে।
তস্মান্নির্ব্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা ॥৩

অতঃ (অনন্তরং) অস্য নির্ব্বিষয়স্য মনসঃ মুক্তিঃ ইষ্যতে। তস্মাৎ (কারণাৎ) মুমুক্ষুণাং (সাধকাণাং) মনঃ নিত্যং নির্ব্বিষয়ং কার্য্যং।

বঙ্গার্থ—বিষয় বাসনা বর্জ্জিত মন হইলেই মুক্তির সম্ভাবনা, সেই জন্যই মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা মনকে নির্ব্বিষয় করিবে অর্থাৎ মনকে সর্ব্বদা বিষয়ে আশক্ত করিবেনা ॥৩

নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনো হৃদি।
যদাযাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমপদম্ ॥৪

মনঃ বিষয় আসয় সঙ্গং নিরস্তং সন্ হৃদি নিরুদ্ধং (তিষ্ঠতি) যদা উন্মনীভাবং (বিষয় বাসনা বর্জ্জিত ভাবং যাতি তদা (তস্মিনকালে) তৎ (মুক্তিরূপং) পরমং পদং ভবতি ॥৪

মন বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া হৃদয় মধ্যে সংন্নিরুদ্ধ থাকিয়া যখন কোন বাসনাদি চিন্তনে বর্জ্জিত থাকে তখনকার অবস্থাকেই মুক্তি স্বরূপ পরম-পদ বলা যায় ॥৪

তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ধৃদি গতং ক্ষয়ম্।
এতজ্ জ্ঞানঞ্চ ধ্যানঞ্চ অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তর ॥৫

[মনঃ] যাবৎ হৃদি (হৃৎপুণ্ডরীকে) ক্ষয়ং (বিলয়ং গতং (প্রাপ্নোতি) তাবৎ এব তং নিরোদ্ধব্যং (সংনিরুদ্ধ্যং) কুরু। এতজ্ জ্ঞানং চ ধ্যানং চ বিকসিতীতি। অতঃ অতঃপরঃ অন্যঃ গ্রন্থবিস্তর (গ্রন্থবিবৃতিঃ) কেবলম্ ॥৫

বঙ্গার্থ—মন যাবৎ হৃদি পুণ্ডরীকে বিলয় না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত বিষয় হইতে আকৃষ্ট করিয়া নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। এই প্রকার অভ্যাস দ্বারা জ্ঞান ও ধ্যান বিকশিত হইয়া মুক্তি লাভ হয়। ইহাই সকলের সারবাক্য জানিবে, এতৎ ভিন্ন যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা গ্রন্থবিস্তৃতি মাত্র ॥৫

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

নৈব চিন্ত্যং ন বাচিন্ত্যম চিন্ত্যং চিন্ত্যমেব চ।
পক্ষপাত বিনির্ম্মুক্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৬

নৈবেতি। [নন্থ মনঃ কথং নির্ব্বিষয়ং স্যাৎ তত্ত্বস্য চিন্তনীয়ত্বাৎ] অচিন্ত্যং (চিন্তয়িতুং অশক্যং যৎ তত্ত্বং) তৎ নৈব চিন্ত্যং অস্তি চিন্ত্যমেব (চিন্তয়িতুং যোগ্যমেব যৎ বিষয়জাতং তৎ অচিন্ত্যম্) [চিন্তয়িতু-মযোগ্যং বিস্মরণীয়ং নাস্তি ন স্মর্ত্তব্যং নাপি বিস্মর্ত্তব্যং)। পক্ষপাতঃ (তত্ত্বচিন্তনম তত্ত্ববিস্মরণঞ্চ) বিনির্ম্মুক্তং (রহিতং) [যদা ভবতি] তদা (তস্মিনকালে) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ॥৬

বঙ্গার্থ—তত্ত্ব পদার্থ অচিন্ত্য বলিয়া তাহার চিন্তা সম্ভব নহে, যেহেতুক উহা মনের অগোচর। আবার সর্ব্বদা চিন্তনীয় বিষয় সমূহ চিন্তার অযোগ্য যেহেতু ঐ সকল চিন্তনীয় বিষয় সকল অলীক বস্তু। মন যখন আত্মতত্ত্ব চিন্তন কিম্বা অনাত্মবিষয় পদার্থাদির বিস্মৃতি ইহার কোন পক্ষেই গমন না করিয়া নিরালম্ব থাকে তখনই ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥৬

স্বরেণ সন্ধয়েৎ যোগং অস্বরং ভাবয়েৎ পরম্।
অস্বরেণ হি ভাবেন ভাবো না ভাবো ইষ্যতে ॥৭

স্বরেণ (প্রণবেণ) যোগং (চিত্তনিরোধং) সন্ধয়েৎ (আরভেত) অস্বরং (শব্দাতীতং) পরং (ব্রহ্মং) ভাবয়েৎ (চিন্তয়েৎ)। ভাবেন (চিন্ত্যমানেন) ভাবঃ (পরং ব্রহ্মঃ) অভাবঃ (শূন্যং) ন ইষ্যতে (গম্যতে) ॥৭

বঙ্গার্থ—ওঁকার জপ দ্বারাই প্রথম চিত্ত নিরোধ বা যোগাভ্যাস করা

কর্ত্তব্য। এতৎ ব্যতীত সাধক শব্দাতিত পরম ব্রহ্মের চিন্তা করিবেন। এই চিন্তা করিতে করিতেই ব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে ॥৭

তদেব নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পং নিরাঞ্জনং।
তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ধ্রুবম্ ॥৮

তদেব ব্রহ্ম নিষ্কলং (বুদ্ধ্যাদিকলারহিতম্ নির্ব্বিকল্পং নিরাঞ্জনং (অবিদ্যা বিরহিতং তৎ ব্রহ্ম অহম্ ইতি জ্ঞাত্বা (বিদিত্বা ধ্রুবম্ (নিশ্চিতং) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্ম স্বরূপঃ ভবতি)।৮

সেই ব্রহ্ম বুদ্ধ্যাদিকলাবিহীন অবিদ্যা মালিন্য রহিত ও নির্ব্বিকল্প। এই ব্রহ্মই অহম্ অর্থাৎ জীব দেহস্থিত আত্মা ও ব্রহ্ম এক এই ঐক্য জন্মিলেই জীব ব্রহ্ম সম্পন্ন হয়েন ॥৮

নির্ব্বিকল্পমনন্তঞ্চ হেতুদৃষ্টান্ত বর্জ্জিতম্।
অপ্রমেয় মনাদ্যঞ্চ জ্ঞাত্বা চ পরমং শিবম্ ॥৯

নির্ব্বিকল্পং অনন্তং হেতু দৃষ্টান্ত বর্জ্জিতম্ অপ্রমেয়ং অনাদ্যং [ব্রহ্ম] জ্ঞাত্বা (বিদিত্বা) [সাধকঃ] পরমং (শ্রেষ্ঠং) শিবম্ (মঙ্গলম্ শুভং) পদং প্রাপ্নোতি ॥৯

বঙ্গার্থ—নির্ব্বিকল্প, অনন্ত, হেতু ও তুলনারহিত অপ্রমেয় অনাদি ব্রহ্মকে বিদিত হইতে পারিলে মঙ্গলপ্রদ পরমপদ [মুক্তি] লাভ হইয়া থাকে ॥৯

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ শাসনম্।
ন মুমুক্ষা ন মুক্তিশ্চেদিত্যেষা পরমার্থতা ॥ ১০

নিরোধো (মরণম্) উৎপত্তিঃ চ বন্ধঃ চ শাসনম (উপদেশঃ)

মুমুক্ষা (মুক্তিমিচ্ছা) মুক্তিশ্চ [তস্য আত্মনঃ] ন অস্তি। বদ্ধা ইত্যেষা চেদ্ (বুদ্ধিঃ) [তর্হি] পরমার্থতা (সত্যার্থজ্ঞতা সম্পন্ন) ॥ ১০

বঙ্গার্থ—আত্মার উৎপত্তি, মৃত্যু, বন্ধন, শাসন, মুক্তির ইচ্ছা বা মুক্তি নাই। সাধকের যখন এবম্বিধ বুদ্ধির উদয় হয়, তখনই তাহার সত্যপদার্থে জ্ঞানের অভ্যুদয় হয় ॥ ১০

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়াদ্ব্যতীতস্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১১

আত্মা এক এব জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তিষু মন্তব্যঃ (ত্রিবিধ অবস্থাযু বিরাজমানঃ)। [তস্য এবম্বিধ] স্থানত্রয়াৎ ব্যতীতস্য (নিষ্ক্রান্তস্য) [জনস্য] পুনঃ জন্মঃ ন বিদ্যতে ॥ ১১

বঙ্গার্থ—আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাতে বিরাজমান আছেন, যিনি এই স্থানত্রয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চতুর্থ (তুরীয়াবস্থা) উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাহার পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১১

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ ১২

বঙ্গার্থ—চন্দ্র যেমন এক হইয়া ও জলের মধ্যে বহু সংখ্যক রূপে পরিদৃষ্ট হয়েন, তদ্রূপ আত্মা এক হইয়াও সর্ব্বভূতে বিভিন্ন উপাধি বিশেষে নানাবিধ আকারে অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১২

ঘট সংবৃতমাকাশং লীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটো লীয়তে নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ ॥ ১৩

বঙ্গার্থ—ঘটের মধ্যস্থ আকাশ ঘট বিনাশ হইলে যেমন মহাকাশে মিলিত হইলেও ঘটাকাশ বিনষ্ট হইয়াছে এমত লৌকিক কথার ব্যবহার হইয়া থাকে; তদ্রূপ উপাধি বিনষ্ট হইলে জীব বিনাশ হইয়াছে এমত কথা ব্যবহার মাত্র হয়। বস্তুতঃ শরীরাদি বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না॥ ১৩

ঘটবদ্বিবিধাকারং ভিদ্যমানং পুনঃ পুনঃ।
তদ্ভগ্নং ন চ জানাতি স জানাতি চ নিত্যশঃ॥ ১৪

ঘটবৎ বিবিধ আকারং ভিদ্যমানং (দেহজালং) নিত্যশঃ (নিত্যম্) [আত্মানং] ন জানাতি। সঃ (আত্মা) পুনঃ ২ ভিদ্যমানং শরীরং জানাতি॥ ১৪

বঙ্গার্থ—ঘটের ন্যায় বিবিধ আকার দেহাদি বারম্বার বিনাশ পাইলেও আত্মাকে অবগত হইতে পারে না। কিন্তু আত্মা দেহ প্রভৃতিকে সর্ব্বদাই জানিতে পারেন॥ ১৪

শব্দমায়াবৃতো যাবত্তাবত্তিষ্ঠতি পুষ্করে।
ভিন্নে তমসি চৈকত্বমেকমেবানু পশ্যতি॥ ১৫

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

শব্দ [মাত্রং যা] মায়া (অবিদ্যা) [ন বাস্তবী] [তয়া] আবৃতো যাবৎ তাবৎ পুষ্করে (হৃদপদ্মে) [আত্মা] তিষ্ঠতি। ভিন্নে (জ্ঞানেন নিবৃত্তে) তমসি (অস্য জ্ঞানে) একত্বম্ [ভবতি] একমেবচ অনুপশ্যতি॥ ১৫

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

বঙ্গার্থ—মায়া শব্দ মাত্র ইহা অবাস্তব। এই মায়া বা অজ্ঞান দ্বারা আত্মা যে পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত থাকেন, তাবৎ কাল আত্মার হৃদয়ে

অধিষ্ঠান ভিন্ন সর্ব্বত্র আত্মার উপলব্ধি হয় না। সেই অজ্ঞানতা বা অবিদ্যারূপ মায়া তিরোহিত হইলেই আত্মার সর্ব্বব্যাপকত্ব অনুভূতি হইবে॥ ১৫

মন্তব্য মানব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকিয়া অহম জ্ঞানে হৃদয়স্থিত আত্মার সর্ব্বব্যাপকত্ব অনুভব করিতে পারে না। মায়াচ্ছেদন হইয়া যখন জ্ঞানোদয় হইবে তখনই নিজ হৃদয়স্থিত আত্মা যে সর্ব্বত্র অবস্থিত তাহা জানিতে পারিবে॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

শব্দাক্ষরং পরং ব্রহ্ম যস্মিন্ ক্ষীণে যদক্ষরম্।
তদ্বিদ্বানক্ষরং ধ্যায়েদ্‌যদীচ্ছেচ্ছান্তিমাপ্নুয়াৎ॥ ১৬

শব্দাক্ষরং (শব্দ ব্রহ্ম) পরং ব্রহ্ম (চৈতন্যং) [এতদ্দ্বয়ং বর্ত্ততে] বিদ্বান্ (পণ্ডিতঃ) [এতয়োর্ম্মধ্যে] যস্মিন্ ক্ষীণে [সতি] যদক্ষরম্ [ক্ষীণং ভবতি] তদক্ষরম্ যদি ধ্যায়েদ (চিন্তয়েৎ) যৎ ইচ্ছেৎ (অভিলাষ্য) [তর্হি] শান্তিং আপ্নুয়াৎ (প্রাপ্নোতি) ১৬

বঙ্গার্থ—শব্দব্রহ্ম ওঁকার ও পরব্রহ্ম চৈতন্য উভয়ই বিদ্যমান আছেন। এই দুই মধ্যে শব্দব্রহ্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও পরব্রহ্ম অক্ষয় থাকেন; সেই জন্য সুধী শান্তিকামিগণ অক্ষর পরব্রহ্মের ধ্যান করিলেই শান্তি বা মুক্তি লাভ করিবেন।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে হি শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ১৭

বঙ্গার্থ—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এই দ্বিবিধ বিদ্যাই জানা আবশ্যক, শব্দ বিদ্যায় সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হয়, তদন্যথায় অর্থাৎ

শব্দময়ী বেদের অধিকারী না হইলে ব্রহ্মবিদ্যাজ্ঞান অবগত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? ১৭

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞান বিজ্ঞান তত্ত্বতঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ॥ ১৮

মেধাবী গ্রন্থাভ্যাসেন কৃতবুদ্ধিঃ। জ্ঞানং (শাব্দম্) বিজ্ঞানং (সাক্ষাৎকারঃ) [উভয়োঃ] তত্ত্বতঃ (তত্ত্বং জ্ঞাত্বা) অশেষতঃ গ্রন্থং ত্যজেৎ যথা ধান্যার্থী পলালং (তৃণং) ত্যজেৎ ইতি॥ ১৮

বঙ্গার্থ—গ্রন্থাধ্যয়ন ইত্যাদি দ্বারা মেধাবী মানবগণ শাব্দিক জ্ঞান ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া গ্রন্থাদি ত্যাগ করিয়া ধ্যান করিবেন যেমন ধান্যার্থীজনগণ তৃণ সহ ধান্য কর্ত্তন করতঃ তৎপর ধান্য লাভ করিয়া তৃণকে পরিত্যাগ করে॥ ১৮

গবাং অনেক বর্ণানাং ক্ষীরস্যাপ্যেকবর্ণতা।
ক্ষীরবৎ পশ্যতে জ্ঞানং লিঙ্গিনস্তু গবাং যথা॥ ১৯

গবাং (সৌরভেয়ীনাম্) অনেক বর্ণানাং [অপি সতীনাং যৎ] ক্ষীরং (তস্য) এক বর্ণানাং [ভবতি] [বিদ্বান্ গ্রন্থেষু] ক্ষীরবজ্ জ্ঞানং পশ্যতি (পরীক্ষ্য গৃহ্ণাতি) যথা লিঙ্গিনঃ (বেত্রধারিণঃ আভীরাঃ গবাং (ক্ষীরং গৃহ্ণন্তি তদ্বৎ)॥ ১৯

বঙ্গার্থ—গাভী সকল বহু বর্ণের হইলেও দুগ্ধ যেমন এক বর্ণ হয়, এবং বেত্রধারী গোপেরা যেমন নানা রঙ্গের গাভী সকল হইতে একি বর্ণের দুগ্ধ দোহন করে; তদ্রূপ নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও আত্মতত্ত্বনামক একি জ্ঞান গ্রহণ করা উচিত॥ ১৯

ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থান ভূতেন॥ ২০

বঙ্গার্থ—ঘৃত যেমন দুগ্ধের মধ্যে নিগূঢ় ভাবে থাকে, তদ্রূপ যাবতীয় ভূতেই বিজ্ঞানময় আত্মা বিদ্যমান আছেন। যেমন মন্থনদণ্ড দ্বারা দুগ্ধ মন্থনপূর্ব্বক ঘৃত নিষ্কাষণ করা যায়, তদ্রূপ মনে মনে সমস্ত বিষয় চিন্তা পরিহারে ভাবনা করিলে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়॥ ২০

জ্ঞাননেত্রং সমাদায় চরেদ্বহ্নিমতঃপরম্।
নিষ্কলং নির্ম্মলং শান্তং তদ্ব্রহ্মাহমিতিস্মৃতম্॥ ২১

জ্ঞাননেত্রং (শাস্ত্রতো গুরুতশ্চ গৃহীত্বা) অতঃ পরম্ বহ্নিং (বৈশ্বানর-মন্ত্রভবরূপং) চরেৎ (সাধয়েৎ) [যদ্বা বহ্নিং প্রণবং উচ্চরেৎ]। তৎ নিষ্কলং নির্ম্মলং শান্তং [জ্ঞানং] ব্রহ্মাহম্ ইতি এবং আকারং স্মৃতম্॥ ২১

বঙ্গার্থ—শাস্ত্র হইতে কিম্বা গুরু প্রমুখাৎ জ্ঞাননেত্র পাইয়া তৎপর আত্ম সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টা করিবে। এই প্রকারে আত্ম-সাক্ষাৎকারার্থে প্রণব জপ দ্বারা প্রবর্ত্ত হইলে নিষ্কল, নির্ম্মল, শান্তস্বরূপ ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার জ্ঞানের উদয় হইবে অর্থাৎ তখন (সোঽহং জ্ঞান লাভ হইবে॥ ২১

সর্ব্বভূতাধিবাসশ্চ যদ্ভূতেষু বসত্যপি।
সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবস্তদস্ম্যহং
বাসুদেব ইতি॥ ২২

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অথর্ব্ববেদীয়া ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ সমাপ্তা।

সর্ব্বভূতাধিবাসং (সর্ব্বেষাং ভূতানাং অধিবাসঃ অস্মিন্) যচ্চ ভূতেষ্ অধিবসতি। সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্তৃত্বেন বাসুদেব ইতি প্রসিদ্ধম্। তদ্ অহম্ অস্মি [স এব] বাসুদেব (ঈশ্বরঃ) [জীবেশ্বরয়োর্ব্রহ্মণি ঐক্যং ইতি অর্থঃ] দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ২২

বঙ্গার্থ - যিনি সকল ভূতের অবলম্বন হইয়া সর্ব্বভূতেই বাস করেন, সকলের প্রতিই যাহার করুণা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, আমিই সেই বাসুদেব স্বরূপ স্বয়ং ঈশ্বর এই প্রকারে জীবে ও ব্রহ্মে ঐক্য সাধনা করিবে ॥ ২২

ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ সমাপ্ত ॥

ব্রহ্মোপনিষৎ।

ব্রহ্মোপনিষৎ গদ্যে লিখিত আমরা বোম্বাই সংস্করণ অষ্টোত্তর-শতোপনিষদ্ গ্রন্থ দৃষ্টে ইহার আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে শ্লোক সংখ্যা নাই আমরা ভাবানুবর্ত্তে একটা সংখ্যা ধার্য্য করিয়া ২৭টি মন্ত্র পাইয়াছি। বঙ্গদেশে প্রচলিত ব্রহ্মোপনিষদের ৩৮টি মন্ত্র আছে, তাহাতে তান্ত্রিক বিধানানুসারে সন্ধ্যাদির কথাও দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রমণ শব্দটি সংপ্রবিষ্ট হওয়ায় ইহা যে বৌদ্ধযুগের পর সংস্থচিত হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ইহার নারায়ণকৃত দীপিকা আছে। আমরা ভগবান শঙ্করাচার্য্যকৃত উপনিষদ সকলের ভাষ্য সংযোজনা করিয়াছি। অন্যান্য উপনিষদের বঙ্গার্থ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। শ্রেষ্ঠ বিধায় ইহার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল।

এই উপনিষদের প্রথমেই "অথাস্য পুরুষস্য চত্বারি স্থানানি ভবন্তি মন্ত্র এবং অন্তে আত্মবিদ্যাতপোমূলং তৎব্রহ্মোপনিষৎ পদং মন্ত্র" আছে।

সর্ব্বভূতের অন্তরে ব্রহ্ম বিদ্যমান মানব দেহের মধ্যে তাঁহার অনুভূতির প্রধান চারিটি স্থান আছে যথা—নাভিপদ্ম, হৃদ্কমল, কণ্ঠ ও মস্তক। এই সব স্থানকে ধ্যান করিলে সহজেই তাঁহার সত্ত্বানুভূতি লাভ হয়। জীবের চারিটি অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে যথা—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াবস্থা। যে অবস্থায় জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ না করে এবং শুভাশুভ কার্য্যের অধিকারী থাকে তাহাই জাগ্রত, ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যের বিলয়াবস্থাই স্বপ্নাবস্থা, সুষুপ্ত কালে জ্ঞানের অস্তিত্ব লোপ

পায়, আত্মজ্ঞানী তৎকালে জ্যোতি পদার্থ দর্শন করিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন, তৎপরবর্ত্তী অব্যক্ত অবস্থার নাম তুরীয় বা নিত্যশান্তির অবস্থা।

এই গ্রন্থে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক যজ্ঞসূত্র ধারণের কথা সবিস্তারে বলা হইয়াছে. যজ্ঞোপবীত কর্ম্মাঙ্গিন বিধায় দ্বিজাতিত্রয় নিয়ত তাহা শরীরে ধারণ করিবেন ইহা পবিত্র ব্রহ্ম নাম স্মরণকারী। বেদান্তদ্বারা পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন বিধায় ব্রহ্ম বেদান্ত সূত্রেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ; এবং তিনিই সূত্র নামে কথিত, যে সুধী হৃদয়স্থ এই ব্রহ্মরূপ সূত্র অবগত হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত যজ্ঞসূত্রধারী। সন্ন্যাসীগণের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইহাতে বিস্তর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রহ্ম অবাঙ মানসগোচর অথচ সপ্রকাশ, সর্ব্বদর্শী অব্যক্ত। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বেদের এই মহানতত্ত্ব এই গ্রন্থে সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি ব্রহ্ম কি ? ইহা অবগত হইতে পারিয়াছেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব পদার্থে আত্মদর্শী হইয়া থাকেন, ব্রহ্মের ধ্যান, চিন্তনই যথার্থ শান্তি লাভের উপায় সকল এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে॥

ব্রহ্মোপনিষৎ।

ওঁ সহনাববত্বিতি শান্তি পাঠঃ॥

ব্রহ্ম কৈবল্য জাবালঃ শ্বেতাশ্বো হংস আরুণিঃ।

গর্ভো নারায়ণো হংসো বিন্দুনাদ শিরঃ শিখা॥ ১

এতাস্ত্রয়োদশ॥

বঙ্গার্থ—ব্রহ্ম, কৈবল্য, জাবাল, শ্বেতাশ্বর, হংস, আরুণি. গর্ভ, নারায়ণ, পরমহংস, ব্রহ্মবিন্দু, নাদবিন্দু, অথর্ব্বশির, অথর্ব্বশিখা নামধেয় ত্রয়োদশ উপনিষদের ও শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষিত হইয়াছে॥

ওঁ অথাস্য পুরুষস্য চত্বারি স্থানানি ভবন্তি নাভিঃ হৃদয়ং কণ্ঠং মূর্দ্ধাচ॥ ১

নারায়ণোদীপিকা॥

পুরুষস্য উক্ত লক্ষণস্য স্থানানি তত্র ধ্যানে সতি শীঘ্রমভিব্যক্তেঃ। নাভিঃ (মণিপুরচক্রং) হৃদয়ং (অনাহতং) কণ্ঠং (কণ্ঠঃ বিশুদ্ধি চক্রং) মূর্দ্ধা (আজ্ঞা চক্রম্)॥ আধারাদ্যনেকধ্যান স্থান সত্ত্বেঽপি প্রাশস্ত্যার্থং চতুর্ণাং গ্রহণম্॥১

বঙ্গার্থ—পূর্ব্ব কথিত শরীরাভ্যন্তরস্থিত পুরুষের চারিটি স্থানই প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, (যদিচ তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান) এই স্থান চারিটি নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তক বলিয়া কথিত॥ ১

অথ চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি॥ ২

ব্যাখ্যা—নন্ু কিমেতানি স্থানানি নির্দ্দিশ্যন্তে সাধারাদীনি ইত্যত আহ তত্রেতি। তত্র তেষু স্থানেষু ব্রহ্ম বিভাতি (বিশেষণ ভাতি) অল্প ধ্যানেন প্রকাশতে॥ ২

বঙ্গার্থ—উপরোক্ত চারি স্থানে চতুষ্পদ ব্রহ্ম প্রকাশমান আছেন, অর্থাৎ এই চারি স্থানে ব্রহ্ম সর্ব্বদা বিশেষ ভাবে প্রাদুর্ভূত থাকায় অল্প ধ্যানেই তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ২

জাগরিতে ব্রহ্মা স্বপ্নে বিষ্ণুঃ সুষুপ্তৌ রুদ্রস্তুরীয়মক্ষরম্ ॥ ৩

ব্যাখ্যা—স জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণুঃ, সুষুপ্তে রুদ্রঃ, তুরীয় (অব্যক্ত স্থানে) পরম অক্ষরম্ ॥ ৩

বঙ্গার্থ—জাগ্রতাবস্থায় সেই আত্মা ব্রহ্মা, স্বপ্নাবস্থায় বিষ্ণু, সুষুপ্ত (নিদ্রাবস্থায় যে সময় কোনরূপ কামনা বা স্বপ্নাদিনাথাকে) রুদ্র এবং তুরীয় (বর্ণিত তিন অবস্থার অতীত অব্যক্ত) অবস্থাতে তিনি অক্ষর (পরমাত্মা) বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৩

স আদিত্যো বিষ্ণুশ্চেশ্বরশ্চ।
স্বয়মমনস্কমশ্রোত্রমপাণিপাদম্, জ্যোতির্ব্বর্জ্জিতম্ ॥ ৪

ব্যাখ্যা—স চতুরবস্থঃ আত্মা আদিত্যঃ বিষ্ণু ঈশ্বরশ্চেতি। স স্বয়ং অমনস্কঃ (মনোরহিতঃ) অশ্রোত্রম্ (কর্ণহীনঃ) অপাণি পাদঃ (হস্তপাদবিহীনঃ ইন্দ্রিয়াদি রহিতম্ ইতি ভাবঃ)। স জ্যোতিরূপমেব ॥ ৩

বঙ্গার্থ - তিনি আদিত্য, বিষ্ণু ও ঈশ্বর নামে কথিত। ইনি মনাদি ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত, ইহার কর্ণ, হস্ত, পদ নাই, অদ্বিতীয় জ্যোতিস্বরূপ প্রকাশমান ॥ ৪

তত্র লোকা ন লোকা দেবা ন দেবা বেদা ন বেদা যজ্ঞা ন যজ্ঞা মাতা ন মাতা পিতা ন পিতা স্নুষা ন স্নুষা চাণ্ডালো ন চাণ্ডালঃ পৌল্কশো ন পৌল্কশঃ শ্রমণা ন শ্রমণঃ তাপসো ন তাপসঃ একমেব তৎ পরং ব্রহ্ম বিভাতি নির্ব্বাণম্ ॥ ৫

ব্যাখ্যা—তস্য স্বরূপমাহ স্বয়মিতি। স্নুষা পুত্রবধূঃ শূদ্রাদ্ ব্রাহ্মণ্যাং জাতশ্চাণ্ডালঃ। নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাতঃ পুক্কশঃ ভিল্লঃ স এব পৌক্কশঃ শ্রমণ ইতি। সোঽপি নীচ জাতিভেদঃ তাপসঃ যতিশ্চ ॥ ৫

বঙ্গার্থ—যাহাতে স্বর্গাদি লোক সকল, দেবতাগণ, বেদ সকল, যজ্ঞ, মাতা, পিতা, পুত্রবধূ, চণ্ডাল, পুক্কশ, শ্রমণ, যতি প্রভৃতি কাহারও কোন সত্তা নাই; তিনি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বরূপে প্রকাশমান ও মুক্তিপ্রদায়ক ॥ ৫

ন তত্র দেবা ঋষয়ঃ পিতর ঈশতে ॥ ৬
প্রতিবুদ্ধঃ সর্ব্ববিদিতি ॥ ৬

ব্যাখ্যা—তত্র জ্ঞানিনি দেবা ঋষয়ঃ পিতরশ্চ ন ঈশতে (ঋণত্রয়াতীতো ভবতীত্যর্থঃ। প্রতিবুদ্ধোঽয়ং স সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বমাত্মত্বেন বুদ্ধবান্। ন হ্যাত্মন এব ভয়ং ভবতীতি হেতোঃ) ॥ ৬

বঙ্গার্থ- প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্ব পদার্থে আত্মদর্শী হইয়া থাকেন। সেই জ্ঞানীর নিকট দেবতা-ঋষি-পিতৃগণ কোন বিষয়েরই অর্থী বা আশী হয়েন না। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ প্রভৃতি হইতে সম্যক মুক্ত হয়েন ॥ ৬

হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
হৃদি প্রাণাশ্চ জ্যোতিশ্চ ত্রিবৃৎ সূত্রঞ্চ তদ্ বিদূরিতি।
হৃদি চৈতন্যং তিষ্ঠতি ॥ ৭

ব্যাখ্যা—বিদিতবেদিতব্যস্য সন্ন্যাসং বিবক্ষুর্বাহ্য দেব পূজাদি ত্যাগ সাহসমিত্যাশঙ্ক্যান্তরেব সর্ব্বমস্তীতি প্রতিপাদয়তি মন্ত্রো হৃদিস্থা ইতি। দেবতাঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারশ্চ প্রাণাঃ (বাগাদয়ঃ প্রাণঃ)

মুখ্যপ্রাণঃ) জ্যোতি (বিষয় প্রকাশঃ শুদ্ধং ব্রহ্ম চ সর্ব্বমূলভূতমব্যক্তমপি হৃদ্যেবাস্তীত্যাহ ত্রিবৃদিতি। সত্ত্বরজস্তমসাং পরস্পর সঙ্করেণ নবগুণ মব্যক্তং ত্রিবৃৎ সর্ব্বকর্ম্মাঙ্গং বাহ্যং নবতন্তুকঞ্চ সূত্রং প্রকৃতিশ্চ তত্ত্বতঃ মহৎ (অব্যাকৃতং নিষ্পন্নমুপবীতম্)॥ ৭

বঙ্গার্থ—ব্রহ্মজ্ঞানীর হৃদয়ে সমস্ত দেবগণ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবগণ, মুখ্যপ্রাণসকল, জ্যোতি পদার্থ অধিষ্ঠিত থাকে। সত্ত্বরজতমগুণ ত্রয়ের পরস্পর সাঙ্কর্য্যহেতু সর্ব্বমূলীভূত অব্যক্ত পদার্থ সর্ব্ব কর্ম্মাঙ্গ নবতন্তুময় সূত্র স্বরূপ (উপবীত) ব্রহ্ম সদা হৃদয়ে অবস্থিত। হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম সদা প্রতিষ্ঠিত আছেন॥ ৭

তাৎপর্য্য এই মন্ত্রে ত্রিবৃৎসূত্র পদ দ্বারা সত্ত্বরজতমগুণ ত্রয়ের সাঙ্কর্য্য হেতু অব্যক্ত মহৎ ব্রহ্ম হৃদয়ে সদা অধিষ্ঠিত থাকায় এবং ব্রহ্মসূত্র (বেদান্ত) দ্বারা ব্রহ্মবেদ্য বিধায় তাঁহাকেই যজ্ঞোপবীত সহ তুলনা করা হইয়াছে, নবতন্তু নির্ম্মিত সূত্র বাহ্য সূত্র মাত্র॥

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্য প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥ ৮

স্থূলোপবীতস্য বাচক পরিধান মন্ত্রমাহ যজ্ঞেতি। প্রতিমুঞ্চ পরিধেহি। হে শিষ্য বলং (বলপ্রদং) তেজঃ (তেজঃপ্রদঞ্চ) [অস্তু তব ইতি মন্ত্রার্থঃ। অয়ং মন্ত্রোঽপি হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতীত্যন্বয়ঃ॥ ৮

বঙ্গার্থ—হৃৎ প্রদেশস্থ চৈতন্যে অধিষ্ঠিত যজ্ঞোপবীতকে শরীরে ধারণার্থ কথিত মন্ত্র। এই যজ্ঞোপবীত উৎকৃষ্ট, পবিত্র, ইন্দ্রিয়াদি-সহজাত, আয়ুঃবৃদ্ধিকারক, অবিদ্যানাশক, শ্বেতবর্ণ, তেজ ও বল প্রদায়ক॥ ৮

তাৎপর্য্য—এই মন্ত্রে যজ্ঞোপবিতের উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিজাতীগণ গলদেশে লম্বিত তন্তুময় উপবীত ধারণ করতঃ সর্ব্বদা হৃদপ্রদেশস্থিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মসূত্র পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে সদা স্মরণ ও অনুধাবন করিবে।

সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রংত্যজেদবুধঃ। যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্রমিতি ধারয়েৎ॥ সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহু সূত্রং নাম পরপদম্। তৎ সূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদ পারগঃ। তেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব। তৎসূত্রং ধারয়েদ্ যোগী যোগবিৎ তত্ত্বদর্শিবান্। বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ; ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ সচেতনঃ। ধারণাত্তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টো নাশুচির্ভবেৎ সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্। তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ ॥৯

কর্ম্মাঙ্গভূতৈ তদুপবীতত্যাগেন সন্ন্যাস যোগমাহ সশিখমিতি। শিখা ন রক্ষণীয়া। বহিঃসূত্রং (বাহ্যোপবীতং) বুধঃ (বিপ্রঃ) তস্যৈবাধিকারাঃ সূচনাদিতি। সূচ্যতে বেদান্তর্গতংচ্যতে তৎ সূত্রম্। নোচ্ছিষ্ট ইতি। ৯

বঙ্গার্থ—বাহ্যোপবীত কর্ম্মাঙ্গভূত বটে। তাহা ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। আত্মজ্ঞানী যোগী শিখা সহিত মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক শরীরস্থিত বাহ্যসূত্র পরিত্যাগ করিবে। অক্ষর পরমব্রহ্মরূপ সূত্রধারণ করাই তাহার উচিত। বেদান্তদর্শনে পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন বিধায় বেদান্তকে সূত্রগ্রন্থ বলিয়া থাকে. ব্রহ্মের পরমপদই সূত্র বলিয়া কথিত সুতরাং যিনি সেই সূত্র জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই বেদপারগ। সূত্রগ্রন্থিত মালার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে (বেদান্ত) সমস্ত ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রথিত রহিয়াছে, তত্ত্বদর্শী যোগীর পক্ষে ব্রহ্মসূত্রই সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করা কর্ত্তব্য। তত্ত্বজ্ঞানীব্যক্তি যোগারম্ভে বহিঃসূত্র পরিত্যাগ

করিবেন এবং ব্রহ্মসূত্র ধারণ করিয়া প্রকৃত চেতনাবান্ হইবেন। ব্রহ্ম সূত্র ধারণ করিলে অশুচি ও উচ্ছিষ্টতা দোষ পরিহার হয়। জ্ঞান-যজ্ঞোপবীতধারী ব্রহ্মসূত্র ধারণ করিলেই তাঁহাকে সূত্রক্ত যজ্ঞোপবীতি বলা যায়॥ ৯

জ্ঞান শিখিনো জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞান যজ্ঞোপবীতিনঃ।
জ্ঞানমেব পরং তেষাং পবিত্রং জ্ঞানমুচ্যতে॥ ১০

(জ্ঞানমেব শিখা যেষাং তে জ্ঞান শিখিনঃ জ্ঞাননিষ্ঠা (স্থিতিঃ) যেষাং তে) জ্ঞাননিষ্ঠা (জ্ঞানমিব যজ্ঞোপবীতং যেষাং তে) জ্ঞান যজ্ঞোপবীতিনঃ যেষাং জ্ঞানং পরমং (শ্রেষ্ঠং) পবিত্রং জ্ঞানম্ উচ্যতে॥ ১০

বঙ্গার্থ - জ্ঞানরূপ শিখাধারণ, জ্ঞাননিষ্ঠা সম্পন্ন ও জ্ঞানস্বরূপ যজ্ঞোপবীতধারী হইলে পরম পবিত্র উত্তম জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। ১০

অগ্নেরিব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা।
স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বান্নেতরে কেশধারিণঃ॥ ১১

অগ্নেঃ শিখা ইব ন অন্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা [অস্তি]। সঃ বিদ্বান শিখী ইতি উচ্যতে ইতরে (অন্য জনাঃ) কেশধারিণঃ [উচ্যন্তে]॥

বঙ্গার্থ—যাহার জ্ঞান স্বরূপ শিখা বর্ত্তমান আছে তাঁহার শিখা অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া থাকে। যে বিদ্বান বা তত্ত্বদর্শীব্যক্তি জ্ঞানশিখাধারী তিনিই শিখি বলিয়া কথিত; অন্যেরা অর্থাৎ জ্ঞানবান না হইয়া যাহারা কেবল বাহ্যশিখা ধারণ করিয়া থাকেন, তাহারা কেশগুচ্ছ মাত্র ধারণ করেন॥ ১১

কর্ম্মণ্যধিকৃতা যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তৈঃ সন্ধার্য্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াঙ্গংতদ্ধি বৈ স্মৃতম্॥ ১২

যে ব্রাহ্মণাদয় (দ্বিজাতি ত্রয়ঃ) কর্ম্মণি অধিকৃতাঃ সরাগাঃ তৈরেব বহিঃ-সূত্রং সংসম্যক ধার্য্যং ন নিবৃত্তৈঃতি যস্মাৎ কর্ম্মাঙ্গং স্মৃতম্। অঙ্গিনিবৃত্তৌ অঙ্গস্যাপ্রয়োজনত্বাৎ॥ ১২

বঙ্গার্থ---দ্বিজাতিত্রয় (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) যাহারা বৈদিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের পক্ষে বহিঃসূত্র (যজ্ঞোপবীত) ধারণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতুক ইহা ক্রিয়ার অঙ্গ॥ ১২

শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতঞ্চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥ ১৩

নিবৃত্তস্য শিখা সূত্রাদিত্যাগে প্রত্যবায়াভাবং বক্তুং তয়োরূপকং আহ শিখেতি। ব্রহ্মবিদঃ বেদবিদঃ॥ ১৩

বঙ্গার্থ—বেদবিৎ বিদ্বানগণ বলেন, যাহার জ্ঞানময়ী শিখা ও জ্ঞানময় সূত্র আছে, তিনিই সকল ব্রাহ্মণের আশ্রয়॥ ১৩

ইদং যজ্ঞোপবীতং তু পরমং যৎ পরায়ণম্।
স বিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ স যজ্ঞস্তং যজ্বানং বিদুঃ ১৪

বাহ্যোপবীতিভ্যো জ্ঞানোপবীতিনো বিশেষমাহ ইদং ইতি। ইদং জ্ঞানাখ্যং যজ্ঞোপবীতম্। যজ্ঞঃ বিষ্ণু আত্মা তস্য উপবীতং বেষ্টকং

তদাকারমিতি যাবৎ। তৎ পবিত্রং বাহ্যাপেক্ষয়া। তচ্চ সৎপরায়ণম্ যস্য পরং অয়নং স বিদ্বান স যজ্ঞঃ স বিষ্ণোঃ। কিঞ্চ বিরক্তস্য যজ্ঞাদি ত্যাগে প্রত্যবায় অস্তি॥ ১৪

বঙ্গার্থ—পরম জ্ঞানযজ্ঞসূত্রই যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিই যথার্থ যজ্ঞোপবীতধারী। তিনি বিষ্ণুজ্ঞ ও বিষ্ণুতুল্য॥ ১৪

একোদেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবল নির্গুণশ্চ॥ ১৫

একস্য সতো নানাভূতেষু স্থিতিরলৌকিকোধর্ম্মঃ। নচ সত্ত্বাদৌ দৃষ্টান্তালৌকিক ইতি বাচ্যম্। তৎস্বরূপাতিরিক্তস্য সত্ত্বাদেরনভ্যুপগমাৎ। সর্ব্বব্যাপী। একস্য সতঃ সর্ব্বাঙ্গেন সর্ব্বব্যাপ্তিরত্যদ্ভুতম। সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একস্য সর্ব্বান্তরত্বে দৃষ্টান্তো নাস্তি। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ কর্ম্মফলদাতাঃ সর্ব্বভূতাদিবাসঃ অধিকোবাসঃ সর্ব্ববস্ত্বাশ্রয়ত্বাব্যভিচারাৎ। যদ্বা সর্ব্বভূতানি অধিবসতি। সাক্ষী সক্ষাদীক্ষতে ন ত্বিন্দ্রিয়াদিব্যবধানেন। চেতা ইতি। চিতিরস্ত্যভাবিতেত্যর্থঃ। চেতয়িতেত্যর্থঃ অথবা পৃথিব্যাদি সঞ্চয়কর্ত্তা॥ কেবলঃ সজাতীয় বিজাতীয় ভেদশূন্যঃ। নির্গুণঃ অদ্বিতীয়ত্বাৎ॥ ১৫

বঙ্গার্থ সেই দেব এক হইয়া সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে আত্মা স্বরূপ। তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ বা কর্ম্মফলদাতা, সর্ব্বভূতের অবলম্বন, তিনিই সর্ব্ব কর্ম্মের সাক্ষী বা দ্রষ্টা, চৈতন্যস্বরূপ ভেদাভেদ শূন্য অদ্বিতীয় বা নির্গুণ সত্ত্বরজতম গুণের অতীত॥ ১৫

একো মনীষী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং সন্তং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মানাং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃশাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ১৬

একো মনীষী। অসাধারণঃ পণ্ডিতঃ। অনেন জ্ঞান শক্তিরুক্তা। নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং মধ্যে একঃ [ক্রিয়াবান্]। নির্দ্ধারণস্য স্বজাতীয়াপেক্ষত্বাৎ। অনেন ক্রিয়াশক্তিরুক্তা। একং আত্মানং সন্তং যো বহুধা করোতি মায়িত্বাৎ। আত্মস্থম্ (বুদ্ধিস্থম্)। ধীরা ধীমন্তঃ। শাশ্বতী শান্তিঃ (মোক্ষঃ)। ন ইতরেষাম্ উক্ত সাধন রহিতানাম্॥ ১৬

বঙ্গার্থ—যিনি অসামান্য জ্ঞান শক্তিমান্ নিষ্ক্রিয় বহু পদার্থ মধ্যে যিনি একমাত্র ক্রিয়াবান্, যিনি আমাকে আশ্রয় করিয়া এক আত্মাকেই নানাবিধরূপে প্রকাশিত করেন, এইরূপ বুদ্ধিস্থ আত্মাকে যে সকল আত্মজ্ঞানীরা দর্শন বা অনুভূতি করিতে পারেন; তাঁহারই অক্ষয় অনন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন, অন্যের তাহা পাইবার সাধ্য নাই॥ ১৬

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥ ১৭

আত্মানং (বুদ্ধিম্) অরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চ উত্তরারণিং। নিগূঢ়বৎ (লূকানিক্ষিপ্তেন তুল্যং স্থিতম্)। অভ্যাসাৎ দেবং (ব্রহ্মরূপং) পশ্যেৎ (সাক্ষাৎ কুর্য্যাৎ)॥ ১৭

বঙ্গার্থ—আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধিকে (অরণি যজ্ঞার্থে অগ্ন্যুৎপাদনকারী কাষ্ঠ বিশেষ) এবং প্রণব বা ওঙ্কার মন্ত্রকে উত্তরারণি করিয়া, ধ্যান স্বরূপ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অবিচ্ছেদে ব্রহ্মনাম চিন্তনরূপ মন্থন কার্য্যাভ্যাস করিলেই আত্ম দেবতা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনার্থে অগ্নি উৎপাদনার্থে যে দুইখানি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করা হয়,

তাহার নিম্নস্থ কাষ্ঠের নাম অরণি এবং উপরের কাষ্ঠের নাম উত্তরারণি ॥ ১৭

মন্তব্য—মুণ্ডকোপনিষদে প্রণব লক্ষ্য করিয়া এবম্প্রকার একটি মন্ত্র কথিত হইয়াছে যথা—

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥

তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরনিষুচাগ্নিঃ।
একমাত্মাত্মনি জায়তেঽসৌ সত্যেন তপসাযোঽনুপশ্যতি ॥ ১৮

আত্মা ঈশঃ। আত্মনি বুদ্ধৌ। সত্যেন বাঙ্‌নিয়মেন। তপসা শরীর নিয়মেন। অনুপশ্যন্তি তেন গৃহ্যতে ॥ ১৮

বঙ্গার্থ—তিলের মধ্যে যেমন তৈল, দধি মধ্যে যেমত ঘৃত বা মাখন নদীর স্রোত মধ্যে যেমন জল, অরণি কাষ্ঠ মধ্যে যেমন অগ্নি গূঢ় ভাবে থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মা বুদ্ধিকে আশ্রয় করতঃ অন্তরে বাস করেন। যাঁহারা সত্যব্রত (বাঙ্‌নিয়মাদি দ্বারা মৌন ও তপস্যা (শারীরিক নিয়মাদি) প্রতিপালন করেন, তাঁহারাই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ॥ ১৮

উর্ণনাভির্যথা তন্তূন্ সৃজতে সংহরত্যপি।
জাগ্রৎ স্বপ্নে তথা জীবো গচ্ছত্যাগচ্ছতে পুনঃ ॥ ১৯

জাগ্রত জীবঃ। তথা স্বপ্নে স্বপ্নদশাং গচ্ছতি। পুনঃ স্বপ্নাদাগচ্ছতে জাগ্রদ্দশাং গচ্ছতি ॥ ১৯

বঙ্গার্থ—উর্ণনাভ (মাকড়) যেমন স্বয়ং তন্তুজাল উৎপন্ন করতঃ পুনঃ আপন শরীর মধ্যেই তাহা সংহার করে, তদ্রূপ জীব সকল

জাগ্রতাবস্থায় স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদি সংপ্রসারণ পূর্ব্বক স্বপ্নাবস্থায় পুনরায় আপনাতেই সংহার করে॥ ১৯

নেত্রস্থং জাগরিতং বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নং বিনির্দ্দিশেৎ।
সুষুপ্তং হৃদয়স্থন্তু তূরীয়ং মূর্দ্ধি সংস্থিতম্॥ ২০

অবস্থা বিশেষে পুংসঃ স্থানভেদমাহ নেত্রস্থমিতি।
স্বপ্নং সপ্নবন্তম্।
হৃদয়স্থং সুষুপ্তং মুর্দ্ধি মস্তকে তূরীয়মিতি॥ ২০

বঙ্গার্থ—শরীরের অবস্থা ভেদে পুরুষের অবস্থান কথিত হইতেছে—যখন নেত্রে আত্মা অবস্থিত থাকেন, তখন তাঁহাকে জাগ্রতাবস্থাপন্ন, কণ্ঠ মধ্যে অবস্থান সময় স্বপ্নাবস্থাপন্ন, হৃদয়ে অধিষ্ঠান সময়ে সুষুপ্তাবস্থাপন্ন এবং মস্তকে অধিষ্ঠান কালে তাঁহাকে তূরীয়াবস্থাপন্ন বলিয়া থাকে॥ ২০

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দমেতজ্জীবস্য যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ॥ ২১

আনন্দং আনন্দঃ। এতৎ এষঃ। যং পরমানন্দং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে। যমিত্যস্য বিশেষণদ্বয়ং সর্ব্বেতি॥

বঙ্গার্থ—যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সেই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে সুধীব্যক্তিগণ অনায়াসেই সংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন॥ ২১

তাৎপর্য্য হৃদিস্থ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই সদানিশ্চিন্ত ও অব্যাহত শান্তি লাভ হয়, যাহাই মুক্তি বলিয়া কথিত॥ ২১

সর্ব্বব্যাপিন মাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পদম্।
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পদমিতি॥ ১২

ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ॥
ইতি ব্রহ্মোপনিষৎ সমাপ্তা॥

"সর্ব্বব্যাপিনং আত্মানং ক্ষীরে দুগ্ধে সর্পিরেব ঘৃতরেব অর্পিতম্ ব্যাপ্তম্। (ইদানীং এতৎ গ্রন্থস্য নাম নিরুক্তি আত্মেতি ব্রহ্ম আত্মা তস্য উপনিষৎ বিদ্যা সৈব তপঃ তস্য জ্ঞানময়ং তপ ইতি শ্রুতেঃ)। তস্য মূলং পরং কারণং অয়ং গ্রন্থ ইত্যুপচারাৎ গ্রন্থোঽপি ব্রহ্মোপনিষদিত্যর্থঃ। তৎ তস্মাৎ। নিরুক্ত্যন্তরমাহ সর্ব্বং সর্ব্বে ইতি।

সর্ব্বং ব্রহ্মেত্যুপনিষৎ রহস্য জ্ঞানং যস্যাঃ সা ব্রহ্মোপনিষিদিত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তি সমাপ্ত্যর্থা। ইতিশব্দশ্চ তদ্দ্যোতকঃ" ॥ ২২

বঙ্গার্থ—পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী. দুগ্ধে যেমন ঘৃত বিদ্যমান থাকে সেই প্রকার আত্মা সমস্ত বিশ্বে ব্যাপৃত থাকিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই গ্রন্থের ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ সকল মূলতত্ত্ব বিধায় ইহার নাম ব্রহ্মোপনিষৎ। অথবা উপনিষদ বিদ্যা প্রভাবে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহান্ তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয় বলিয়া এই গ্রন্থের নাম ব্রহ্মোপনিষদ হইয়াছে।

ব্রহ্মোপনিষৎ সমাপ্ত।

ওঁ

নাদবিন্দূপনিষৎ।

ওঁ বাঙ্‌ মে মনসীতি শান্তিঃ।

নাদবিন্দূপনিষদে অ+উ+ম, বিন্দু ও নাদ পঞ্চাক্ষরাত্মক প্রণবকে হংস সংজ্ঞক পক্ষী কল্পনা করিয়া অকার উহার দক্ষিণ পক্ষ, উকার বাম পক্ষ, মকার পুচ্ছ, ও অর্দ্ধমাত্রা নাদবিন্দু শিরঃরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অর্দ্ধমাত্রা নাদবিন্দুর নামে উপনিষদের নামকরণ হইয়াছে, আমরা যে কয়েকখণ্ড গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে কোন গ্রন্থে ইহাকে ঋগ্বেদীয়. কোন গ্রন্থে অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে। মন্ত্র সংখ্যা সাধারণতঃ উনবিংশতি কোন গ্রন্থে অধিকও পরিদৃষ্ট হয়। ইহার নারায়ণকৃতদীপিকা আছে, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গার্থ প্রদান করিলাম। ইহা পদ্যে রচিত॥

ইহার প্রারম্ভে "ওঁ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তুত্তরঃ স্মৃতঃ" মন্ত্র এবং তেনৈব ব্রহ্ম ভাবেন পরমানন্দমশ্নুতে শেষমন্ত্রে সমাপ্তি হইয়াছে।

কল্পিত প্রণবরূপী হংসের চরণ, দেহ, চক্ষুদ্বয়, জানু, কটি, নাভি প্রভৃতিতে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণ, ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক অবস্থিত; প্রণব দ্বাদশ মাত্রা সম্পন্ন বর্ণিত হইয়াছে। যোগীগণ হংসরূপী প্রণবালম্বনে সদা চিন্তা করিতেন; এবং এইরূপ বিভিন্ন মাত্রার চিন্তার সময়ে প্রাণত্যাগ করিলে মাত্রানুসারে নানাবিধ ফলশ্রুতির বিষয় কথিত হইয়াছে। মূল কথা প্রণবই মুক্তির সোপান, অনবরত একমনে প্রণব ধ্যান করাই সুধীগণের কর্ত্তব্য॥

নাদবিন্দুপনিষৎ।

ওঁ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধমাত্রা শিরস্তথা॥ ১

নাদবিন্দূপনিষদো দীপিকা।

প্রণবঃ পঞ্চধাকারোকারমৈর্ব্বিন্দুনাদযুক্।
অন্ত্যো নাদস্ততো বর্ণস্ত্রিখণ্ডে নাদবিন্দূনি॥

তত্রাদ্যমাত্রত্রয়ং সার্দ্ধমাত্র হংসাভিধান পক্ষিরূপকেন তাবদ্বিবিনক্তি ওঁঅকার ইতি। পক্ষঃ পতত্রং যেন পক্ষীত্যুচ্যতে পুচ্ছং অন্তত্বাৎ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। শিরঃ উত্তমাঙ্গম্ উর্দ্ধলোকফলত্বাৎ॥ ১

বঙ্গার্থ—ওঁকারকে হংসাখ্য পক্ষী কল্পনা করতঃ প্রণবের অকার দক্ষিণ পক্ষ, উকার বাম পক্ষ, মকার পুচ্ছ এবং অর্দ্ধমাত্রা নাদবিন্দু উত্তমাঙ্গ বা মস্তক স্বরূপ॥ ১

পাদৌ রজস্তমস্তস্য শরীরং সত্ত্বমুচ্যতে।
ধর্ম্মশ্চ দক্ষিণং চক্ষুরধর্ম্মশ্চোত্তরং স্মৃতম্॥২

নারায়ণ দীপিকা।

রজস্তমঃ পাদৌ অধস্ত সামান্যাৎ। সত্ত্বং শরীরং সর্ব্বাধারত্বাৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চক্ষুষী গতি হেতুত্বাৎ॥ ২

বঙ্গার্থ—কল্পিত সেই হংসের রজ ও তমোগুণ পাদ, সত্ত্বগুণ দেহ, ধর্ম্ম দক্ষিণ চক্ষু, অধর্ম্ম বাম চক্ষু॥

ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্য ভুবোলোকস্তুজানুনোঃ।
স্বর্লোকঃ কটিদেশ তু নাভিদেশে মহর্জগৎ ॥ ৩

সপ্ত লোকান্ হংস শরীরে বিভজ্য দর্শয়ন্তি ভূর্লোক ইত্যাদিনা ঔত্তরাধার্য্য সাম্যাৎ ভূরাদীনা পাদাদ্যাশ্রয়ত্বম্। ভুবর্লোক ইতি। ভুবশ্চ মহাব্যাহৃতেরিতি সকারাস্য উত্বরেফয়োর্ব্বিধানাৎ উত্বপক্ষে উত্বে গুণে চ রূপম্। মহর্জ্জগৎ মহর্লোকঃ ॥ ৩

বঙ্গার্থ—হংসদেহে সপ্তলোক প্রদর্শিত হইতেছে ভূলোক হংসের চরণদ্বয়, ভুবর্লোক উহার জানুদ্বয়, স্বর্গলোক উহার কটিদেশ এবং মহর্লোক উহার নাভি স্বরূপ ॥ ৩

জনলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ললাট মধ্যে তু সত্য লোকাব্যবস্থিতঃ ॥ ৪

ভ্রুবোর্ললাট মধ্যে চ সত্য লোকঃ তু চার্থে। ৪

বঙ্গার্থ কল্পিত হংসরূপী প্রণবের হৃৎপ্রদেশে জনলোক, কণ্ঠে তপোলোক, এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ললাটদেশে সত্যলোক অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৪

সহস্রার্ণমতীবাত্র মন্ত্র এষ প্রদর্শিতঃ।
এবমেতাং সমারূঢ়ো হংস যোগ বিচক্ষণঃ।
ন ভিধ্যতে কর্ম্মচাবৈ পাপকোটিশতৈরপি ॥ ৫

এষ—ওঁকাররূপ প্রদর্শিতঃ মন্ত্র সহস্রার্ণম্ সহস্র (সংখ্যক মন্ত্রম্) অতি (অতিক্রম্য,) ইব স্বর্গাদিফলদানায় সমর্থঃ ইতি ভাবঃ। হংসযোগ বিচক্ষণঃ (প্রণব রূপ হংস বিষয়কঃ যঃ যোগঃ তস্মিন) বিচক্ষণঃ পটু এবম

পূর্ব্বরূপেণ এনম্ ওঁকার মন্ত্রং সমারূঢ়স্তচ্চিনাং পাপ কোটিশতৈ শত-কোটিপাপৈঃ অপি কর্ম্মচারৈঃ তদারূঢ় উপাসকোঽপি ন ভিদ্যতে ন প্রাপ্নুতি ইতি ভাবঃ ॥ ৫

বঙ্গার্থ—ওঁকার মন্ত্রটি সহস্র সংখ্যক অন্য মন্ত্র জপের ফলকে অতিক্রম করতঃ বিশেষ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ওঁকারকে হংসরূপে কল্পনা করিয়া যোগে যিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন তিনি পূর্ব্বকথিত রূপে ওঁকার ধ্যান করতঃ স্বর্গাদি লোকে গমন করিয়া থাকেন। হংস-যোগকারী উপাসকের পাপ শতকোটি সঞ্চিত থাকিলেও তদনুষ্ঠানজনিত পাতকে লিপ্ত হইতে হয় না ॥ ৪

আগ্নেয়ী প্রথমা মাত্রা বায়ব্যৈষা বশানুগা।
ভানু মণ্ডল সঙ্কাশা ভবেন্মাত্রা তথোত্তরা।
পরমাচার্দ্ধমাত্রাচ বারুণীং তাং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৬

ওঁকারস্য হংসরূপেণোপাসনাং ফলোক্তোক্তা চতসৃণাং মাত্রাণাং দেবতামাহ আগ্নেয়ীতি। এষা মধ্যবৃত্তিত্বাদুভয়োঃ বশানুগাবশবর্ত্তিনী। উত্তরা মকারাখ্যা ভানুমণ্ডলসঙ্কাশা অর্থা ভানু দেবত্যা। অর্দ্ধমাত্রা বুধাঃ জ্ঞানিনঃ তাম্ অর্দ্ধমাত্রাম্ বারুণীং চ বরুণ দেবতাকাং জলাধি-পতীং বিদুঃ ॥ ৬

বঙ্গার্থ—হংসরূপী প্রণবের চারিটি মাত্রার কথা বলা হইতেছে। প্রথম মাত্রা অগ্নি অকারের দেবতা, দ্বিতীয় মাত্রা উকারের দেবতা বায়ু, এই দ্বিতীয় মাত্রা মধ্যস্থিতা হেতু প্রথম ও তৃতীয় মাত্রার বশকারিণী, তৃতীয় মাত্রা মকারের দেবতা সূর্য্য ইহা সূর্য্যমণ্ডলবৎ দীপ্তিমতী, জ্ঞানীগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধমাত্রার দেবতা বরুণকে জানেন ॥ ৬

কালত্রয়েঽপি যস্যেমা মাত্রা নূনং প্রতিষ্ঠিতা।
এষ ওঁকার আখ্যাতো ধারণাভির্নিবোধতঃ ॥ ৭
ঘোষিনী প্রথমা মাত্রা বিদ্যুন্মালা তথা পরা।
পতঙ্গীচ তৃতীয়াসাচ্চতুর্থী বায়ুবেগিনী ॥ ৮
পঞ্চমী নামধেয়াচ ষষ্ঠী চৈন্দ্রী বিধীয়তে।
সপ্তমী বৈষ্ণবী নাম শাঙ্করী চ তথাষ্টমী ॥ ৯
নবমী মহতী নাম ধ্রুবেতি দশমী মতা।
একাদশী ভবেন্মৌনী ব্রাহ্মীতি দ্বাদশী মতা ॥ ১০

ইদানীং চতুস্থণামুদাত্তাদিভেদেন লক্ষণং প্রত্যেকং তিস্রস্তিস্রো মাত্রা দর্শয়িতুমাহ কালত্রয়েঽপি প্রতিষ্ঠাতা নির্দ্ধারিতা। [এষা মাত্রা চতুষ্টয় শরীর ওঁকার আখ্যাত] দ্বাদশানাং কালানাং মধ্যে স্থানতো নামতশ্চিন্তারূপাং ধারণাং দর্শয়তি ধারণাভিরিতি। ৭। ঘোষঃ প্রজ্ঞা তৎফলাঘোষিনী প্রথমা মাত্রা, বিদ্যুন্মালী যক্ষরাজঃ তল্লোকপ্রদাবিদ্যুন্মালা তথা অপরা মাত্রা, তৃতীয়াচ পতঙ্গী পক্ষিণী চতুর্থী চ আকাশগতিপ্রদত্বাৎ বায়ুবেগিনী শীঘ্রগতিপ্রদা ॥ ৮। পঞ্চমীচ নামধেয়া পিতৃলোকপ্রদত্বাৎ। পিতরোহি নামভিরিজ্যন্তে, "যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তং নয়েৎ ব্রহ্মশাশ্বতম্ ইত্যুক্তেঃ॥ ষষ্ঠী চ ঐন্দ্রী ইন্দ্রসাযজ্যপ্রদত্বাৎ, সপ্তমী চ বৈষ্ণবী বিষ্ণুলোকপ্রদত্বাৎ, তথা অষ্টমী শাঙ্করী শিবলোকপ্রদত্বাৎ ॥ ৯। নবমী মহতী মহর্লোকপ্রদত্বাৎ, দশমীচ ধ্রুবা ধ্রুবলোক প্রদত্বাৎ, একাদশী মৌনী মুনীনাং লোকং তপোলোকং প্রদদাতি তেন, দ্বাদশী ব্রাহ্মী ব্রহ্মলোকং গময়তি তেন, ততঃ পরন্তু ফলং নাদান্তেন লভ্যতে ॥ ১০

বঙ্গার্থ—উপরোক্ত মাত্রা চতুষ্টয়ের উদাত্তাদি ভেদে প্রত্যেক মাত্রারই তিনটি তিনটি মাত্রা থাকায় প্রণব দ্বাদশ মাত্রা বিশিষ্ট। এই

দ্বাদশ মাত্রা সম্পন্ন ওঁকারের নাম ও স্থান ধারণার জন্য অবগত হওয়া আবশ্যক। প্রথম মাত্রার নাম ঘোষিনী উহা আজ্ঞাদাত্রী। দ্বিতীয় মাত্রার নাম বিদ্যুন্মালা উহা যক্ষলোকপ্রদায়িনী। তৃতীয় মাত্রার নাম পতঙ্গী উহা আকাশগতি প্রদায়িনী। চতুর্থ মাত্রার নাম বায়ুবেগিনী উহা বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগতি প্রদায়িনী। পঞ্চমী মাত্রার নাম ধেয়া উহা পিতৃলোক প্রদায়িনী। ষষ্ঠী মাত্রাকে ঐন্দ্রী কহে, উহা ইন্দ্রের সাযুজ্য লোক প্রদানকারিণী। সপ্তমী মাত্রার নাম বৈষ্ণবী উহা বিষ্ণুলোক প্রদায়িনী। অষ্টমী মাত্রার নাম শাঙ্করী যেহেতুক উহা শিবলোক প্রদায়িনী। নবমী মাত্রাকে মহতী কহে উহা মহর্লোক প্রদানকারিণী। দশমী মাত্রার নাম ধ্রুব। যেহেতুক উহা ধ্রুবলোক প্রদায়িনী॥ একাদশী মাত্রার নাম মৌনী উহা তপলোকবিধায়িনী। দ্বাদশী মাত্রা ব্রাহ্মী নামে অভিহিত কেননা উহা ব্রহ্মলোক প্রদায়িনী॥ ৭—১০

প্রথমায়াং তু মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে।
স রাজা ভারতেবর্ষে সার্ব্বভৌমঃ প্রজায়তে॥ ১১
দ্বিতিয়ায়াং সমুৎক্রান্তো ভবেদ্ যক্ষো মহাত্মবান্।
বিদ্যাধরস্তৃতীয়ায়াং গন্ধর্ব্বস্তু চতুর্থিকাম্॥ ১২
পঞ্চম্যামথ মাত্রায়াং যদিপ্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে।
উষিতঃ সহদেবত্বং সোমলোকে মহীয়তে॥ ১৩
ষষ্ঠ্যামিন্দ্রস্য সাযুজ্যং সপ্তম্যাং বৈষ্ণবং পদম্।
অষ্টম্যাং ব্রজতে রুদ্রং পশূনাঞ্চ পতিস্তথা॥ ১৪
নবম্যাঞ্চ মহর্লোকং দশম্যাঞ্চ ধ্রুবং ব্রজেৎ।
একাদশ্যাং তপোলোকং দ্বাদশ্যাং ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ ১৫

ইদানীং তত্তদ্ধারণাসু স্থির চিত্তস্য প্রাণবিয়োগে ফলমাহ। যদি তু প্রথম মাত্রায়া ধারণাভিরুপাসনাকালে প্রাণৈঃ বিযুজ্যতে ম্রিয়তে সঃ ভারতবর্ষে সার্ব্বভৌমঃ রাজা প্রজায়তে। ১১। দ্বিতীয়ায়াং মাত্রায়াং সমুৎক্রান্ত উর্দ্ধংগত সন্ মহাত্মাবান যক্ষঃ ভবেৎ। তৃতীয়ায়াং বিদ্যাধরঃ চতুর্থিকাম্ মাত্রাম প্রাপ্য সমুৎক্রান্তসন্ গন্ধর্ব্বঃ তু ভবেৎ॥ ১২॥ অথ যদি পঞ্চম্যাং মাত্রায়াং প্রাণৈঃ বিযুজ্যতে ম্রিয়তে বা তর্হি দেবত্বং প্রাপ্য সোমলোকে মহীয়তে গচ্ছতি॥ ১৩ ষষ্ঠ্যাং মাত্রাং ধারণ সময়ে চেৎ ম্রিয়তে তর্হি ইন্দ্রস্য সাযুজ্যম্ প্রাপ্নোতি। সপ্তম্যা মাত্রায়াং ধারণ সময়ে চেৎ ম্রিয়তে তর্হি বিষ্ণুত্বম্ ভবেৎ অষ্টম্যাং মাত্রায়াং ধারণ কালে যঃ ম্রিয়তে তর্হি পশুপতি দেবং পদং প্রাপ্নোতি॥ ১৪। নবম্যাং মাত্রায়াং চেৎ ম্রিয়তে তর্হি মহর্লোকম্ গচ্ছতি। দশম্যাং মাত্রায়াং চ ধ্রুবলোকং প্রাপ্নোতি॥ ১৫। একাদশ্যাং মাত্রায়াং তপোলোকম্ তথা দ্বাদশ্যাং শাশ্বতম্ নিত্যম্ ব্রহ্মলোকম্ প্রাপ্নোতি॥ ১৬

বঙ্গার্থ—পূর্ব্বে কথিত দ্বাদশ মাত্রা ধ্যান কালে যদি সাধকের প্রাণত্যাগ হয় তবে কোন মাত্রার ধ্যানে কি ফল তাহাই অতঃপর বর্ণিত হইতেছে—প্রথম মাত্রার ধ্যান কালে মৃত্যু হইলে ভারতবর্ষে সেই যোগী সার্ব্বভৌম নরপতি হইবেক। দ্বিতীয় মাত্রা চিন্তার কালে প্রাণত্যাগ হইলে উর্দ্ধগতি হইয়া যক্ষত্ব সেইরূপ তৃতীয় মাত্রায় বিদ্যাধরত্ব ও চতুর্থ মাত্রায় উপাসনাকালে মরণ হইলে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ হয়। যিনি পঞ্চমী মাত্রার উপাসনাকালে দেহত্যাগ করেন তিনি দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়া সোমলোকে গমন করেন। ষষ্ঠ মাত্রার ধারণাকালে উপাসকের মৃত্যু হইলে ইন্দ্রের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন। সপ্তমী মাত্রা ধারণায় দেহ ত্যাগ হইলে বিষ্ণুত্ব এবং অষ্টমী মাত্রায় পশুপতি মহাদেবের স্বরূপত্ব লাভ করেন। যে সাধক নবমী মাত্রার ধ্যানকালে মৃত্যুপথে পয়ান

করেন তিনি মহর্লোক, সেই রূপে দশম মাত্রায় ধ্রুব লোক ও একাদশ মাত্রায় তপলোক এবং দ্বাদশী মাত্রায় ধ্যান কালে দেহত্যাগ করিলে নিত্যধাম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন॥ ১১—১৬

ততঃ পরতরং শুদ্ধং ব্যাপকং নিষ্কলং শিবম্।
সদোদিতং পরং ব্রহ্ম জ্যোতিষামুদয়ো যতঃ॥ ১৭

পঞ্চমাক্ষরস্য নাদাস্তস্য বিন্দুনামকস্য ফলমাহ তত ইতি। ততঃ পরতরং পরং ব্রহ্ম ইত্যন্বয়ঃ। পরতরং পরং নিষ্কলং কলাদ্বাদশমাত্রাঃ তদ্বিষয়াতিগং নিষ্কলং ব্যাপকং ব্যাপনশীলং শুদ্ধম্ নিষ্পাপং শিবম্ মঙ্গলম্ যতো জ্যোতিষাং মন আদীনাং চক্ষুরাদীনাম্ সূর্য্যাদীনাং চ উদয়ঃ আবির্ভাবঃ সদা উদিতম্ ভাসমানম্ [তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ইতি শ্রুতেঃ]

বঙ্গার্থ—পঞ্চমাক্ষরত্মক নাদউপাসনার ফলশ্রুতি, প্রণবের পঞ্চম বর্ণ বিন্দুতে ধারণা সময় যাহার দেহত্যাগ হয়, তিনি পরম শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ মাত্রার অতীত শুদ্ধ সর্ব্বব্যাপী, নিত্য প্রকাশমান, মঙ্গলময় পরাৎপর পর ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন এবং ইহার জ্যোতি দ্বারাই সাধকের অন্তঃকরণ জ্যোতিষ্মান বা প্রকাশমান হয়॥ ১৭

অতীন্দ্রিয়ং গুণাতীতং মনোলীনং যদা ভবেৎ।
অনৌপম্যমভাবং চ যোগযুক্তং তদাদিশেৎ॥ ১৮

যদা অতীন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়াগোচরম্ গুণাতীতং গুণত্রয়রহিতং সত্ত্বগুণাশ্রিতং মনোলীন ভবেৎ তদা অনৌপমম্ অতুলনীয়ম্ অভাবং যোগযুক্তং প্রাপ্তযোগমিতি আদিশেৎ কথয়েদিত্যর্থঃ। ১৮

বঙ্গার্থ—ব্রহ্ম গুণত্রয়াতীত, ইন্দ্রিয়াদির অতীত, নিরূপম, ভাবনা বিরহিত, (সাধকের মন যখন সত্ত্বগুণাশ্রয় করে, তখন সমস্ত বিষয়

চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদন হয়। ব্রহ্মে মন লীন হইলেই সাধক যোগযুক্ত হয়েন॥ ১৮

তদ্ভক্তস্তৎসমাসক্তঃ শনৈর্মুঞ্চেৎ কলেবরম্।
সুস্থিতো যোগচারেণ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৯

তস্মিন্ ভক্তির্যস্য স তদ্ভক্তঃ। তস্মিন্ মনোযস্য তন্মনা অসক্তাঃ বিষয়েষু অথবা তন্মনাঃ সক্ত ইতি পঠনীয়ম্; সক্তঃ আসক্তস্তত্রৈব। যোগচারেণ যোগমার্গেন সুস্থিতঃ সুস্থোভূতঃ সন্ সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিত ভবতি॥ ১৯

বঙ্গার্থ—ব্রহ্মে ভক্তিপরায়ণ ও চিত্তসমাধান পূর্ব্বক বিষয়াশক্তি ও সঙ্গবর্জ্জন করতঃ যোগ সাধন দ্বারা দেহত্যাগ করাই সাধকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম॥ ১৯

ততো বিলীন পাশোঽসৌ বিমলঃ কেবলং প্রভুঃ।
তেনৈব ব্রহ্মভাবেন পরমানন্দমশ্নুতে পরমানন্দমশ্নুতে॥ ২০

ততঃ বিলীন বিনষ্টাঃ পাশাঃ কর্ম্মাণি, বিমল অবিদ্যাদিমলানি কেবলঃ শুদ্ধ প্রভুঃ জীবভাবরহিতঃ অসৌ যোগী সাধকবা, তেন পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ ব্রহ্মভাবেন পরম আনন্দম্ অশ্নুতে। দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থা। অত্র প্রণবসৎ নাদবিন্দোর্নিরূপণাদকারাদিবর্ণত্রয়ে সত্যপি প্রধান্যান্নাদবিন্দূপনিষৎ সংজ্ঞা॥ ২০

বঙ্গার্থ—যে সাধক সমস্ত কর্ম্মবন্ধন দুর করিয়া অবিদ্যাকে পরিহার করিতে সমর্থ, তিনি জীবভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপী শুদ্ধ ব্রহ্মভাবে পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। গ্রন্থ সমাপ্ত অনুসূচনায় পরমানন্দমশ্নুতে পদ দ্বিরুক্তিবাচক।

নাদবিন্দূপনিষৎ সমাপ্ত॥

হংসোপনিষৎ।

হংসোপনিষদে বিংশতি মন্ত্র আমরা বোম্বাই মুদ্রিত গ্রন্থ অবলম্বনে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার প্রথমে "ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ" মন্ত্র এবং অন্তে ওঁ বেদ প্রবচনমিতি" আছে। ইহার মন্ত্র সংখ্যা বিংশতি। এই উপনিষৎ তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব সময় লিখিত, কেননা ইহা শিব পার্ব্বতি সংবাদ। ইহার প্রধান তত্ত্ব এই যে মনুষ্য দিবারাত্রি মধ্যে একুশ হাজার ছয়শত ছয় বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ ও গ্রহণ করিয়া থাকে। সরোবরে যেমন হংস বিচরণ করে, মানবগণও তদ্রূপ সংসার সাগরে বিচরণ করিয়া থাকে বিধায় জীবাত্মাকে হংস নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। হংসঃ শব্দের বর্ণ বিপর্যায় করিলে সোঽহম্ হয় এবং উকার সকার ও হকার বাদ দিলে, ওঁকার পরমাত্মার প্রতীক শুদ্ধ ব্রহ্মের বাচক প্রণব হয়। যাহাই মানবের উপাস্য প্রধান জপমন্ত্র এই হংস শব্দটিকে অজপা মন্ত্র বলিয়া উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, মানব বুদ্ধির অজ্ঞাতসারে এই হংস মন্ত্র পূর্ব্বোক্ত সংখ্যা প্রতিদিন জপ হইতেছে। এই হংসের স্বরূপ কল্পনা মূলক বর্ণন করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্ন জ্ঞানে হৃদপদ্মে ধ্যানের উপদেশ এবং অষ্টদল হৃদপদ্মের কর্ণিকার কোন স্থানে পরমাত্মার অধিষ্ঠান হইলে কি ফল ও শরীরের কি ভাব হয় তাহাই বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল কথা প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে পরমগুরু ব্রহ্মনাম ওঁকার জপ করা এবং সোঽহম্ ভাব মনে আনয়ন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব সমাজে ইহার একটি কথা আছে "হরদমে গুরুর নাম নিবা, দমে দমে লইবা নাম, কামাই নাহি দিবা" অর্থাৎ অনবরত শ্বাস প্রশ্বাস সঙ্গে পরম গুরুর নাম জপ করিলে, মুক্তিলাভ হয়। ইতি

ওঁ

হংসোপনিষৎ।

হংসাখ্যোপনিষৎ প্রোক্তনাদালির্যত্র বিশ্রমেৎ।
তদাধারং নিরাধারং ব্রহ্মমাত্রমহং মহঃ॥

ওঁ পূর্ণমদ ইতি শান্তিঃ।

গৌতম উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
ব্রহ্মবিদ্যা প্রবোধোহি কেনোপায়েন জায়তে॥ ১

ব্যাখ্যা—গৌতমঃ উবাচ (কথয়ামাস) ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ। কেন উপায়েন ব্রহ্মবিদ্যা প্রবোধঃ (আবির্ভাবঃ) হি জায়তে (উৎপদ্যতে)॥১

বঙ্গার্থ—গৌতম ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভগবন্! (সনৎকুমার) আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কি উপায়ে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আমাকে নিশ্চয় বলুন॥১

সনৎকুমার উবাচ।

বিচার্য্য সর্ব্ববেদেষু মতং জ্ঞাত্বা পিনাকিনঃ।
পার্ব্বত্যা কথিতং তত্ত্বং শৃণু গৌতম তন্মম॥ ২

ব্যাখ্যা—সনৎকুমার উবাচ। সর্ব্ববেদেষু বিচার্য্য পিনাকিনং (মহাদেবস্য) মতম্ জ্ঞাত্বা পার্ব্বত্যা কথিতং তৎ তত্ত্বং মম (মৎসকাসাৎ) শৃণু॥ ২

বঙ্গার্থ—ঋষি সনৎকুমার বলিলেন সমস্ত অর্থাৎ চারিবেদ আলোচনা পূর্ব্বক মহাদেবের মতানুসারে পার্ব্বতী দেবী কথিত তত্ত্ব আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ২

অনাখ্যেয়মিদং গুহ্যং যোগিনাঃ কোশসন্নিভম্।
হংসস্য গতিবিস্তারং ভুক্তিমুক্তি ফল প্রদম্॥ ৩

ব্যাখ্যা ইদম্ ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদম্ (ভোগ মুক্তিফলপ্রদকং) হংসস্য (হংসাখ্যা জীবস্য) গতিবিস্তারং (গতিপ্রপঞ্চং) যোগিনাং কোশসন্নিভং (কোশঃ তুল্যং) গুহ্যং (অতীবগোপনীয়ং অনাখ্যেয়ং (অকথনীয়ম্) [তত্ত্বং]॥ ৩

বঙ্গার্থ – জীবের ভক্তিমুক্তি প্রদানকারী এই গতি প্রপঞ্চতত্ত্ব সকল যোগীগণের কোশের ন্যায় অতি গোপনীয় বিধায় ইহা অপ্রকাশ্য বটে॥ ৩

অথ হংস পরমহংস নির্ণয়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
ব্রহ্মচারিণে শান্তায় দান্তায় গুরুভক্তায়।
হংসহংসেতি সদা ধ্যায়ন্ সর্ব্বেষু দেহেষু ব্যাপ্যবর্ত্ততে।
যথাহ্যগ্নিঃ কাষ্ঠেষু তিলেষু তৈলমিব তং বিদিত্বা মৃত্যুমত্যেতি।
গুদমবষ্টভ্যাধারাদ্বায়ুমুত্থাপ্য স্বাধিষ্ঠানাং ত্রিঃ প্রদক্ষিণী
কৃতং মনিপূরকং চ গত্বা অনাহতমতিক্রম্য বিশুদ্ধৌ
প্রাণান্নিরুধ্যাজ্ঞামনুধ্যায়ন্ ব্রহ্মরন্ধ্রং ধ্যায়ন্ ত্রিমাত্রোহহমিত্যেবং
সর্ব্বদা ধ্যায়ন্॥ ৪

ব্যাখ্যা – অথ (অনন্তরম্) হংস পরমহংস নির্ণয়ং (যাথার্থ্য নিশ্চয়ং) ব্যাখ্যাস্যামঃ। ব্রহ্মচারিণে (ব্রহ্মচর্য্যযুক্তায়) [শান্তায় দান্তায় উপরতঃ বাহ্যান্তরেন্দ্রিয়ায় ব্যাপারায়) গুরুভক্তায় হ সঃ হংসঃ ইতি সদা ধ্যায়ন্ সর্ব্বেষু দেহেষু (শরীরেষু) ব্যাপ্য বর্ত্ততে। যথা হি (নিশ্চতং) অগ্নিঃ কাষ্ঠেষু তিলেষু তৈলম্ ইব তং (সর্ব্বদেহ ব্যাজকম্ আত্মানং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) মৃত্যুং (সংসারং) অত্যেতি (ন প্রাপ্নোতি)। গুদং (পায়ুদ্বারং)

অবষ্টভ্য (নিরুধ্য) আধারাৎ বায়ুং (প্রাণাখ্যং) উত্থাপ্য (উদ্ধং আক্রম্য) সাধিষ্ঠানং (লিঙ্গপদ্মং) ত্রিঃ (ত্রিবারং) প্রদক্ষিনীকৃত্য মণিপূরকং (নাভিপদ্মং) চ গত্বা অনাহতং (হৃদপদ্মং) অতিক্রম্য বিশুদ্ধৌ (কণ্ঠচক্রে) প্রাণান্ নিরুধ্য (প্রাণবায়ুং অববোধং কৃত্বা) আজ্ঞাং (ভ্রূসন্ধিস্থং আজ্ঞাচক্রং বা দ্বিদল পদ্মম্) অনুধ্যায়ন্ (অনুচিন্তন্) ব্রহ্মরন্ধ্রং (মূর্দ্ধিস্থং সহস্রদলপদ্মং ব্রহ্মণঃ স্বয়ং প্রকাশস্য আধারস্থানম্) ধ্যায়ন (চিন্তন্) ত্রিমাত্রঃ (তিস্র মাত্রাযস্য সঃ ওঁকারঃ) অহম্ ইত্যেব (অনেন প্রকারেণ) সর্ব্বদা (অনবরতং) ধ্যায়ন্ (ধ্যান কুর্ব্বন্) ॥ ৪

বঙ্গার্থ—অনন্তর আমি হংস ও পরম হংসের ব্যাখ্যা করিব। শান্ত দান্ত ও গুরুভক্ত ব্রহ্মচারীদিগকে হংস ও পরমহংসের স্বরূপ বর্ণন করিব। এখানে জীবকে হংসরূপে বর্ণনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে হংস যেমন সরোবরে বিচরণ করিয়া থাকে জীবও তদ্রূপ সংসাররূপ জলধিমধ্যে বিচরণ করে ; আর পরমহংসের ব্যাখ্যায় ইহাই বলা যাইতেছে যে, যিনি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান অনুভব করিতে পারিয়াছেন তিনিই পরমহংস। যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি, তিলের মধ্যে তৈল বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ পরমহংস বা পরমাত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রাণী দেহে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার (পরমাত্মার) সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিলে জীবের সংসারাগমন আর ঘটে না। ব্রহ্ম সাক্ষাৎ লাভের উপায় বর্ণিত হইতেছে যথা—"পাদগুল্ফ দ্বারা পায়ুদ্বার রোধ করতঃ পায়ু ও শিশ্ন মধ্যস্থ মূলাধার চক্র হইতে প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধভাগে স্বাধিষ্ঠান বা লিঙ্গচক্রে তিনবার প্রদক্ষিণ করাইয়া মণিপুর বা নাভিচক্রমূল ভেদ করিয়া হৃদয়স্থিত অনাহতচক্র অতিক্রম পূর্ব্বক কণ্ঠমধ্যস্থ বিশুদ্ধ চক্রে প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিবে এবং তৎপর ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদলপদ্মে ভেদ করিয়া সহস্রদলপদ্মস্থিত আনন্দময় ব্রহ্মকে ওঁকার মন্ত্র "অহং সঃ" এইরূপ নিরন্তর ধ্যান করিবে॥

অথো নাদমাধারাদ্ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্তং শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশং স বৈ ব্রহ্মপরমাত্মেত্যুচ্যতে ॥ ৫

ব্যাখ্যা—অথো নাদং (ত্রিবর্ণাত্মকং ওঁকারং) আধারাৎ (গুদলিঙ্গান্তর্বর্ত্তিনঃ চক্রাৎ) ব্রহ্মরন্ধ্রং (সহস্রদলচক্রং) পর্য্যন্তং শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশং (বিশুদ্ধ স্ফটিকবদ্বর্ণং) সঃ (নাদঃ ওঁকারঃ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ইতি উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ৫

বঙ্গার্থ—তৎপর লিঙ্গমূল মূলাধার চক্র হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র সহস্রদলপদ্ম পর্য্যন্ত বিশুদ্ধস্ফটিকবৎ বর্ণ বিশিষ্ট নাদাত্মা ওঁকার বা প্রণবের ধ্যান করিতে থাকিবে। এই নাদরূপ ওঁকারকেই ব্রহ্মবাদিগণ প্রাণাত্মা ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ॥ ৫

অথ হংস ঋষিরব্যক্ত গায়ত্রীচ্ছন্দঃ পরমহংসো দেবতা হমিতি বীজং স ইতি শক্তিঃ সোঽহমিতি কীলকম্। ষট্ সংখ্যয়াঽহোরাত্রয়োরেক-বিংশতি সহস্রানিষট্ শতান্যধিকানি ভবন্তি সূর্য্যায় সোমায় নিরঞ্জনায় নিরাভাসায় তনুসূক্ষ্ম প্রচোদয়াদিত্যগ্নীষোমাভ্যাং বৌষড্ হৃদয়াদ্যঙ্গন্যাস করন্যাসৌ ভবতঃ। এবং কৃত্বা হৃদয়েঽষ্টদলে হংসাত্মানং ধ্যায়েৎ ॥ ৬

ব্যাখ্যা—অথ হংসঃ ঋষিঃ অব্যক্ত গায়ত্রীচ্ছন্দঃ পরমহংস দেবতা হম্ ইতি বীজং সঃ ইতি শক্তিঃ সঃ অহম্ ইতি কীলকং। [অজপা মন্ত্রস্য] ষট্সংখ্যায়া অধিকানি একবিংশতি সহস্রাণি ষটশতদল অহোরাত্রয়োঃ (অহনি রাত্রৌচ) [জপানি] ভবন্তি। সূর্য্যায় সোমায় নিরঞ্জনায় নিরাভাসায় তনুসূক্ষ্ম প্রচোদয়াৎ ইতি অগ্নীষোমাভ্যাং বৌষট্ হৃদয়াদি অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ ভবতঃ। এবং [ন্যাসং] কৃত্বা হৃদয়ে অষ্টদলে (হংসরোরুহে) হংসং আত্মানং ধ্যায়েৎ ॥ ৬

বঙ্গার্থ—এই মন্ত্রের ঋষি বা দ্রষ্টা হংস বা জীব, অব্যক্তগায়ত্রী ইহার ছন্দ, পরমহংস দেবতা, হম্ বীজ সঃ শক্তি এবং 'সোঽহম্' কীলক।

দিবা রাত্রি মধ্যে অজপামন্ত্র ২১৬০৬ বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপে প্রবাহিত হইয়া থাকে। সূর্য্যায়, সোমায়, নিরঞ্জনায়, নিরাভাসায় তনুসূক্ষ্ম বৌষট্ মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করন্যাস প্রভৃতি কার্য্য করিবে এবং এবম্বিধ প্রকারে ন্যাসাদি কার্য্যান্তে হৃদয়স্থিত অষ্টদল পদ্মে পরমাত্মার ধ্যান করিবে॥ ৬

অগ্নীষোমৌ পক্ষাবোঙ্কারঃ শিরোবিন্দুস্তু নেত্রং মুখং রুদ্রো রুদ্রানী চরণৌ বাহূ কালশ্চাগ্নিশ্চোভে পার্শ্বে ভবতঃ পশ্যত্যনাগারশ্চ শিষ্টোভয়-পার্শ্বে ভবতঃ॥ ৭

ব্যাখ্যা—অগ্নিষোমৌ (অগ্নিঃ উময়া [জীব ব্রহ্মণঃ] সহ বর্ত্তমানঃ সোমঃ তৌ) পক্ষৌ ওঁকারঃ শিরঃ বিন্দু তু নেত্রং মুখং রুদ্রঃ চরণৌ (পাদৌ) রুদ্রানী বাহুচকালঃ (অন্তকঃ) অগ্নিঃ চ উভে পার্শ্বে ভবতঃ। পশ্যতি অনাগারঃ (বৈরাগ্যং) চ শিষ্টঃ উভয়ঃ পার্শ্বে ভবতঃ॥ ৭

বঙ্গার্থ—অগ্নি ও সোম পক্ষীর পক্ষের ন্যায় হংসরূপ জীবের দক্ষিণ ও বামভাগে অবস্থিত, বিন্দু ইহার নেত্র, ওঁকার মস্তক, রুদ্র মুখ, রুদ্রানী পদদ্বয়, অন্তক বাহুদ্বয় জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এক পার্শ্বে ও অগ্নি উভয় পার্শ্বে॥ ৭

এষোহংসৌ পরমহংসো ভানুকোটি প্রতীকাশো যেনেদং ব্যাপ্তং তস্যাষ্টধা বৃত্তির্ভবতি পূর্ব্বদলে পুণ্যে মতিরাগ্নেয়ে নিদ্রালস্যাদয়ো ভবন্তি যাম্যে ক্রূরে মতির্নৈঋত্যে পাপে মনীষা বারুণ্যাং ক্রীড়া বায়ব্যে গমনাদৌ বুদ্ধিঃ সৌম্যে রতিপ্রীতিরীশানে দ্রব্যাদানে॥ ৮

ব্যাখ্যা—এষঃ অসৌ পরমহংসঃ (ব্রহ্ম) ভানুকোটি প্রতীকাশঃ (কোটি সূর্য্যসমপ্রভঃ) যেন (স্বয়ং প্রকাশেন) ইদং (সর্ব্বং) ব্যাপ্তং। তস্য অষ্টধা (অষ্টপ্রকারা) বৃত্তিঃ ভবতি। পূর্ব্বদলে (হৃদপদ্মস্যঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি পত্রে) পুণ্যে (শুভ কর্ম্মণি) মতিঃ [ভবতি] আগ্নেয়ে নিদ্রা আলস্যাদয়ঃ ভবন্তি। যাম্যে (দক্ষিণস্যাং দিশি) ক্রূরে

(হিংসাদিনাং পাপ কর্ম্মণি) মতিঃ [ভবতি] নৈঋতে পাপে মনিষা (মতিঃ) চ বারুণ্যাং (পশ্চিমায়াং দিশি) ক্রীড়া ভবতি। বায়ব্যে গমনাদৌ বুদ্ধিঃ ভবতি, সৌম্যে (উত্তরাস্যা দিশি) রতিপ্রীতিঃ (যোষিৎ সেবা জন্যে) প্রীতিঃ (প্রেমঃ) ভবতি ঈশানে দ্রব্যদানে মতি ভবতি॥ ৮

বঙ্গার্থ—স্বপ্রকাশ পরমাত্মা আকাশের ন্যায় সমস্ত জগতে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন তিনিই এই পরমহংস কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি বুদ্ধিতে যখন অবস্থিত করেন তখন হৃদপদ্মস্থিত অষ্টদলে আট প্রকার মতি হয়। যখন ঐ পদ্মের পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান থাকেন, শুভ কর্ম্মে বুদ্ধি হয় অগ্নি কোনস্থ পত্রে থাকিলে নিদ্রালস্য প্রমাদ উপস্থিত হয়। দক্ষিণদিগস্থ পত্রে অবস্থান কালে হিংসাদিজনক কার্য, নৈঋতে থাকিলে পাপকর্ম্মে মতি হয়। পশ্চিমে থাকিলে ক্রীড়ায় আশক্তি, বায়ু কোনে থাকিলে বিদেশে গমনে মতি, উত্তরদিকে থাকিলে স্ত্রী সেবার প্রীতি জন্মিয়া থাকে এবং ঈশান কোণে থাকিলে দ্রব্যাদি গ্রহণে লোভ উপস্থিত হয়। ৮

স এব জপ কোট্যাং নাদমনুভবত্যেবং সর্ব্বং হংসবশান্নাদো দশবিধো জায়তে। চিনিতি প্রথমঃ। চিঞ্চিনিতি দ্বিতীয়ঃ। ঘণ্টানাদস্তৃতীয়ঃ শঙ্খনাদশ্চতুর্থঃ। পঞ্চমস্তন্ত্রীনাদঃ ষষ্ঠস্তালনাদ সপ্তমোবেণুনাদোঽষ্টমো-মৃদঙ্গনাদো নবমো ভেরীনাদো দশমো মেঘনাদো নবমঃ পরিত্যজ্য দশমমেবাভ্যসেৎ॥ ৯

ব্যাখ্যা—সঃ (হংসোপাসক সাধকঃ) এব জপকোট্যাং (এককোটি জপেন) নাদম্ (হৃদয়স্থং ধ্বনি) অনুভবতি। এবং সর্ব্বং হংসবশাৎ নাদ দশবিধঃ জায়তে। চিন্ ইতি প্রথমঃ নাদঃ। চিন্ চিন ইতি দ্বিতীয় নাদঃ। তৃতীয় ঘণ্টানাদঃ (ঘণ্টাধ্বনিবৎ)। শঙ্খনাদঃ চতুর্থঃ। পঞ্চম নাদঃ তন্ত্রীঃ (বীণাধ্বনিবৎ) ষষ্ঠঃ নাদঃ তাল ধ্বনিবৎ। সপ্তমঃ বেণুধ্বনিবৎ নাদঃ।

অষ্টমঃ ভেরীনাদঃ (ভেরী ধ্বনিবৎ) নবমঃ মৃদঙ্গনাদঃ (মৃদঙ্গধ্বনিবৎ নাদঃ) দশমঃ মেঘনাদঃ। নবমং নবপর্য্যান্তানাদং) পরিত্যজ্য (ত্যাগং কৃত্বা) দশমং [মেঘনাদম্] এব অভ্যসেৎ॥ ৯

বঙ্গার্থ—হংসমন্ত্রোপাসক এক কোটি বার জপ করিতে পারিলে হৃদয় মধ্যে নানাবিধ শব্দ শুনিতে পান। এই হংসমন্ত্র জপের ফলে দশ প্রকার নাদ সঞ্জাত হইয়া থাকে। প্রথমে চিণ্ এইরূপ ধ্বনি, দ্বিতীয়ে চিণ্ চিণ্ ধ্বনি, তৃতীয়ে ঘণ্টাধ্বনি, চতুর্থে শঙ্খধ্বনি, পঞ্চমে বীণাধ্বনি, ষষ্ঠে তালধ্বনি সপ্তমে বংশধ্বনি, অষ্টমে ভেরীধ্বনি, নবমে মৃদঙ্গধ্বনি, দশমে মেঘবৎশব্দধ্বনি অনুভূত হইয়া থাকে। এই সকল ধ্বনির মধ্যে প্রথম হইতে নবম পর্য্যন্ত ধ্বনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দশম মেঘধ্বনিবৎ নাদেরই অভ্যাস করিবে॥ ৯

প্রথমে চিঞ্চিণী গাত্রং দ্বিতীয়ে গাত্র ভঞ্জনম্।
তৃতীয়ে খেদনং যাতি চতুর্থে কম্পতে শিরঃ॥
পঞ্চমে স্রবতে তালু ষষ্ঠেঽমৃতনিষেবণম্।
সপ্তমে গূঢ় বিজ্ঞানম্ পরা বাচা তথাঽষ্টমে॥
অদৃশ্যং নবমে দেহং দিব্যচক্ষুস্তথাঽমলম্।
দশমং পরমং ব্রহ্ম ভবেদ্ ব্রহ্মাত্মসন্নিধৌ॥ ১০

ব্যাখ্যা—প্রথমে (নাদে) চিঞ্চিণী গাত্রং (চিঞ্চিণীশব্দবৎ গাত্রং ভবতি) দ্বিতীয়ে গাত্র ভঞ্জনং (গাত্রভঙ্গং) [ইব ভবতি] তৃতীয়ে স্বেদনং (ঘর্ম্ম) যাতি। চতুর্থে শিরঃ কম্পতে। পঞ্চমে তালু স্রবতে। ষষ্ঠে অমৃতনিষেবণম্ (অমৃতোপম্ ইব ভবতি ; সপ্তমে গূঢ় বিজ্ঞানম্ (তত্ত্বজ্ঞানং) [প্রাপ্নোতি] অষ্টমে চ পরা (শ্রেষ্ঠা মনোজ্ঞা) বাচা (বাক্) [ভবতি] নবমে দেহং অদৃশ্যং তস্য দিব্য চক্ষুঃ অমলং চ

[ভবতি] দশমং পরমং ব্রহ্ম ভবেদ্ ব্রহ্মাত্মসন্নিধৌ (পরমাত্মনো সন্নিধিঃ অভেদ্ ইতি ভাবঃ ॥ ১০

বঙ্গার্থ—প্রথম নাদে শরীরে চিণ চিণ করে, দ্বিতীয় নাদে গাত্রভঙ্গ তৃতীয়ে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয় ; চতুর্থে শির কম্পন, পঞ্চমে তালু হইতে অমৃত স্রাব হয়, ষষ্ঠে অমৃত পান তুল্য বোধ হয়, সপ্তমে নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, অষ্টমে শ্রেষ্ঠ দৈব বাক্য উদ্ভব হয়. নবমে অদৃশ্য শরীর ও দিব্য দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, দশমে জীব ও ব্রহ্মের সন্নিকর্ষ নিবন্ধন হেতু ব্রহ্মত্ব লাভ ঘটিয়া থাকে ॥ ১০

তস্মিন্মনো বিলীয়তে মনসি সঙ্কল্প বিকল্পে দগ্ধে পুণ্য পাপে সদাশিবঃ শক্ত্যাত্মা সর্ব্বত্রাবস্থিতঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ শুদ্ধো বুদ্ধো নিত্যো নিরঞ্জনঃ শান্তঃ প্রকাশত ইতি ॥ ১১

ব্যাখ্যা—তস্মিন্ মনঃ বিলীয়তে মনসি সঙ্কল্প বিকল্পে [বিলীনে সতি] পুণ্য পাপে দগ্ধে সদাশিবঃ মঙ্গলরূপঃ) [ভবতি] শক্ত্যাত্মা ভূত্বা সর্ব্ববস্থিতঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশঃ) শুদ্ধাঃ (পবিত্রঃ) বুদ্ধঃ (জ্ঞানস্বরূপঃ) নিত্য নিরাঞ্জনঃ শান্তঃ [সন] প্রকাশতে ইতি ॥ ১১

বঙ্গার্থ—সেই সময়ে অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান হইলে মনের সঙ্কল্প বিকল্পাদি সমস্তই লয়প্রাপ্ত হয়. পাপ পুণ্য দগ্ধ হইয়া মন সদা মঙ্গল-ময়রূপে অবস্থিত করেন এবং নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নিরাঞ্জন জ্যোতিঃস্বরূপ শান্তভাবে প্রকাশিত হয়েন ॥ ১১

ইতি বেদ প্রবচনং বেদ প্রবচনম্ ॥ ১২

ওঁ পূর্ণমদ ইতি শান্তিঃ

ইতি অথর্ব্ববেদে হংসোপনিষৎ সমাপ্তা।

ব্যাখ্যা বেদ প্রবচনম্ (বেদস্য আজ্ঞারূপং বাক্যং) দ্বিরুক্তি সমাপ্ত্যর্থা ।

বঙ্গার্থ—ইহা বেদের আজ্ঞা। গ্রন্থ সমাপ্তি জন্য বেদপ্রবচনম্ দুইবার কথিত হইয়াছে ।

হংসোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

নারায়ণোপনিষৎ।

ওঁ সহনাববত্বিতি শান্তিঃ।

নারায়ণের নামানুসারে ইহা নারায়ণোপনিষৎ নামে আখ্যাত। ইহার ভাষ্য নাই এবং সহজবোধ্য বলিয়া কেবল বঙ্গার্থ প্রদত্ত হইল। চারি বেদের চারিটি বৃহদাকার মন্ত্র সমন্বিত নারায়ণের স্তুতিপূর্ণ গ্রন্থ। নারায়ণ জগৎস্রষ্টা, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী আদিত্য, রুদ্র, বসু, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্থাবর, জঙ্গম, সমস্ত সৃষ্টি পদার্থ উর্দ্ধ, অধঃ, সম্মুখ, পশ্চাৎ সমস্ত নারায়ণময়। যিনি "ওঁ নারায়ণায় নমঃ" এই অষ্টাক্ষর সমন্বিত মহামন্ত্র একাগ্রহৃদয়ে সদা জপ করেন তিনি অন্তে মুক্তি লাভ করেন। প্রাতঃকালে এই মন্ত্র জপ করিলে রাত্রিকৃত সমস্ত পাপ এবং সায়াহ্নে জপ করিলে দিবাকৃত পাপ নষ্ট হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে আদিত্যমুখী হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিলে পঞ্চমহাপাতক ও উপপাতক সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই উপনিষদবলম্বনেই হিন্দুদিগের শিলারূপী শালগ্রাম নারায়ণের পূজার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ইহা অনতি প্রাচীন হইলেও শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়াছে। যেহেতু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই নারায়ণ বা ব্রহ্ম।

ওঁ অথ পুরুষোহবৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি। নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে। মনঃ সর্ব্বেইন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী। নারায়ণাৎ ব্রহ্ম জায়তে। নারায়ণাৎরুদ্রো জায়তে। নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে। নারায়ণাৎ প্রজাপতি প্রজায়তে। নারায়ণাৎ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাবসবঃ সর্ব্বাণি ছন্দাংসি নারায়ণাদেব সমুৎ-

পদ্যন্তে। নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে এতৎ ঋগ্বেদ-শিরোঽধীতে ॥ ১

বঙ্গার্থ—সেই আদি পুরুষ নারায়ণ প্রজা সৃষ্টির কামনা করিয়াছিলেন নারায়ণ হইতেই প্রাণ, মন, সর্ব্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, প্রজাপতি, দ্বাদশ আদিত্য, বসু সকল, রুদ্রাখ্য দেবতা সকল, ছন্দ (বেদ মন্ত্রাদি) নারায়ণ হইতেই হইয়াছে। নারায়ণ হইতেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে। ইহা ঋগ্বেদের সার।

অথ নিত্যো নারায়ণঃ। ব্রহ্মা নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ নারায়ণঃ। বিদিশশ্চ নারায়ণঃ। ঊর্দ্ধ চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ। অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্ব্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধ দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ। য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি স বিষ্ণুরেব ভবতি। এতৎ যজুর্ব্বেদ-শিরোঽধীতে ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ—নারায়ণ নিত্য, ব্রহ্মা, শিব, শক্র বা ইন্দ্র, কাল, দিক্‌বিদিক্ ঊর্দ্ধ, অধঃ, অন্তর, বাহির সমস্তই নারায়ণ। পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই নারায়ণ। যাহা গত হইয়াছে এবং যাহা ভবিষ্যতে হইবে তৎসমস্তই নারায়ণ। নারায়ণ নিষ্কলঙ্ক, নিরাঞ্জন, নির্ব্বিকার, অরূপ, শুদ্ধ, এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই বিষ্ণুতুল্য এই মন্ত্রই যজুর্ব্বেদের সার জানিবে।

ওঁ মিত্যোগ্রে ব্যাহরেৎ। নম ইতি পশ্চাৎ। নারায়ণায়েত্যুপরিষ্টাৎ ওমিত্যেকাক্ষরম্ ॥ নম ইতি দ্বে অক্ষরে। নারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরাণি। এতদ্বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদম্। যো হ বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদ

মধ্যেতি। অনপক্রবঃ সর্ব্বমায়ুরেতি। বিন্দাত্তে প্রাজাপত্যরায়স্পোষং গৌপত্যং ততোঽমৃতত্বমশ্নুতে। ততোঽমৃতত্বমশ্নুত ইতি। এতৎ সামবেদশিরোঽধীতে ॥ ৩

বঙ্গার্থ—ওম্ উচ্চারণ করিয়া নারায়নায় নমঃ এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। ওঁ একাক্ষর, নম দুই অক্ষর, নারায়ণ পঞ্চাক্ষর সংমিলিত হইয়া নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্র। ওঁ নারায়নায় নম অষ্টাক্ষর সংযুক্ত মন্ত্র জপে আয়ু বৃদ্ধি, সন্তান, ধন, গো প্রভৃতি সম্পত্তি প্রাপ্তি এবং অন্তে অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। ইহাই সামবেদের সার জানিবে।

প্রত্যগানন্দ' ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপম্ অকার উকারোমকার ইতি। তা অনেকধা সমভবৎ তদেতদোমিতি। য মুক্ত্বা মুচ্যতে যোগী জন্ম সংসার বন্ধনাৎ। ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠভুবনং গমিষ্যতি। তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনং তস্মাওড়িদাভমাত্রম্। ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রঃ ব্রহ্মণ্যোমধুসূদনঃ। ব্রহ্মণাঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো-বিষ্ণুরুচ্যতে ইতি। সর্ব্বভুতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষম্ কারণং পরং ব্রহ্ম ওমিতি। অথর্ব্বশিরোঽধীতে ॥ ৪

বঙ্গার্থ—প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মপুরুষ প্রত্যগানন্দ অকার, উকার, মকার। "ওম্" এই অক্ষর মন্ত্র উচ্চারণকারী জন্মমৃত্যু সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত যোগী নামে কথিত। "ওঁ নারায়ণায়নম" এই মন্ত্রোপাসক বৈকুণ্ঠ ভবনে গমন করেন। সেই বিজ্ঞানঘন পুণ্ডরীকই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব। বিদ্যুতাভার ন্যায়, তিনি কৃষ্ণ, মধুসূদন, পুণ্ডরীকাক্ষ ও বিষ্ণু নামে উক্ত; নারায়ণই সর্ব্বভূতের এক অদ্বিতীয় কারণ পুরুষ "ওম্ ইতি পরব্রহ্ম" ইহাই অথর্ব্ব বেদের সার।

প্রাতরধীয়ানো রাত্রি কৃতং পাপং নাশয়তি। সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি। তৎসায়ং প্রাতরধীয়মানো পাপ অপাপোভবতি।

মধ্যংদিনমাদিত্যাভিমুখোঽধীয়ানঃ পঞ্চমহাপাতকোপপাতকাৎ প্রমুচ্যতে। সর্ব্ববেদপারায়ণ পুণ্যং লভতে। নারায়ণ সাযুজ্যমবাপ্নুতি শ্রীমন্নারায়ণ সাযুজ্যমবাপ্নুতি য এবং বেদ ॥ ৫। ওঁ সহনাববত্বিতি শান্তিঃ ॥

ইতি নারায়ণোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

বঙ্গার্থ—প্রাতঃকালে উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিলে রাত্রিকৃত পাপ, সায়াহ্নে পাঠ করিলে দিবাকৃত পাপ নষ্ট হয়। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে পাঠ করিলে পঞ্চমহাপাতক অপাতক বা বিনাশ হইয়া যায় এমত কথিত হইয়াছে। নারায়ণের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। যে ইহা জানে সে নারায়ণ সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় দ্বিরুক্তি।

নারায়ণোপনিষৎ সমাপ্ত।

ভিক্ষুকোপনিষৎ।

ভিক্ষুকোপনিষৎ অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ সাতটি মাত্র মন্ত্র ইহাতে উক্ত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে ভিক্ষু সম্প্রদায়কে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে ভরদ্বাজ প্রভৃতি কুটীচক সম্প্রদায়ের এবং ৩।৪।৫ মন্ত্রে বহুদক হংস ও পরমহংস সন্ন্যাসীগণের নাম ও যোগমার্গাবস্থিত বিবরণ এবং ৬।৭ মন্ত্রে তাঁহাদের আচরণ, বাসস্থান ও মৃত্যুর পর মোক্ষাদির কথা বলা হইয়াছে। এই উপনিষৎ সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের রচিত বলিয়া মনে হয়।

ভিক্ষূনাং পটলং যত্র বিশ্রান্তিমগমৎসদা।
তত্ত্রৈপদং ব্রহ্মতত্ত্বং ব্রহ্ম মাত্রং করোতিমাম্ ॥
ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং ইতি শান্তিঃ ॥

ওঁ অথ ভিক্ষুণাং মোক্ষার্থিনাং কুটীচক বহুদক হংস পরমহংসাস্যেতি চত্বারঃ॥ ১

ওঁ অথ মোক্ষার্থিনাং ভিক্ষুনাং কুটীচক বহুদক হংস পরমহংসাশ্চ ইতি চতুর্বিভাগ। ১

বঙ্গার্থ—অনন্তর মোক্ষার্থী ভিক্ষুগণের চারিটি সম্প্রদায়ের কথা বলা হইতেছে যথা—কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস। ১

কুটীচকা নাম গৌতম ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠপ্রভৃতোঽষ্টো গ্রাসাংশ্চরতো যোগমার্গে মোক্ষমেব প্রার্থয়ন্তে॥ ২

গৌতম. ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতয়ঃ কুটিচকা অষ্টগ্রাস অন্নং চরন্তং (ভক্ষয়ন্তং) যোগমার্গে মোক্ষং প্রার্থয়ন্তে (ইচ্ছন্তি)। ২

বঙ্গার্থ—গৌতম, ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি কুটীচক সম্প্রদায়ের ঋষিগণ অষ্টগ্রাস অন্ন ভক্ষণ পূর্ব্বক যোগমার্গাবলম্বনে মুক্তির প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ২

অথ বহুদকা নাম ত্রিদণ্ড কমণ্ডলু শিখা যজ্ঞোপবীতকাষায়বস্ত্রধারিণো-ব্রহ্মর্ষি গৃহে মধুমাংসং বর্জয়িত্বাষ্টো গ্রাসান্ ভৈক্ষাচরণং কৃত্বা যোগমার্গে মোক্ষমেব প্রার্থয়ন্তে॥ ৩

অথ বহুদকা নাম ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিখা, যজ্ঞসূত্র, কাষায় বস্ত্র-ধারিণঃ ভিক্ষুকাঃ ব্রহ্মর্ষি গৃহে মধু (মিষ্টদ্রব্য) মাংসং বর্জ্জিত্বা (ত্যাগং কৃত্বা) অষ্টগ্রাসেন ভক্ষাচরণং কৃত্বা যোগমার্গে [তিষ্ঠন্] মোক্ষং এব প্রার্থয়ন্তে (ইচ্ছন্তি)। ৩

বঙ্গার্থ—বহুদক নামক ভিক্ষু সম্প্রদায়ীগণ ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিখা, যজ্ঞোপবীত ও কাষায় বস্ত্র পরিধান করতঃ ব্রহ্মর্ষি গৃহে মিষ্টদ্রব্য, মাংস প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া অষ্টগ্রাস আহার পূর্ব্বক যোগমার্গে অবস্থান মুক্তি কামনা করিয়া থাকেন। ৩

অথ হংসানাম গ্রামৈকরাত্রং নগরে পঞ্চরাত্রং ক্ষেত্রে সপ্ত রাত্রং তদুপরি ন বসেয়ুঃ। গোমূত্রগোময়াহারিণো নিত্যং চান্দ্রায়ণপরায়ণা যোগমার্গে মোক্ষমেব প্রার্থয়ন্তে ॥ ৪

অথ (অনন্তরং) কে হংসা? যে গ্রামে এক রাত্রম্ নগরে পঞ্চরাত্রম্ ক্ষেত্রে (নগর বহিঃস্থ প্রদেশে) সপ্ত রাত্রম্ ন তদুপরি বসেয়ুঃ গোময় আহারিণঃ (সংগ্রহকাঃ সন্ত) নিত্য চান্দ্রায়না পরায়ণাশ্চ যোগ-মার্গে মোক্ষং এব প্রার্থয়ন্তে (ইচ্ছন্তি)। ৪

বঙ্গার্থ—তদনন্তর বলা হইতেছে হংস কাহারা? যাহারা গ্রামে এক রাত্রি নগরে পঞ্চরাত্রি এবং নগর প্রান্তে মাঠে সপ্তরাত্রির অধিক বাস করেন না। (তাহারাই হংসাখ্য যোগী)।

ইহারা গোমূত্র ও গোময় সংগ্রহণ করিয়া প্রতিদিন চান্দ্রায়ণ ব্রত-পরায়ণ হইয়া যোগমার্গাবলম্বনে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ৫

অথ পরমহংসা নাম সংবর্ত্তকারুণি শ্বেতকেতু জড়ভরতদত্তাত্রেয় শুক বামদেব হারিতক প্রভৃতয়োঽষ্টৌগ্রাসাংশ্চরন্তো যোগমার্গে মোক্ষ-মেব প্রার্থয়ন্তে ॥ ৫

অথ কে পরমহংসা? সম্বর্ত্তক, আরুণি, শ্বেতকেতু, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, শুক, বামদেব, হারিতকপ্রভৃতয়ঃ যে অষ্টগ্রাসান্ ভিক্ষাচরণ্ কৃত্বা যোগমার্গে মোক্ষং এব প্রার্থয়ন্তে (ইচ্ছন্তি)। ৫

বঙ্গার্থ—তদনন্তর পরমহংস কাহারা বলা হইতেছে? সম্বর্ত্তক, আরুণি, শ্বেতকেতু, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, শুক, বামদেব, হারিত প্রভৃতি যোগ-মার্গাবলম্বনে অষ্টগ্রাস ভক্ষণ পূর্ব্বক মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৫

বৃক্ষমূলে শূন্য গৃহে শ্মশানবাসিনো বা সাম্বরা বা দিগাম্বরা বা। ন তেষাং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ লাভালাভৌ শুদ্ধাশুদ্ধৌ দ্বৈতবর্জ্জিতা সমলোষ্ট্রশ্মকাঞ্চনাঃ সর্ব্ববর্ণেষু ভৈক্ষাচরণংকৃত্বা সর্ব্বত্রাত্মৈবেতি পশ্যন্তি॥ ৬

বৃক্ষমূলে বাসিনঃ শূন্য গৃহে বাসিনঃ শ্মশানবাসিনঃ সম্বরা (সবস্ত্রা) বা দিগাম্বরা (বিবস্ত্রা) বা ন তেষাং ধর্ম্মঃ অধর্ম্মঃ লাভঃ অলাভঃ শুদ্ধঃ অশুদ্ধঃ দ্বৈত ভাব তে বর্জ্জিতা লোষ্ট্রো (অশ্মনি) কাঞ্চণেষু সমভাবাপন্ন সন্তঃ সর্ব্ববর্ণেষু ভক্ষাচরণকৃত্বা সর্ব্বত্র আত্মা এব ইতি পশ্যন্তি ॥ ৬

বঙ্গার্থ—তাঁহারা সবস্ত্র বা বিবস্ত্র হইয়া বৃক্ষমূলে, শূন্যগৃহে, শ্মশানে বাস করিয়া, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, লাভ অলাভ, শুদ্ধ, অশুদ্ধ, দ্বৈতভাব বর্জ্জিত হইয়া লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া, সকল বর্ণের অন্ন গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বত্র সকলকে একাত্মভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। ৬

অথ জাতরূপ ধরা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ শুক্লধ্যানপরায়ণা আত্মনিষ্ঠাঃ প্রাণসংধারণার্থং যথোক্ত কালে ভৈক্ষমচরণকৃত্বা শূন্যাগার দেবগৃহ তৃণ-কূটবল্মিকবৃক্ষমূলকুলালশালাগ্নিহোত্রশালা নদী পুলিনগিরি-কন্দর-কুহর কোটরস্থণ্ডিলে বাসং কৃত্বা তত্র ব্রহ্মমার্গে সম্যক সম্পন্নাঃ শুদ্ধমানসাঃ পরমহংসাচরণেন সংন্যাসেন দেহত্যাগং কুর্ব্বন্তি তে পরমহংসা নামেত্যুপনিষৎ ॥

ওঁ পূর্ণমদ ইতি শান্তিঃ।

ইতি ভিক্ষুকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

অথ জাতরূপধরা নির্দ্বন্দ্বা নিঃ পরিগ্রহা (ন অপরপ্রত্যাশিনঃ) শুক্ল (ব্রহ্ম) ধ্যানপরায়ণঃ আত্মনিষ্ঠাঃ প্রাণ সংধারণার্থে যথা উপযুক্ত কালে ভক্ষম্ চরণ্ কৃত্বা শূন্য আগারে (গৃহে) দেবগৃহে তৃণকূটে বল্মীকে বৃক্ষমূলে কুলালশালায়া অগ্নিহোত্রশালা (যজ্ঞগৃহে) নদীপুলিনে (নদীতটে) গিরিকন্দরে (গিরিগহ্বরে) স্থণ্ডিলে বাসংকৃত্বা ব্রহ্মমার্গে সম্যক সম্পন্নাঃ শুদ্ধ মানসাঃ শুদ্ধান্তকরণাঃ সন্তঃ পরমহংস আচরণে সন্ন্যাসেন (সন্ন্যাসধর্ম্মে) দেহত্যাগং কুর্ব্বন্তি তে পরমহংস নাম ইতি উপনিষৎ। ৭

বঙ্গার্থ—যাঁহারা অন্যের কোনরূপ প্রত্যাশা না করিয়া নির্দ্বন্দ্বভাবে আত্মনিষ্ঠা তৎপর হইয়া ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া যথা সময়ে উক্ত প্রকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে, শূন্য গৃহে, দেবালয়ে, তৃণ কুটীরে, যজ্ঞশালায় নদীতটে গিরিগহ্বরে স্থণ্ডিলে বাস করতঃ ব্রহ্মমার্গে থাকিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে সন্ন্যাসাশ্রমে দেহত্যাগ করেন তাঁহারাই পরমহংস নামে আখ্যাত মুক্তিকামী ॥ ৭